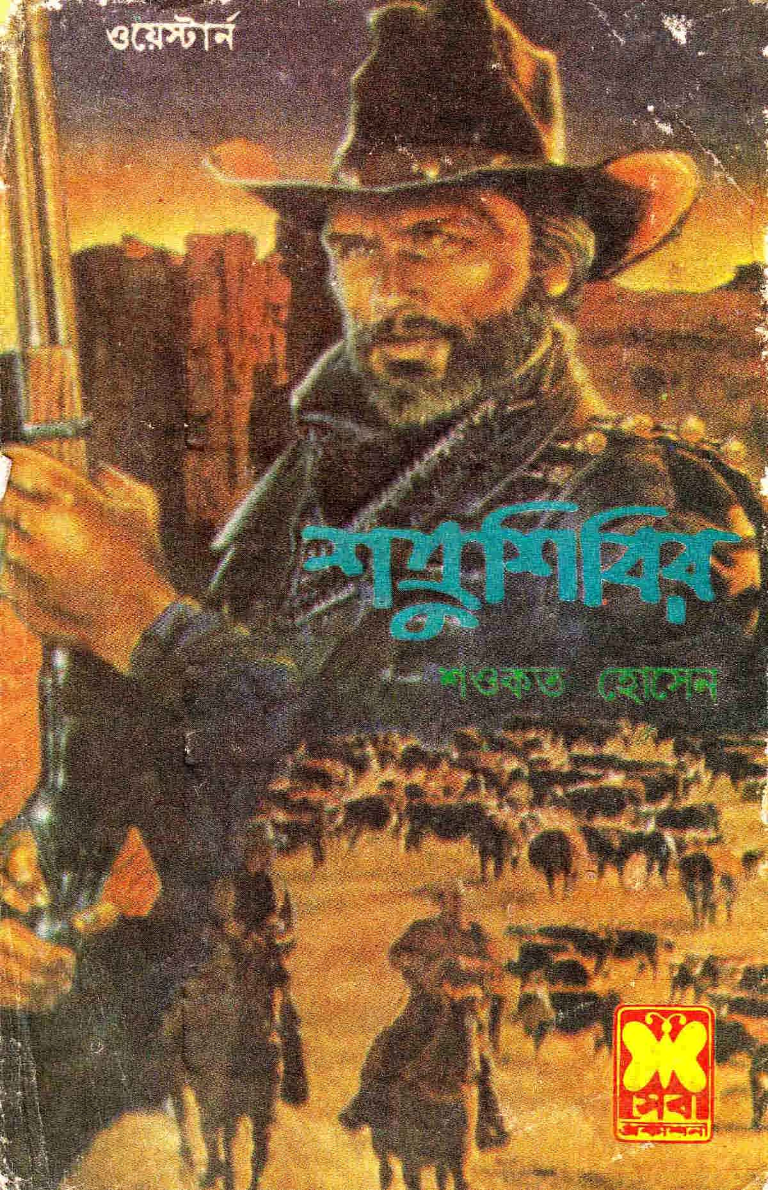

ওয়েস্টার্ন
শত্রুশিবির
শওকত হোসেন
সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

এক

মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি রীতিমত ঝগড়ার দিকে মোড় নেয়ার অবস্থা হলো। পল রবসন টের পেলো সবার আগে। বুড়ো ক্লিম হোয়াইটের অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে পাইপ বের করার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালো সে। প্রায় আধমিনিট কেটে গেল অটুট নীরবতায়। বগলের নিচে লাগাম চেপে ধরে পাইপে তামাক ভরার ফাঁকে ট্রেইলবস হিসাবে নিজের অধিকারগুলো মনে করার চেষ্টা করলো রবসন।

তেমন কিছু নয়, তবু অধিকার তো, এবং তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। হাত ভাঁজ করে স্যাডলহর্নের ওপর ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গি করলো রবসন। ওর ঘোড়াটা আগেই সামনের পা-জোড়া ঢালু পাড় থেকে অনেকটা নামিয়ে দিয়েছে। প্রায় একফুট গভীর পানিতে দাঁড়ানো হোয়াইটের ঘোড়াটার পাশে যাবার জন্যে ওর সামান্য সামনে ঝোঁকাই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু নামলো না রবসন। রেকাবে পা দুটো টানটান করে দিলো; আবার হাতে তুলে নিলো লাগাম, একহাতে মুখ থেকে পাইপ

নামালো।

'আমি যা বলার বললাম, জিম, এমনটা হওয়ার কথা ছিলো না।'

'ঠিক,' ওর কথায় সায় দিলো হোয়াইট, কণ্ঠে পরিষ্কার ক্ষোভ। 'কিন্তু তুমি যদি বলো এই হাঁটু পানিতে ঘোড়া আর কয়েক হাজার গরু ডুবে মরেছে, আমি মেনে নেবো না। আমার ঘোড়াটার দিকে একবার দেখো, ঝাড়া পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে আছে এভাবে—কই ডুবলো?'

জবাব দিলো না পল রবসন, কিন্তু ওর চোখে অধৈর্য দৃষ্টি ফুটে উঠলো।

'মনে রেখো, সাবধানী লোক আমি পছন্দ করি, বিশেষ করে তারা যদি তোমার বয়সী হয়,' বলে চললো হোয়াইট। 'কিন্তু আমাদের তিন হাজার গরু নিয়ে অচেনা জায়গায় এরই মধ্যে দুদিনের রাস্তা এগিয়ে গেছে ওরা।' হাতের ইশারায় নদীর ওপারে পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করলো সে। কালচে নীল পাহাড়সারির মাথায় এখনো মেঘের আনাগোনা, ঝড়ের আভাস। 'এখন বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে আরো একদিন কি দুদিন এখানে আটকা পড়ে থাকতে হবে।' হাত নামালো সে। 'সন্ধ্যার এখনো ঘন্টা দুয়েক বাকি আছে, গরুগুলো পার করার জন্যে যথেষ্ট সময়। আমি এগোনোর পক্ষে।'

হোয়াইটের কণ্ঠে দৃঢ়তার ছাপ খুঁজলো রবসন। বুঝতে পারলো অযথা জেদের ভান করছে বুড়ো। ঘোড়া ঘুরিয়ে ওপরে উঠে এলো পল, বললো, 'কেউ যদি এখান থেকে কোনো গরু—তার নিজের গরু হলেও—ওপারে নেয়ার চেষ্টা করে, আমি ইস্তফা দেবো; নতুন একজন ট্রেইলবস বেছে নিতে হবে তোমাদের। আমাকে বস হিসাবে দেখতে চাইলে রিডগোল্ডকে বলে দাও পানি খাইয়ে রাতের মতো বিশ্রাম দেয়ার জন্যে গরুগুলোকে ওই কীডার ক্রিকের ধারে নিয়ে যেতে।

জলদি!' কর্তৃত্বের সুর ফুটে উঠলো ওর কণ্ঠে।

লাগামে সজোরে টান লাগালো জিম হোয়াইট, পাড়ে উঠে এলো, তারপর রবসনকে পেছনে ফেলে যাবার সময় বললো, 'আরো আগেই বোধ হয় ট্রেইলবস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিলো আমাদের।'

জবাব দিলো না পল রবসন, চেয়ে আছে হোয়াইটের চওড়া পিঠের দিকে। গাছপালার ওপাশে যাবার পর গতি বাড়ালো বুড়ো।

স্যাডলে স্থির বসে রইলো পল রবসন, দাঁতের ফাঁকে পাইপ আটকে ভাবছে। দুর্ভাগ্য কিভাবে দুর্ভোগ বয়ে আনে! সন্ধ্যার আগে গরু নিয়ে রুইডোসো নদী পার হওয়ার জন্যে হোয়াইটের জেদকে মূল্য দিচ্ছে না ও। ওর দলের অন্তত তিনজন লোক হোয়াইটকে বোঝাতে পারবে যে স্বাভাবিক অবস্থায় ঘোড়া বা গরু না ডুবলেও 'ফ্ল্যাশফ্লাড' বা তুমুল বৃষ্টি হলে মাত্র কয়েক মুহূর্তে কয়েক হাজার গরু ভেসে যেতে পারে স্রোতের টানে। এবং গতকাল প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। আশপাশের স্যাঁতসেঁতে মাটি তারই প্রমাণ।

না, হোয়াইটের কথা ভাবছে না রবসন। ঘন্টাখানেক আগে নদীর ওপারে স্কাউট করতে গিয়ে দেখা জিনিসগুলোর কথা ভাবছে সে। হোয়াইটের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ওগুলো।

এখানে এসে শিফলিন তার দশজন সঙ্গী বা গরুর দেখা পায়নি ওরা। তবে জায়গাটা দ্রুত জরিপ করে রবসন বুঝতে পেরেছে এখানেই ছিলো শিফলিনরা। নদীর ওপারে গিয়েও ওদের দেখা না পাওয়ায় গরু নিয়ে উত্তরে যাবার জন্যে চাপ দিতে শুরু করে জিম হোয়াইট, অপেক্ষায় নাকি ক্লান্ত সে।

এখন হোয়াইটকে না জানানো জিনিসগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো রবসন। পেছনে তাকালো ও, হোয়াইটকে দেখা

যাচ্ছে না। রবসনের রোদে-পোড়া রুক্ষ চৌকো চেহারা কিছুটা নরম হলো, পরিবর্তন এলো বসার ভঙ্গিতেও—কাঁধজোড়া কিঞ্চিৎ ঝুলে পড়লো, যেন ক্লান্ত। টুপিটা হাতে নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে ঢাল বেয়ে নদীতে নামলো সে, অন্যপারের দিকে এগোলো।

তীরে উঠে ডানে ঘুরলো রবসন, তীর থেকে খানিকটা দূরে একটা কটনউড ঝোপের উদ্দেশে এগিয়ে গেল, নিশ্চিত ভঙ্গি, জানে কি খুঁজছে। জায়গামতো পৌঁছে রাশ টেনে ঘোড়া থামালো।

যা আশা করেছিলো, ঝোপের প্রান্তে শিফলিনদের ক্যাম্পফায়ারের ভেজা স্যাঁতসেঁতে ছাই দেখতে পেলো।

দীর্ঘদেহী বলা যাবে না পল রবসনকে, কিন্তু ওর হাবভাবে এক রকমের ধীরস্থির ভঙ্গি আছে যা কেবল লম্বা লোকদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। ধীর পদক্ষেপে প্রায় উদ্দেশ্যহীনভাবে সামনে এগোলো ও, দৃষ্টি মাটির দিকে, গভীর ভাবনায় নিমগ্ন।

ঘন চওড়া ভুরুর নিচে কোটরের গভীরে বসানো গাঢ় নীল চোখ দুটোয় কেমন যেন ঘুমঘুম ভাব। মাথার চুলের মতোই বাদামী ভুরু ওর চেহারায় অলস ভাবটাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। পরনের পোশাকেও তেমন যত্নের ছাপ নেই : একটা পুরোনো ওয়েস্ট ওভার-অলস আর ফ্লানেলের শার্ট। অবশ্য পায়ের হাইহিল বুটজোড়া চকচকে নতুন, আর কোমরে বাঁকা করে বাঁধা শেলবেল্ট আর হোলস্টারও চক-চকে, রীতিমতো তেল পালিশ করা। হঠাৎ দেখে যে কেউ ওর মাঝে পরস্পর বিরোধিতা দেখতে পাবে : অলস অথচ সতর্ক ; অগোছালো অথচ সদাপ্রস্তুত—হোলস্টারের পিস্তলের ব্যারেল বহুব্যবহারে মসৃণ, তবে বাঁটে কোনো দাগ নেই, সবগুলো স্ক্রুর মাথা ঘনঘন টাইট করার ফলে ভোঁতা হয়ে গেছে।

ওর ঠোঁট দুটো পরস্পর সেঁটে আছে এখন, সতর্ক হয়ে উঠেছে চোখ, তাতে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। তল্লাশি করছে। দ্রুত ভাবনা চলছে মাথায়। শান্ত চেহারায় এখানকার ঘটনাটার একটা ছবি দাঁড় করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। শিফলিনরা যেদিন এখানে আসে সেদিন রাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। চাক ওয়াগনটা নিশ্চয়ই গাছপালার মাঝে নিয়ে গেছে ওরা, ঝোপের প্রান্তেই ছিলো লোকজন, ভাবলো পল রবসন। এ পর্যন্ত পরিষ্কার। ঝোপের কিনারায় চলে এলো পল। আস্তে আস্তে সামান্য উবু হয়ে ঝোপের চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করলো। পাঁচ-বার হাঁটু গেড়ে বসলো সে, প্রতিবার একটা করে পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্যালিবারের গুলির খোসা তুলে নিলো হাতে। অবশেষে একসময় খোসার পরিমাণ বেড়ে গেল, সোজা দাঁড়িয়েই দেখা যাচ্ছে। হাত থেকে খোসাগুলো ফেলে দিলো রবসন। চেয়ে রইলো মাটির দিকে। গাছপালার দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে ফের মাটির দিকে তাকালো।

এক ঘণ্টা আগে শিফলিনদের খোঁজে এসে এগুলোই দেখেছিলো তখন, হোয়াইটকে জানায়নি। এখন অসংখ্য গুলির খোসা দেখার পর পরিষ্কার বুঝতে পারছে একটা রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়ে গেছে এখানে।

চিন্তিত চেহারায় সবচেয়ে কাছের কটনউডের দিকে এগিয়ে গেল রবসন, ওটার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পাইপ ধরালো।

খানিক আগের আবিষ্কারের কথা ভুলে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। অতীতে ফিরে গেল ও। এখান থেকে ছশো মাইল দূরে ওদের ছ-হাজার গরুর বিশাল পালটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছিলো, কারণ আনাড়ি সঙ্গীদের ট্রেইলড্রাইভিংয়ের কায়দাকানুন জানা না থাকায় এত বড় একটা পাল সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছিলো। দলে পল রবসন ছাড়া ট্রেইলড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা ছিলো একমাত্র হ্যাঙ্ক শিফ-

লিনের, তাকেই ট্রেইলবসের দায়িত্ব দেয়া হয়। দশজন লোক দেয়া হয়েছিলো তার সঙ্গে। তিনহাজার গরুসহ রওনা হয়ে যায় তারা। রুইডোসো নদীর পারে পৌছে অপেক্ষা করার কথা ছিলো ওদের। এখানে এসে পুব দিকে বাঁক নিয়েছে ট্রেইল, তারপর নদী বরাবর চলে গেছে সামনে, আমেরিকান আর কিশম ট্রেইল পর্যন্ত। বৃষ্টি আর ছোটখাট স্ট্যাম্পিডের কারণে অবশিষ্ট তিনহাজার গরু নিয়ে তিনদিন পিছিয়ে পড়ে পল রবসনরা।

এখানে যাদের গরু আছে তারা সবাই একমত হয়ে স্থির করেছিলো রুইডোসো নদীর পারে মিলিত হবার পর নদী পেরিয়ে রকি পর্বতমালা ঘেঁষে এগিয়ে যাবে, দূরে উত্তরের ট্রেইল ধরে মাইনিং ক্যাম্পে পৌছুবে। চুক্তি অনুযায়ী গরুগুলো ওখানেই পৌছে দেয়ার কথা। এইভাবে কিশম ট্রেইল ধরে যাবার অনাবশ্যক ঝুঁকি এড়ানো যাবে বলে ভেবেছিলো ওরা।

সবকিছু ঠিকই ছিলো, ভাবলো রবসন, কিন্তু এখানে এসে দেখা যাচ্ছে সব ওলটপালট হয়ে গেছে। শিফলিনরা এখানে ছিলো, এখন নেই—অন্তত দুই টুপি আন্দাজ গুলির খোসা তার উপস্থিতির সাক্ষী দিচ্ছে।

একনাগাড়ে পাইপ টেনে চলেছে পল। নিশ্চিত উপসংহারটা টানার সাহস পাচ্ছে না। এসব কিছুর জন্যে ও নিজেই দায়ী, কথাটা বলে দেয়ার দরকার নেই। গরু চালান দেয়ার পরিকল্পনা তার মাথা থেকেই বেরিয়েছিলো। গত শীতে নিজে কলর‍্যাডো মাইনিংক্যাম্পে গিয়ে চুক্তি করে আসে ও, তারপর খুদে র‍্যাঞ্চারদেরকে তাদের গরু নিয়ে ট্রেইলড্রাইভে অংশ নেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। পুরোপুরি নিজের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে এই লোকগুলোকে তাদের সব সম্পদসহ

তিনশ মাইল দূর থেকে নিয়ে এসেছে সে—কোন্ অনিশ্চয়তার দিকে?

খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে আবার তাকালো রবসন, নিরুৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো আরো কালো হয়ে গেছে পশ্চিমের আকাশ। পাহাড়ের ওপর থেকে মাটি কামড়ে ধেয়ে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস, ঝাপ্টা মারছে চোখে-মুখে। উঠে মাথায় টুপি বসালো রবসন, তারপর বিড়বিড় করে বললো, 'তিনহাজার গরুর একটা পাল হাওয়ায় মিশে যায় কিভাবে?' মনেমনে শিফলিনদের কথা ভাবলো ও। শিফলিনসহ এগারোজন লোক তিনহাজার গরুসহ উধাও হয়ে গেছে।

পনির পিঠে উঠে বসলো রবসন। সন্ধ্যার এখনো খানিকটা দেরি আছে। হারানো গরুর ট্রেইল খোঁজার পেছনে সময়টুকু ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিলো ও। জানে ব্যর্থচেষ্টা হবে সেটা। হোয়াইটের সঙ্গে আগেও এখান থেকে ঘুরে গেছে ও। গত তিনদিনে অন্তত তিনবার মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। ট্র্যাকের কোনো চিহ্নই নেই বলা চলে। সেজন্যেই ক্ষান্ত দিয়েছিলো হোয়াইট, বলে দিয়েছে, উত্তরে সরে গেছে শিফলিনরা। কিন্তু রবসন জানে তা নয়।

উত্তরে ঢালু হয়ে ওপরে উঠে যাওয়া ছোট বেসিনের উল্টো দিকে এসে ঘাসে ছাওয়া একটা রিজের চূড়ায় উঠে এলো পনি, তারপর ঢাল বেয়ে একটা ঢেউ খেলানো সমভূমিতে নামলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ মাইলটাক দূরে একটা ওয়্যাগন চোখে পড়লো। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর চিনতে পারলো ওটা শিফলিনদের চাকওয়্যাগন। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। চারটা খচ্চর মন্থর গতিতে টেনে নিয়ে এগোচ্ছে ওয়্যাগনকে।

কোনাকুনিভাবে ওয়্যাগনটার দিকে এগোতে শুরু করলো রবসন। এক মুহূর্ত পরেই ঘুরে ওর উদ্দেশে রওনা হলো ওয়্যাগন। একটা

নগ্ন টিবির পাশে মিলিত হলো ওরা। বাতাসের গতি এখন আরো বেড়েছে। কেসি কামিনস, বাবুর্চি, লোকটা একটু পেছনে হেলে লাগাম ছেড়ে দিলো, তারপর পিছলে নেমে এলো আসন থেকে, ওর পাশে দাঁড়ালো।

'শিফলিন কোথায়, পল? ফিরেছে?'

মাথা নাড়লো রবসন।

কেসি এবার জানতে চাইলো, 'তাহলে কোথায়?'

'উত্তর থেকে আসছো তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রবসন।

'হ্যাঁ। প্রায় দেড়দিন আগে পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়া একটা ট্রেইল অনুসরণ করে গিয়েছিলাম। ওর নাগাল পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে আবার ফিরে এসেছি।'

'গিয়েছিলে কোথায়?'

'রসদ আনার জন্যে পুবের কিবোলা কোর্ড-এ,' বললো কামিনস। রবসনের দিকে তাকালো সে। চোখ ফিরিয়ে নিলো রবসন।

'তারমানে শিফলিন ফেরেনি,' আস্তে করে বললো কামিনস।

'না। তুমি যখন যাও তখন কি গরু নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছিলো ওরা?'

মাথা দোলালো কামিনস।

'তাহলে আগেই রওনা হয়ে গেছে,' আস্তে করে বললো রবসন, 'ওর সঙ্গী কিংবা গরু সব উধাও। চিহ্ন নেই। যদিও অনুসরণ করার মতো ডজনখানেক ক্যাটলট্রেইল আছে এদিকে, কিন্তু সবগুলোই পশ্চিমে পর্বতমালার মালার দিকে গেছে।'

'কি ঘটে থাকতে পারে?'

'বুঝতে পারছো না? ক্যাম্পফায়ারের আশেপাশে একশরও বেশি

গুলির খালি খোসা পেয়েছি আমি।'

এক মুহূর্ত ওদের কেউ কোনো কথা বললো না। অস্বস্তির সঙ্গে হেসে মাথা নাড়লো কেসি কামিনস। 'তা কি করে হয়, পল!'

রবসন জবাব দিলো না।

মৃদু কণ্ঠে বাবুর্চি আবার বললো, 'খোদা!'

'উত্তরমুখী চওড়া কোনো ট্রেইল দেখতে পাওনি?' অনেকটা মরিয়া হয়ে জানতে চাইলো পল।

'না।'

ক্লান্ত কণ্ঠে এবার পল রবসন বললো, 'চলো, কেসি, ফেরা যাক।'

দুই

ফেরার পথে অসংখ্য প্রশ্ন করে গেল কেসি কামিনস, অন্যমনস্কভাবে দায়সারা গোছের জবাব দিলো পল রবসন। অবশেষে একসময় নীরব হয়ে গেল বাবুর্চি।

একটা শাখা নদীর পারে এক চিলতে ফাঁকা জমিতে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে জড়ো করা হয়েছে সব গরু। আসন্ন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে চারজন ঘোড়সওয়ারের একটা দলকে দেখতে পেলো রবসন, পাহারা

দিচ্ছে। হোয়াইটের বিরুদ্ধে ওর বিজয়ের প্রমাণ। কিন্তু রবসনের চেহারায় কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। আরো অনেক প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে ওকে। নিজের অজান্তে তর্জনী দিয়ে শেলবেল্ট স্পর্শ করলো রবসন; জানে ভর্তি, তবু ছুঁয়ে নিশ্চিত হতে চাইলো। কোমরের পিস্তলটার দিকে হাত বাড়ালো না, সামনের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'চক্কর দিয়ে ঘুর পথে যাবো আমরা, কেসি। আকাশ মেঘলা বলে অস্থির হয়ে আছে গরুগুলো, হঠাৎ আমাদের দেখে ভড়কে যেতে পারে।'

রবসনদের চাকওয়্যাগনটা ক্রিকের তীরে দাঁড়ানো, পাশেই আগুন জ্বলছে। ওয়্যাগন ঘেঁষে ইতিমধ্যে রোপ কোরাল আর রেমুডা কোরাল তৈরি করা হয়ে গেছে। কাউহ্যাণ্ডরা ওয়্যাগন থেকে বিছানাপত্র নামাচ্ছে; লাকড়ি জোগাড় করতে ব্যস্ত কয়েকজন, অন্যরা ক্যাম্প গোছগাছ করছে।

শিফলিনদের চাকওয়্যাগনটা দেখে ক্যাম্পের সবাই বজ্রাহতের মতো জমে গেল প্রথমে, পরক্ষণে একসঙ্গে চেঁচিয়ে স্বাগত জানালো কামিনসকে, কোনোমতো জবাব দিলো বাবুর্চি। সরাসরি রোপ কোরালের দিকে এগিয়ে গেল পল রবসন; র‍্যাঙলার লিউ ওয়েকফিল্ডের হাতে তুলে দিলো ঘোড়ার লাগাম।

'আমার গ্রে-র পিঠে স্যাডল চাপাও, লিউ,' বললো ও।

লাগাম হাতে নিয়ে পনির ঘাড়ের ওপাশ থেকে রবসনের দিকে তাকালো লিউ ওয়েকফিল্ড।

'গোলমাল?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিলো রবসন, তারপর কোরালকে পাশ কাটিয়ে ক্যাম্পফায়ারের দিকে এগিয়ে গেল। আলোর বৃত্তে পা রেখেই

আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া, মন্থর পায়ে সামনে এগোলো। কামিনসকে ঘিরে রেখেছে সবাই, কথা শুনছে। তীক্ষ্ণ চোখে কামিনসের আশপাশে কারা রয়েছে বোঝার চেষ্টা করলো রবসন। হঠাৎ আড়ি পেতে কথা শুনছে মনে হতেই লজ্জিত বোধ করলো, কেশে গলা পরিষ্কার করে যোগ দিলো ওদের আলোচনায়।

সরে গিয়ে ওকে জায়গা করে দিলো কয়েকজন। পালা করে রবসন আর কামিনসের দিকে তাকাচ্ছে সবাই।

'এসব সত্যি, রবসন?' জিজ্ঞেস করলো ফ্র্যাঙ্ক লিসবন।

হোয়াইটের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা দোলালো পল রবসন, বললো, 'সেরকমই আশঙ্কা হচ্ছে, ফ্র্যাঙ্ক।'

ওদের মধ্যে লিসবন বেশ বয়স্ক এবং চালচলনে ভদ্র, তাই তাকে কথাগুলো বললো।

'শুরু থেকে বললেই বোধ করি ভালো হবে,' নীরবতা ভেঙে বললো পল রবসন।

হাতে লেগে থাকা ময়দা অ্যাপ্রনে ঝাড়তে ঝাড়তে বাবুর্চিও ওদের কথা শুনতে এগিয়ে এলো।

'তুমি ক্যাম্প ছাড়ার পর থেকে শুরু করো, কামিনস।'

কামিনসের লালচে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, দরদর করে ঘামছে সে। মাথার টুপিটা একবার খুলে ফের মাথায় চাপালো, তারপর শুরু করলো, 'এখানে পৌঁছুনোর পরদিন সকালে শিফলিনক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যাই আমি। শিফলিন ভেবেছিলো কিবোলা ফোর্ড থেকে আমাদের সবার চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত রসদ আনতে পারবো আমি। যেতে আসতে দুদিন লেগেছে আমার। কাল রাতে বৃষ্টির মধ্যে এখানে ফিরে এসে দেখি গরুর পাল কিংবা শিফলিনরা নেই।

'এখান থেকে চলে যাবার কথা একবারও আমাকে জানায়নি শিফলিন, তো আমি ভাবলাম সামনে কোথাও গরু চরাতে গেছে। তারপর সকাল বেলা উত্তরের ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাই আমি, ট্র্যাক দেখে দেখে এগিয়েছি, তেমন স্পষ্ট কোনো চিহ্ন ছিলো না যদিও। দেখলাম কোনাকুনিভাবে পশ্চিম দিকে চলে গেছে ট্রেইল। দুপুর নাগাদ পরিষ্কার হয়ে গেল, ট্রেইলটা আসলে পাহাড়ে হারিয়ে গেছে, তারমানে আমাদের গরুর ট্র্যাক নয়, এরপর পুব দিকে গেলাম খোঁজ করতে, মনে মনে এক রকম নিশ্চিত ছিলাম এবার ওদের ট্রেইল পাবোই।'

একটু থেমে রবসনের দিকে তাকালো কামিনস। মাথা দোলালো রবসন।

'নদী আর পাহাড়গুলোর মাঝখানের প্রায় সব জায়গা চুঁড়ে বেরিয়েছি, রেঞ্জ-ক্যাটল ছাড়া আর কিচ্ছু দেখতে পাইনি,' বললো বাবুর্চি।

'ঠিক বলছো, কেসি?' ক্লান্ত কণ্ঠে বললো রিওগোল্ড।

'হ্যাঁ। তিনহাজার গরুর বিরাট একটা পাল যেদিকেই থাক না কেন এমনভাবে ঘাস-টাস খাবে রাতের নিকষ অন্ধকারেও ওদের ট্রেইল পরিষ্কার দেখা যাবে। নাহ্, উত্তরে যায়নি ওরা, ক্রিস, আমি ক্যাম্প ছাড়ার পর তিন দফা তুমুল বৃষ্টি হয়েছে জেনেও জোর গলায় বলছি আমি!'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো সবাই। তাকালো কামিনসের দিকে। নিজের ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো বাবুর্চি। ঘুরে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল রিওগোল্ড, বসে পড়লো সে। অন্যরা রবসনের চারদিকে অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়লো। রবসনও একটা বিছানায় এসে বসলো এবার।

'এ অসম্ভব!' অবশেষে বললো রিওগোল্ড, সমর্থন পাবার আশায় রবসনের দিকে তাকালো। 'এগারোজন লোকের সামনে থেকে তিনহাজার গরু হাওয়ায় উবে যায় কি করে? পাহারা দেয়ার জন্যে কেউ না থাকলেও একসঙ্গে এগিয়ে যাবার কথা গরুগুলোর।'

'কিন্তু যায়নি, ক্রিস,' বললো রবসন। 'এবার আমি কি পেয়েছি শোনো।' শিফলিনদের ক্যাম্পফায়ারের কাছে পাওয়া গুলির খালি খোসার কথা জানালো।

'আচ্ছা,' ওর বক্তব্য শুনে বললো লিসবন, 'না হয় ধরে নিলাম একটা লড়াই বেধেছিলো ওখানে, কিন্তু শিফলিনরাই তাতে জড়িত ছিলো জানছো কিভাবে।'

'ওই টিলাগুলো একবার ভালো করে জরিপ করলে তোমার ধারণা পাল্টে যাবে, ফ্র্যাঙ্ক,' জবাব দিলো রবসন।

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলো সবাই। অবশেষে রবসনের প্রতিবেশী হ্যাঙ্ক টিচার নামে এক তরুণ র‍্যাঞ্চার বললো, 'ওদের মেরে ফেলা হয়েছে বলতে চাও?'

'সেরকমই আশঙ্কা হচ্ছে।'

হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইলো সবাই। একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়লো রবসন, তারপর আঙুলের ফাঁকে ঘোরাতে লাগলো। বললো, 'চিরুনির কাঁটার মতো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমের ওই টিলাগুলো। ওপাশের পর্বতমালা কিংবা তার ওপাশের এলাকা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা, শুধু জানি ওগুলো উঁচু হতে হতে রকি পর্বতমালার দিকে চলে গেছে। মনে করো আমরা পনেরো জন একপাল গরু ছিনতাই করার পরিকল্পনা ফেঁদেছি। একটা ব্যাপার মনে রাখতে বলবো তোমাদের, শিফলিনরা যে রাতে এখানে পৌঁছে সেরাতে খুব

বৃষ্টি হচ্ছিলো। ধরো, গরুগুলোর বিশ্রামের ব্যবস্থা করার পর ছ'-জন লোককে পাহারায় বসিয়েছে ওরা, বাকিরা শোয়ার তোড়জোড় করছিলো কিংবা আগুনের পাশে বসে গরম হচ্ছিলো। এখন যদি শিফলিনদের গরু ছিনতাই করতে হয় তাহলে ওদের সবাইকে হত্যা করতে হবে। ঠিক আছে? অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে আমাদের আটজন লোক কিন্তু অনায়াসে পাহারাদারদের খুন করতে পারবে। আমাদের বাকি সবাই ধরো নদীর তীর বরাবর আসল ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেলাম, বৃষ্টির ঝমঝম আর নদীর ছলাৎছলাৎ আমাদের পায়ের শব্দ চাপা দিয়ে দিতো। আমরা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আট-জন আবার আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে এগিয়ে আসবে।' আস্তে করে দুহাত সামনে ছড়িয়ে দিলো রবসন। 'শিফলিনদের সবাইকে হত্যা করে তারপর সব গরু তাড়িয়ে পশ্চিমের টিলাগুলোর দিকে নিয়ে যেতে পারবো আমরা, এরপর ছত্রভঙ্গ করে দিলেই হলো। সকালের দিকে জনা পনেরো লোক মিলে আবার রাউণ্ড-আপ করা সম্ভব গরুগুলো। এরপর পুরো পালটাকে ছোট ছোট ভাগ করে, ধরো প্রতি ভাগে দু-তিনশ করে গরু পড়লো, আলাদা আলাদা পথে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু শিফলিনদের লাশ?' জানাতে চাইলো রিঙগোল্ড।

'ওই টিলাগুলোর ও-পাশে কোনো ক্যানিয়নে হয়তো মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। দুজন লোক ঘন্টাখানেক খাটলেই কাজটা করা সম্ভব। শকুনও আর লাশের খোঁজ পাবে না।'

রিঙগোল্ড কিছু বলছে না দেখে আবার খেই ধরলো রবসন। 'ভুলে যেয়ো না, ঘটনার পর আরো তিনবার মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। ওতেই সব চিহ্ন মুছে যাবার কথা।' রবসন চুপ করলে অনেকক্ষণ ওর দিকে

তাকিয়ে রইলো সবাই। শেষ পর্যন্ত লিসবন নীরবতা ভাঙলো, 'তোমার এরকম সন্দেহ হওয়ার কারণ, রবসন?'

'কারণ পশ্চিমের টিলাগুলোর দিকে চলে যাওয়া দুটো ট্রেইল দেখেছি আমি,-ফ্র্যাঙ্ক, ছোট ছোট পালের, আবছা হলেও বোঝা যায়। কামিনসও কিন্তু এমনি একটা ট্রেইলই অনুসরণ করেছিলো। সব যোগ করলে একটা ছবিই বেরিয়ে আসে।'

এতক্ষণ রবসনকে জরিপ করছিলো হোয়াইট, এবার. রিঙগোল্ডের দিকে তাকালো সে।

'এরকম আরেকটা ঘটনার কথা শুনেছি আমি,' যেন বহু আগের কোনো ঘটনা মনে করার চেষ্টা করছে, এমনিভাবে বললো সে। 'গত বছর এই রকম একটা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিলো না এদিকে?'

সবার মনোযোগ হোয়াইটের ওপর নিবদ্ধ হলো। নড়লো না রব-সন, দ্রুত হয়ে উঠেছে ওর নাড়ির গতি।

'আমি যদ্দুর জানি ঘটনাটা আশপাশে কোথাও ঘটেছিলো,' আবার বললো হোয়াইট, 'এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলটাক পেছনে হতে পারে।'

আড়চোখে একবার রবসনের দিকে তাকালো সে, তারপর টিচারের দিকে ফিরলো।

তরুণ র‍্যাঞ্চার বললো, 'কই, আমি তেমন কিছু জানি না তো, অবশ্য না জানারই কথা। একইভাবে ঘটেছিলো ওটাও?'

'ঠিক একইভাবে বলা যাবে না,' ভুরু কুঁচকে বললো হোয়াইট, একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। পাকা গল্প বলিয়ের মতো গলা নামালো সে। না তাকিয়েও তার চেহারা আর চোখে বিদ্বেষের ছাপ অনুভব করতে পারছে রবসন। একটা ঘাস মুখে ঝুলিয়ে রবসনকে উপেক্ষা করে ওটা চিবোতে লাগলো হোয়াইট।

'পয়েন্ট তোমার কাছে ঘটেছিলো ব্যাপারটা,' বললো সে, 'মুনরোর গরুর পালের সঙ্গে মিশে যাওয়া স্থানীয় র‍্যাঞ্চারদের গরু আলাদা করার জন্যে ওদের খামারে এক লোক, তার কাছে বৈধ কাগজপত্র ছিলো, কেউ কিছু সন্দেহ করেনি। যথারীতি গরুর পাল থামায় মুনরো। গরু বাছাই শুরু হলে মুনরোর লোকেরাও তাদের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, এই সময় একদল রাইডার ওদের ওপর চড়াও হয়, বেশ কয়েকজন লোককে হত্যা করে তারা, তারপর গরু নিয়ে সটকে পড়ে। সেই লোকটাও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে, সেও দুর্বৃত্তদের সহযোগী ছিলো।'

'মুনরো একটা গরুও বাঁচাতে পারেনি?' জিজ্ঞেস করলো টিচার।

মাথা নাড়লো হোয়াইট। 'না। লোকজন নিয়ে রাসলারদের ধাওয়া করেছিলো সে, কিন্তু রুখে দাঁড়ায় বদমাশগুলো। লড়াইয়ের পর অবশ্য পিঠটান দেয় তারা, কিন্তু সেই লোকটা ধরা পড়ে যায়।' রবসনের দিকে তাকালো হোয়াইট। ক্যাম্পফায়ারের নিবু নিবু ম্লান আলোয় কালচে ছায়া পড়েছে রবসনের চেহারায়।

'লোকটার নাম শুনেছি আমি,' আবার বললো হোয়াইট, এবার সরাসরি রবসনকে জিজ্ঞেস করলো, 'ধরামাত্র ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো তাকে, নাকি, রবসন?'

মাথা দোলালো রবসন।

'নামটা তোমার মনে আছে?'

আবার মাথা দোলালো রবসন। 'ও আমার ভাই ছিলো, ম্যাথু রবসন,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো ও।

'ঠিক,' নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো হোয়াইট। পরক্ষণে রবসনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর চিরে দিলো নীরবতা।

'তোমার গল্প এখনো শেষ হয়নি, হোয়াইট, বলতে থাকো।'

রবসনের দিকে তাকালো হোয়াইট, বললো, 'হ্যাঁ, শেষ হয়নি। সেই বন্দুকবাজ লোকটা যেদিন তোমার ভাইয়ের কুকীর্তির কথা আমাদের কাছে গোপন রাখবে বলে তোমার কাছে টাকা চাইছিলো; ঘটনাক্রমে আমি তোমার কোরালের বেড়ার ওপর বসেছিলাম, সব শুনেছি। তুমি লোকটার দাবীর কাছে মাথা নত না করে যখন উল্টো মার দিলে মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি। তাই তুমি অনুরোধ না করা সত্ত্বেও কথাটা কাউকে জানাইনি আমি।'

'হ্যাঁ, তোমাকে আমি অনুরোধ করিনি,' বললো রবসন, 'কিন্তু কথাটা তুমি রাষ্ট্র করোনি দেখে খুশিই হয়েছিলাম।'

আবার গম্ভীর হয়ে গেল হোয়াইটের কণ্ঠস্বর। আগুনের দিকে এগিয়ে গেল সে, হাবভাবে মনে হচ্ছে মারপিট করার জন্যে তৈরি। এতক্ষণ ওয়্যাগনের পেছনের চাকার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ওয়েকফিল্ড, এগিয়ে এসে রবসনের পাশে পায়ের ওপর পা তুলে বসে পড়লো।

'গত শীতে মাইনিং ক্যাম্পে গিয়ে গরু চালান দেয়ার চুক্তি করে এসেছিলো রবসন,' বললো হোয়াইট, লিসবনের সঙ্গে কথা বলছে এখন। 'এই পথে গিয়েছিলো সে,' বলছে হোয়াইট,'রাস্তাঠিক করেছে, ড্রাইভের দিন-ক্ষণও স্থির করেছে সে-ই। এমনকি—' জোর দেয়ার জন্যে একটু বিরতি দিলো সে '—গরুর পাল দুভাগ করে লিফলিনদের তিনদিনের পথ সামনে পাঠানোর বুদ্ধিটাও তার মাথা থেকেই বেরিয়েছে।'

এবার উঠে দাঁড়ালো রবসন, চট করে পিস্তল বের করে কক করলো, তারপর ওটা দোলাতে দোলাতে গম্ভীর চেহারায় বললো, 'বাকিটুকু আমাকে বলতে দাও, হোয়াইট।' মৃদু কণ্ঠস্বর। দ্রুত সবার ওপর

নজর বোলালো ও, নড়লো না কেউ, উঠলোও না। শান্ত ভঙ্গিতেই পাশে বসে রইলো ওয়েকফিল্ড, পেছন থেকে গলা খাঁকারি দিলো বাবুর্চি।

'তোমার মূল কথা হচ্ছে,' বললো রবসন,'ভাইয়ের দলের লোকদের সঙ্গে মিলে গরু ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্র করেছি আমি, কাজটা যাতে সহজ হয় সেজন্যে দুভাগ করেছিলাম পালটা।' নিষ্করুণ হাসলো সে। 'ওরা যাতে সহজে পালাতে পারে সেজন্যে বৃষ্টি নামবারও ব্যবস্থা করেছিলাম, এ-ও বলবে নাকি, হোয়াইট?'

'বেশি কিছু বলার দরকার নেই, রবসন,' বললো হোয়াইট, 'তোমার পিস্তলটাই সাক্ষীর কাজ দিচ্ছে।'

'চুপ করে বসো, হোয়াইট।' ধমকে উঠলো রিঙগোল্ড। নড়লো না হোয়াইট, ওর ডান হাতে পিস্তলের বাঁট ছুঁই ছুঁই করছে।

রিঙগোল্ড আবার বললো,'রবসন, পিস্তলটা রাখো।'

'ও গুলি করার সাহস পাবে না,' বললো হোয়াইট।

'ঠিক,' ম্লান আলোয় হোয়াইটের দিকে তাকিয়ে বললো পল রবসন। 'ভালো লোকের সঙ্গ পেয়ে অনেকদিন বেঁচে থাকে নির্বোধরা, হোয়াইট।' রিঙগোল্ডের দিকে ফিরলো ও। 'আমি পিস্তল বের না করলে হোয়াইট গুলি করে বসতো, ক্রিস।'

'জানি।'

'যা বলার সংক্ষেপে বলবো আমি,' বলে চারদিকে তাকালো রবসন, 'ওখানে বিশ্রামরত গরুগুলোর সঙ্গে এখন তোমাদের সর্বস্ব বাঁধা, তবু আমার সঙ্গে সব ছেড়ে যাবার মতো কেউ আছে তোমাদের মধ্যে?'

'কোথায়?' একমুহূর্ত নীরবতার পর পঞ্চাশোর্ধ গিলরয় জানতে চাইলো।

'জানি না। শিফলিনদের গরুর খোঁজে বের হচ্ছি আমি। শিফলিনরা বেঁচে আছে কিনা জানতে হবে। উদ্ধার করতে হবে গরুগুলো।'

কেউ কিছু বললো না। রবসন আবার বললো, 'ঠিক আছে, আমি তোমাদের দোষ দিচ্ছি না, এমনি জিজ্ঞেস করে দেখলাম আরকি।'

'আমি যাবো,' বললো রিঙগোল্ড।

'না, ক্রিস। এদের সবাইকে লোকালয়ে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে।'

'আমি,' বললো ওয়েকফিল্ড।

'না। হোয়াইটের কাছে তোমার অনেক দেনা আছে, লিউ। কামিনসও বাদ। আর কেউ?'

জবাব নেই। ওয়েকফিল্ডের উদ্দেশে এবার রবসন বললো, 'গ্রে-র পিঠে স্যাডল চাপানো হয়েছে?'

'কামিনসের ওয়্যাগনের পাশে রাখা আছে ওটা।'

'আমার পিছু নেয়ার চেষ্টা করো না কেউ,' বললো রবসন। 'ক্রিস, আমেরিকান ট্রেইল ধরে গরুগুলো ডজ-এ নিয়ে বিক্রির চেষ্টা করো। ওখানকার ব্যাঙ্কে আমার অংশ জমা করে দিয়ো। ঠিক আছে? এবার আমাকে একজোড়া চাদর, এক কৌটা কফি, কয়েক বাক্স দেশলাই আর একটা বাকেটের ব্যবস্থা করে দাও, আমি রওনা হয়ে যাই।'

চাক ওয়্যাগনের দিকে এগিয়ে গেল ওয়েকফিল্ড।

ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো রবসন, নিশ্চুপ, সতর্ক চেহারা। একবার মাত্র হোয়াইটের উদ্দেশে কথা বললো ও।

'হোয়াইট, রিঙগোল্ড এই দলের সেরা লোক, ওকে ট্রেইলবস করে বেরিয়ে পড়ো তোমরা।'

হোয়াইট শুধু বললো, 'তুমি যাচ্ছো বটে, কিন্তু যত দূরেই যাও

এগারোজন মানুষের মৃত্যুর দায় ঘোচাতে পারবে না কোনোদিন।'

'এসব তুমি বিশ্বাস করেছো দেখে দুঃখ পেলাম,' বললো রবসন।

'সব রেডি,' জানালো ওয়েকফিল্ড।

আগুনের আলোর সীমানা ছেড়ে গ্রে-র পাশে চলে এলো পল রবসন।

'ধন্যবাদ, জিউ। চলি।' দ্রুত বললো ও, পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে স্যাডলে চেপে বসলো। একটু পরেই বেরিয়ে এলো ফাঁকা জায়গায়। পেছন ফিরে তাকিয়ে আবছা আলোয় হোয়াইটদের জটলা করতে দেখলো সে।

'একেবারে নাছোড়বান্দা!' হোয়াইটের কথা ভেবে বিড়বিড় করে বললো, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো নদীর দিকে।

তিন

ক্যাম্প ছেড়ে আসার তৃতীয় দিনে হালছাড়া অবস্থা হলো পল রবসনের। ছোট ছোট গরুর পালের সব ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছে সে।

প্রথম দিন কেসি কামিন্স যে ট্রেইল অনুসরণ করেছিলো সেটা ধরে এগোয় ও, জালের মতো বিছানো ক্যানিয়ন আর পাথুরে টিলা পেরিয়ে

একটা আকাশছোঁয়া মেসার দেখা পায়, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ওটার রিম; বহু যুগের পাহাড়ধস পাদদেশে অসংখ্য টিলা-টক্কর সৃষ্টি করেছে। মেসার চূড়ায় প্রচুর সতেজ ঘাস আর গাছপালার সমারোহ। বনভূমি ঢেউয়ের মতো ক্রমশ উঁচু হতে হতে পশ্চিমে বরফের টুপি মাথায় দাঁড়ানো পর্বতমালার দিকে গেছে।

রিমে ঘোড়াকে দম দেয়ার জন্যে থেমে চারদিকে নজর বুলিয়েই রবসন বুঝে গেছে, এটা একটা চারণভূমি এবং ওদের সমস্ত গরু এই তেপান্তরে হাজারো গরুর মাঝে হারিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আরো নিশ্চিত হতে চেয়েছিলো পল রবসন, তাই রিম ধরে আরো পাক্কা একদিনের পথ দক্ষিণে এগিয়েছে। সেদিনই সন্ধ্যা নাগাদ কয়েক জায়গায় দেখলো ছোট ছোট বেশ কিছু গরুর পালের রিমে উঠে আসার চিহ্ন, দুটো ট্রেইল একেবারে পরিষ্কার। সন্ধ্যার পর মেসার কিনারে দাঁড়িয়ে নিচের অন্ধকার খানাখন্দের দিকে নজর বোলানোর পর ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল: শিফলিনদের এদিকে কোথাও মাটি-চাপা দেয়া হয়েছে, বৃষ্টিতে কবরের চিহ্ন মুছে গেছে ওদের।

অবশেষে আজ সকালে চারণভূমির ঠিক কেন্দ্র বরাবর চলে যাওয়া একটা অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে রওনা দিয়েছিলো রবসন। কিন্তু অসংখ্য ব্যবহৃত ক্যাটল ট্রেইলে খেই হারিয়ে ফেলেছে।

একটা ক্রিকের ধারে ঘোড়া থামালো ও। আজ সকালেই এক পাল গরু পানি খেয়েছে এখানে। স্যাডল থেকে নেমে আড়মোড়া ভেঙে হাত পায়ের খিল ছোটালো রবসন, তারপর পাইপ ধরিয়ে ঠোঁটে ঝোলালো, ভাবছে। রুইডোসো ক্যাম্পে অনুমানের ওপর নির্ভর করে যেসব কথা বলেছিলো মনে হচ্ছে তেমন কিছুই ঘটেছে বাস্তবে। দ্রুত চালানোর সুবিধার জন্যে শিফলিনের বিশাল পালটাকে দশ-

বারো ভাগ করা হয়েছিলো, তারপর মেসা পার করিয়ে এখানে এনে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সন্দেহের অবকাশ নেই।

আবার এগোতে হচ্ছে, ভাবলো রবসন। এ-তল্লাটে ওকে চেনে না কেউ। সৌভাগ্যক্রমে ঘোড়ার পিঠে ওদের ট্রায়াঙ্গল-ডট ব্র্যাণ্ড নেই। হঠাৎ দেখে ওকে চাকলাইন রাইডার ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না কেউ। তবে ছিনতাইকারীরা যদি এ-এলাকার লোক হয়ে থাকে তাহলে ওর নাম প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো প্রাণ হারাতে হবে। অথবা জুটে যাবে অসংখ্য বন্ধু।

রওনা হয়ে গেল রবসন। দুপুরের পর কোনাকুনিভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী একটা ট্রেইলের দেখা মিললো, ঢালু হয়ে একটা উপত্যকার গভীরে দাঁড়ানো শহরে গিয়ে শেষ হয়েছে ওটা।

ঢালু ট্রেইল বরাবর এগিয়ে চললো রবসন। দুকূল ছাপানো একটা ক্রিকের ওপরের ব্রিজ পেরিয়ে বাম দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিতেই পৌঁছে গেল শহরে।

এটাও হাজারো পশ্চিমা শহরের মতো : বড় রাস্তার দুপাশে বিবর্ণ কিছু ফলস্ ফ্রন্টেড দালানের সারি। হোটেল আর আস্তাবলের আকার, স্টোরের জানালা ইত্যাদি দেখে বোঝা যায় শহরটা তেমন সমৃদ্ধ নয়।

কাউকে প্রশ্ন না করে শহরের নাম জানার চেষ্টা চালালো রবসন। দুটো স্টোরের নামের সঙ্গে 'ক্লিয়ারক্রিক' শব্দটা দেখতে পেলো।

বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণ করলো রবসন। হঠাৎ একটা ব্যাপার নজর কাড়লো ওর। সতর্ক হয়ে উঠলো সবকটা ইন্দ্রিয়। সামনেই কয়েকটা বড় দালান রয়েছে। রাস্তার ডান দিকের হিচর্যাকে মাত্র একটা পনি বাঁধা, কিন্তু বাম দিকের হিচর্যাকে দুই ভাগে অন্তত চব্বিশটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে একশ ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা।

ঘোড়াগুলোর সামনে সাইডওঅকে দুদল লোক জটলা করছে, সবাই উত্তেজিত। দুই জটলার মাঝখানে একটা স্যালুনের দরজা উঁকি দিচ্ছে, সাইনবোর্ড ঝুলছে চৌকাঠে : প্যালেস স্যালুন।

রবসন কাছাকাছি যেতেই চুপ করে গেল প্রথম দলের লোকগুলো, ওকে জরিপ করতে লাগলো। দুনম্বর দলের ওরাও একইভাবে মাপলো ওকে। স্যালুন পেছনে ফেলে ফীড স্ট্যাবলে চলে এলো রবসন, নামলো স্যাডল থেকে। বুড়ো অসল্যারকে বললো ঘোড়াকে দানাপানি খাওয়া-নোর ব্যবস্থা করতে। আস্তাবলের প্রশস্ত দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তার উল্টোদিকে তাকাতেই কেন যেন মনে হলো ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে সবাই। চট করে ভাবনাটা বাতিল করে দিলো ও। তারপর কোনা-কুনিভাবে রাস্তার উল্টোদিকে হোটেলের উদ্দেশে পা বাড়ালো। না তাকালেও বুঝতে পারছে এখনো ওকে জরিপ করছে স্যালুনের সামনের লোকগুলো। কি আছে স্যালুনে, ভাবলো রবসন, কাকে পাহারা দিচ্ছে?

হোটেলটা বেশ বড় এবং পুরোনো। লবিতে নানা আকারের আর নকশার চেয়ার রাখা, পেছন দিকে সিঁড়ি ঘেঁষে এক কোণে বাঁকা ডেস্ক। রাইটিং ডেস্কে বসে আছে একটা মেয়ে, তারপাশে এক তরুণ। লবি পেরিয়ে ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়ালো পল রবসন, কিন্তু তাকালো না মেয়েটা। পাশের তরুণ অবশ্য উঠে কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো। তার পরনে শাদামাঠা কালো স্যুট।

'বলুন কি করতে পারি?' জানতে চাইলো সে।

'সপ্তাহ খানেকের জন্যে কামরা দরকার আমার।'

ঘুরে কী-র‍্যাক থেকে একটা চাবি তুলে নিলো লোকটা, তারপর বললো, 'চলুন, আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিই।'

ঘুরে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো তরুণ, এই সময় পেছন থেকে কথা বলে উঠলো মেয়েটা। 'মী, তুমি—'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রবসন, চুপ করে গেল মেয়েটা; তারপর ওর উদ্দেশে বললো, 'দুঃখিত। বোর্ডারদের নাম লেখানোর কথা কিছুতেই মনে রাখতে পারে না লী। নামটা লিখে দেবেন?'

'অবশ্যই,' বললো রবসন।

উঠে কাউন্টারে এলো মেয়েটা, একটা লেজার বের করলো। মেয়েটার দিকে চেয়ে রয়েছে রবসন, মনে মনে চাইছে আরো কিছু বলুক সে। ওর কণ্ঠে এমন একটা সুর রয়েছে যা সাধারণত মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না; উষ্ণ, বন্ধুসুলভ। অবশ্য পরে রবসন জেনেছে এভাবে কথা বলাই তার স্বভাব। আর দশজনের সঙ্গেও একই সুরে কথা বলে সে।

মেয়েটার চেহারার দিকে তাকালো রবসন। প্রচলিত অর্থে সুন্দরী বলা যাবে না, কিন্তু চেহারায় এক ধরনের দৃঢ়তার ছাপ ওকে আগ্রহী করে তুললো। মেয়েটার কপালে একগোছা অবাধ্য চুল এসে পড়েছে, কিন্তু সরানোর চেষ্টা করছে না। পরনে গাঢ় নীল পোশাক, তাতে শাদা কলার থাকায় খারাপ লাগছে না মোটেই, বরং সোনালী একটা আভা যেন ছড়িয়ে দিয়েছে ওর ত্বকে। বেশ লম্বা মেয়েটা, একহারা গড়ন, তবে বলিষ্ঠ।

কলম বাড়িয়ে দিলো মেয়েটা, ওটা নিয়ে রেজিস্টারে নাম লিখলো পল রবসন। হঠাৎ খেয়াল হলো মেয়েটার নাকের ওপর কয়েকটা ব্রন রয়েছে, মুচকি হাসলো ও।

'পুরো সপ্তাহ থাকলে এক রাতের ভাড়া কম নেবো আমরা,' রেজিস্টার নিজের দিকে ঘুরিয়ে রবসনের নামের দিকে তাকালো মেয়েটা।

'বেশ,' বললো রবসন। একটু ইতস্তত করে আবার বললো, 'এখুনি কামরায় যাচ্ছি না আমি।'

ওর কথা শুনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো তরুণ। কাউন্টার ছেড়ে এলো রবসন। রেজিস্টার থেকে মুখ তুলে তাকালো মেয়েটা, বললো, 'জিনিসপত্র থাকলে রেখে যান, আমরাই পৌঁছে দেবো কামরায়—মিস্টার রবসন।'

'আমিই নেবো, পরে,' জবাব দিলো রবসন, 'ধন্যবাদ।'

চোখ নামিয়ে নিলো মেয়েটা। রবসন লক্ষ্য করলো লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা।

'ঠিক আছে,' বললো মেয়েটা।

দরজার দিকে পা বাড়ালো রবসন। ওঅকে বেরিয়ে আসার আগে ভেতরে কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। ওর নাম উচ্চারণ করার সময় ইতস্তত করলো কেন মেয়েটা! এখানে হয়তো এরকম সমাদরই পাবে ওর নাম। গম্ভীর চেহারায় ম্যাথুর কথা ভাবলো রবসন, বেপরোয়া ছিলো ওর ভাই, কাউকে ভয় করতো না।

স্যালুনের উল্টোদিকে মার্শালের অফিস, আগেই দেখেছিলো রবসন, এবার সেদিকে পা বাড়ালো। এখানে থাকতে হলে কাজ জোগাড় করতে হবে। কোথাও লোকের দরকার আছে কিনা মার্শালই ভালো জানবে।

এক কামরার ছোট অফিস। পেছন দেয়াল ঘেঁষে বিরাট রোল টপ ডেস্ক। তার পেছনে সুইভেল চেয়ারে কোলের ওপর শটগান রেখে বসে আছে এক লোক। এমন ভাবে বসেছে সে, স্যালুনের দিকে নজর রাখতে পারছে অনায়াসে। এই লোকই বাইরে হিচর্যাকের নিঃসঙ্গ ঘোড়াটার মালিক, বুঝতে পারলো রবসন।

লোকটার ভেস্টে শেরিফের ব্যাজ, পরনে বিবর্ণ পোশাক, তার

মাঝারি গড়নের শরীরের তুলনায় এক সাইজ বড়। শেরিফের মুখের ওপর স্থির হলো রবসনের দৃষ্টি। লোকটার নাক আর মুখের দুপাশে গভীর ভাঁজ, নীল চোখজোড়া কোটরে বসানো, কৌতূহলী দৃষ্টি। রোদে-পোড়া তামাটে চেহারার জন্যে মাথার চুল আর ভুরু শাদা বলে ভুল হয়।

'মার্শালকে খুঁজছি আমি,' বললো রবসন।

'ওখানে আছে,' অলস ভঙ্গিতে ইশারা করে জবাব দিলো শেরিফ, 'এখন খুব ব্যস্ত।'

'স্যালুনে?'

মাথা দোলালো শেরিফ। ঘুরে দাঁড়ালো পল রবসন। চৌকাঠে থেমে আবার স্যালুনের সামনের লোকগুলোর দিকে তাকালো। এতক্ষণ এতটুকু নড়েনি তারা। ওদের মাঝখানে স্যালুনের দরজার কালো গহ্বর উঁকি দিচ্ছে, আবছাভাবে নজরে আসে ব্যাটউইং ডোর। চারদিক অস্বাভাবিক নীরব। চাপা উত্তেজনার আঁচ পেলো রবসন।

'বেশি দেরি হবে না ওর,' মৃদু কণ্ঠে বললো শেরিফ।

মাথা দুলিয়ে রাস্তা পেরোবার জন্যে পা বাড়ালো রবসন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে শেরিফ, টের পেলো। জটলার লোকগুলো কথা বন্ধ করে তাকালো ওর দিকে।

রবসন উবু হয়ে হিচর‍্যাকের নিচ দিয়ে বেরিয়ে সাইডওঅকে পা রাখতেই আস্তাবলের দিককার জটলা থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'আমি হলে এখন ভেতরে ঢুকতাম না, মিস্টার।'

থেমে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো রবসন। ভিড়ের মাঝে লোকটাকে সনাক্ত করার চেষ্টা করলো।

'কেন?' জানতে চাইলো ও।

'যেতাম না, ব্যস,' স্যালুনের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোক বললো।

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ,' বললো রবসন, 'কিন্তু পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

চার

স্যুইংডোর ঠেলে ভেতরে পা রাখলো পল রবসন, মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে চোখ সইয়ে নিলো, তারপর এগোলো বাম দিকের বারের দিকে। চড়া গলায় কথা বলছিলো কেউ একজন, চুপ করে গেল। হঠাৎ নীরবতায় কানে বাজলো ওর বুটের শব্দ। হাফ ডজন কার্ড টেবিলে ভরা কামরাটা ফাঁকা, কেবল একটা টেবিলে তিনজন লোক বসে, দেখছে ওকে। ওদের এক নজর দেখলো পল, তারপর বুকে হাত রেখে বারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বারটেণ্ডারের উদ্দেশে বললো, 'হুইস্কি।'

ওই তিনজনের দিকে তাকালো বারটেণ্ডার অনুমতির আশায়, তার কপালে ঘামের একটা পর্দা দেখা গেল। বারটেণ্ডারের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো রবসন। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বিশালদেহী লোকটা, তার চেহারায় উদ্বেগের ছাপ—বিবর্ণ; বুক খোলা ভেস্টে মার্শালের

ব্যাঙ্ক, মাথা দুলিয়ে সায় দিলো।

'ইয়েস, স্যার,' অস্পষ্ট ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বললো বারটেণ্ডার।

বার-মিররের ভিতর দিয়ে টেবিলের লোকগুলোর দিকে তাকালো রবসন। পরস্পরকে জরিপ করছে ওরা, নীরব, চেহারায় একগুঁয়ে ভাব। রবসন লক্ষ্য করলো ওদের, কারো কাছে অস্ত্র নেই, অথচ, মনে পড়লো, বাইরে অপেক্ষমাণ লোকগুলো সশস্ত্র।

দরজার দিকে মুখ করে বসা লোকটার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রবসন। বিশালদেহী, চিতানো বুকের ছাতি, সুঠাম গড়ন, রুক্ষ চেহারা। নীল দুটো চোখ খুব কাছাকাছি বসানো, কিঞ্চিৎ থ্যাবড়া নাক, পাতলা ঠোঁট। হঠাৎ দেখলে শরীরের তুলনায় মাথা প্রকাণ্ড মনে হবে, মাথা ভর্তি কালো চুল। পরনে সাধারণ রেঞ্জ-ক্লোদ। হাবভাবে বোকা-বোকা একটা ছাপ রয়েছে। লোকটার ডান হাত টেবিলের ওপর রাখা, টুপির প্রান্ত ছুঁয়েছে, অন্য হাত পেছনে চেয়ারের পিঠের ওপর। রবসন বুঝতে পারলো কোনো একটা ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলায় এখন নিরুদ্বেগ সহজ হয়ে গেছে সে।

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে তৃতীয় লোকটা, চেহারা দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যায় অল্প বয়সী। বসার ভঙ্গিতে উত্তেজনার ছাপ, দুটো হাতই টেবিলের ওপর রেখেছে বলে খানিকটা বেঁকে গেছে পিঠ। ঘাড় অবধি লম্বা পাতলা চুল। পেছন থেকেও তার তীক্ষ্ণ লম্বাটে চেহারার আভাস মেলে।

আবার আলোচনা শুরু করার জন্যে ইশারা করলো বিষণ্ণ মার্শাল, হাত দুটো টেবিলের ওপর রাখলো।

'আমি যে-কথা বলছিলাম,' বললো মার্শাল, 'রিয়ার-প্য রেঞ্জ যখন সরকার ছেড়েই দিয়েছে তখন আর খামোকা নিজেদের মধ্যে বিবাদ

করে কাজ কি। প্রায় পানির দরে লীজের ব্যবস্থা করেছি আমি আর গ্রিসন। তোমরা জায়গাটা ভাগাভাগি করে নিলেই হয়ে যায়, ইচ্ছা হলে আটপল্লার কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়ে নিতে পারো সীমানায়।'

'না,' চট করে বাধ সাধলো তরুণ র‍্যাঞ্চার, 'রিয়ার-প্য রেঞ্জে গরু চরিয়ে আমার হবে না। তাছাড়া, পিকেট, আমরা ওটার ব্যাপারে আলাপ করতে আসিনি এখানে।'

'অ,' বললো মার্শাল, অন্য লোকটার দিকে তাকালো, 'তুমি কি বলো, ওয়াটকিনস?'

মার্শালের কথা শেষ হবার আগেই শান্ত সুরে কথা বলতে শুরু করলো ওয়াটকিনস।

'হ্যাঁ, ওটা নিয়ে আলাপ করতে এখানে আসিনি আমরা,' বললো সে, 'ওই তুষারের স্তূপটা মিলকে হয়তো গছাতে পারতে, অরভিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা হবার নয়। আমি ওই নিচু রেঞ্জ সিলভার ক্রিক নিয়েই সন্তুষ্ট, পয়সা খরচ করে কিনেছি, কিছুতেই কাউকে ভাগ দেবো না। রিয়ার-প্য রেঞ্জ নিয়ে সরকার যা ইচ্ছা করুক। আমার সোদ্দা কথা, আমিই সিলভার ক্রিকের একমাত্র মালিক এবং ওটার জন্যে প্রয়োজনে লড়াই করতে পিছপা হবো না।'

'সেক্ষেত্রে লড়াই ছাড়া বিকল্প নেই তোমার,' চট করে বললো তরুণ র‍্যাঞ্চার মিল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের ওপর দুহাতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকলো মার্শাল।

'জাহান্নামে যাও তোমরা!' কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বললো সে। 'এবার আমার শেষ কথা শুনে রাখো,' এক এক করে দুজনের দিকে তাকালো, 'তোমাদের বিবাদ যদি শহর পর্যন্ত গড়ায় তাহলে এখানে থাকার

জন্যে আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। সহজ কথা, আশা করি বুঝতে পেরেছো।'

টেবিল থেকে নিজের কালো টুপিটা তুলে নিলো মার্শাল, দরজার দিকে এগিয়ে গেল, দোরগোড়ায় থেমে ঘাড় ফিরিয়ে আবার বললো, 'একটু কষ্ট করে রাস্তার ও-ধারে অফিসে গেলে গ্রিসনের মুখেও একই কথা শুনতে পাবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ওয়াটকিনস, মার্শালের উদ্দেশে বললো, 'আচ্ছা, আচ্ছা! তোমাদের দুজনের মোকাবিলা আগেও করেছি, আমিই জিতেছি।' ঠাণ্ডা বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার মিলের দিকে তাকালো সে, তারপর আবার মার্শালের দিকে চোখ ফেরালো, 'চোখের সামনে যখন চুরি হলো মুখ বুজে থাকলে, অথচ এখন যে-ই চোরকে শিক্ষা দিতে গেছি টনক নড়লো তোমার, অদ্ভুত ব্যাপার।'

বিশাল শরীর নিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে এলো মার্শাল পিকেট। দুহাতে চেপে ধরলো মিলের কাঁধ, উঠতে যাচ্ছিলো তরুণ, আবার বসতে বাধ্য হলো। তরুণের কাঁধের ওপর দিয়ে পিকেট এবার বললো, 'যথেষ্ট, ওয়াটকিনস, এবার যাও।'

উঠে দাঁড়ালো ওয়াটকিনস, টেবিলের ওপাশ থেকে ঘুরে এসে কারো দিকে না তাকিয়ে রবসনের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, ডানে ঘুরলো।

পিকেট হাত সরিয়ে নিলে মিলও উঠে দাঁড়ালো। এবার তার চেহারা দেখতে পেলো রবসন, ক্রোধে কুৎসিত হয়ে গেছে। লম্বাটে চেহারায় ঔদ্ধত্য ঝরে পড়ছে, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বুক-খোলা শার্টের ভেতরে পাকানো দড়ির মতো পেশীর আভাস। রবসন বুঝতে পারলো আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে দমিয়ে রেখেছে ছেলেটা।

'ব্যাপারটা আমার মনে থাকবে, পিকেট,' বললো মিল।

'ঠিক আছে,' বললো মার্শাল, 'ওয়াটকিনসের হাতে প্যাদানি খাওয়াই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, আমার আপত্তি নেই।'

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো মিল ; হঠাৎ ঢিল পড়লো তার শরীরে, ভুরুর কিঞ্চিত কুঞ্চন ছাড়া চেহারা স্বাভাবিক হয়ে এলো। বারের কাছে এসে মার্শাল বারটেণ্ডারকে বললো, 'আমার বেল্টটা দাও, জর্জ।'

বেল্ট নিয়ে দ্রুত কোমরে ঝোলালো মার্শাল। বেরিয়ে যাচ্ছিলো মিল, চট করে তার পাশে পৌঁছে গেল।

'বোকার মতো কিছু করতে যেয়ো না, লুকাস।'

জবাব দিলো না মিল। দুহাতের ধাক্কায় দরজা খুলে বেরিয়েই বাম দিকে ঘুরলো। স্যালুনের বাইরে পা রেখে থমকে দাঁড়ালো অরভিল পিকেট। বারকয়েক এপাশ-ওপাশ দুলে থেমে গেল কবাটজোড়া, ওগুলোর ওপর আর নিচের ফাঁকে মার্শালের মাথা আর পা দেখা যাচ্ছে, ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তার এমাথা-ওমাথায় নজর বোলাচ্ছে।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলো রবসন, বারটেণ্ডারের দিকে তাকালো। একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ঢকঢক করে গিলছে লোকটা। গ্লাস খালি করে বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুজলো, হাত দিয়ে ঘাম মুছলো মুখের।

আবার দরজার দিকে তাকিয়ে মার্শালকে দেখতে পেলো না রবসন। হুইস্কির দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এলো ও। রাস্তায় এসে দেখলো বেশির ভাগ ঘোড়াই এখনো হিচ-র‍্যাকে রয়েছে, তবে সাইডওঅকে লোকের সংখ্যা এখন অনেক কম।

রাস্তার ওপাশে দরজার চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল, ক্ষণে ক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে শেরিফের সঙ্গে কথা বলছে।

এগিয়ে গেল রবসন। 'তুমিই এ-শহরের মার্শাল?'

মাথা দোলালো পিকেট। 'ভেতরে এসো।' ঘুরে দাঁড়ালো মার্শাল, তাকে অনুসরণ করে আবার অফিস কামরায় ঢুকলো রবসন। একটুকু নড়েনি, একই ভঙ্গিতে বসে রয়েছে শেরিফ। রবসনের উদ্দেশে মাথা দোলালো সে। ইশারায় একটা চেয়ার দেখালো অরভিল পিকেট। রবসন বসার পর ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

'কাজের খোঁজে আছি আমি,' শুরু করলো রবসন, 'আশপাশের কোনো আউটফিট লোক-টোক নিচ্ছে?'

'খানিক আগে তোমাকেই তো স্যালুনে দেখলাম?' জানতে চাইলো মার্শাল।

মাথা দোলালো রবসন।

'ওরা দুজনই তোমাকে কাজে নিতে রাজি হবে, ফাইটিং-ওয়েজ পাবে। আর যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও, মাসে অতিরিক্ত দশ ডলার করে দেয়া হবে তোমাকে।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হেসে বললো রবসন, 'আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়, মার্শাল।'

'আচ্ছা,' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চিন্তিত চেহারায় বললো পিকেট, 'দশ ডলারের চেয়ে বিশজন লোকের গুলির মুখে থাকাই তোমার পছন্দ। বুঝতে পারছি। কিন্তু এর বেশি দেয়ার সাধ্য আমার নেই।'

'প্রশ্নটা টাকার নয়,' বললো রবসন, 'আসলে এড়িয়ে যেতে চাইলেও আমার পক্ষে লড়াই থেকে শেষ পর্যন্ত দূরে থাকা হয় না।'

'হুম,' রবসনের দিকে না তাকিয়েই বললো শেরিফ, 'অনেক গান-

ফাইটারের মুখেই এ-ধরনের কথা শুনেছি।'

চট করে শেরিফের দিকে তাকালো রবসন, কিন্তু বাইরে চেয়ে রয়েছে লোকটা।

মাথা নাড়তে নাড়তে মার্শাল পিকেট এবার বললো, 'আমার পরামর্শ যদি চাও, বলবো, চলে যাও এখান থেকে।'

'কোন্ দিকে?'

'যেদিকে ইচ্ছা, দূরে কোথাও।'

মাথা দোলালো রবসন। 'এক টুকরো জমির দখল নিয়ে দুটো আউটফিট লড়ছে বলে কি আর সবাই র‍্যাঞ্চিংয়ে ক্ষান্ত দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালো মার্শাল, 'দেবে। দুনিয়াদারির খবর রাখলে এ-কথা তোমার বোঝা উচিত।'

'হুঁ,' সায় জানালো রবসন।

'এটাই রেওয়াজ। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও বড় আউটফিট, মানে ওয়াটকিনস আর লুকাস মিলের দয়া বা অনুগ্রহে অন্য র‍্যাঞ্চারদের কাজ করতে হয়। শান্ত পরিস্থিতিতে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু লড়াই বাধলে ইচ্ছা না থাকলেও যে কোনো একটা পক্ষে দাঁড়াতে হয় সবাইকে। লড়াইয়ের জন্যে লোকবল দরকার, চারজন লোক আটটা পিস্তলে লড়ে জিততে পারে না।' শুষ্ক কণ্ঠে কথা শেষ করলো পিকেট।

শুনতে শুনতে পাইপ আর তামাক বের করার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলো পল রবসন, কি ভেবে রেখে দিলো। মার্শালের বিষণ্ণ চেহারার দিকে তাকালো।

'লড়াই করতে চাইলে কার পক্ষে গেলে সুবিধা হবে?' জানতে চাইলো ও।

'আইনের পক্ষে,' রবসনের দিকে না ফিরেই আবার শান্ত কণ্ঠে

বললো শেরিফ।

'ওটা বাদ,' বললো রবসন, 'এখানে অচেনা লোকের মাতবরি মেনে নেবে না কেউ।'

চুপ করে রইলো শেরিফ আর মার্শাল, রবসন আবার বললো, 'এখানকার বিরোধে ন্যায়ের পক্ষে আছে কে—ওয়াটকিনস না মিল ?'

'তিরিশজন সশস্ত্র লোককে পাশ কাটিয়ে স্যালুনে ঢুকে নিজের চোখেই ওদের দেখেছো, তোমার কি মনে হয় ?'

'দুজনই ক্রুদ্ধ অবস্থায় ছিলো, বোঝা যায়নি।'

অস্পষ্ট একটা শব্দ করে গ্রিসনের দিকে তাকালো পিকেট। 'আমরা কথাটা ওভাবে চিন্তা করিনি কখনো। তোমার কি ধারণা, অ্যামোস ?'

'ওয়াটকিনস আমার ভাগ্নে হলেও ও-ই ন্যায়ের পক্ষে আছে বলবো না আমি।'

'ঠিক,' বললো পিকেট।

'মিল লোকটা লোভী,' আবার বললো গ্রিসন, 'আর ওয়াটকিনস প্রতিশোধ পরায়ণ। কে যে ন্যায়ের পক্ষে আছে খোদা মালুম।' রবসনের দিকে তাকালো সে, 'তুমি যখন রাস্তা পেরিয়ে স্যালুনে যাচ্ছিলে, আমার আশঙ্কা হচ্ছিলো এই বুঝি লড়াই বেধে যায়। এখান থেকে সাতশ মাইল দূরে ডেপুটি পাঠিয়ে বিয়ার-প্য রেঞ্জ পানির দরে লীজ দেয়ার ব্যবস্থা করিয়েছিলাম আমরা কমিশনারকে বলে কয়ে, যাতে সিলভার ক্রিক রেঞ্জ নিয়ে ওয়াটকিনস আর মিলের বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। জায়গাটা এক অর্থে বিনা পয়সায় প্রায় উপহার হিসাবেই পেতো। কমিশনারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করা না হলে, লাশ চাপা দিতে সেনাবাহিনী তলব করতে হতে পারে। কমিশনার আমাদের বক্তব্য মেনে নিয়েছিলো। তারপর গত

তিন সপ্তাহ যাবত ওয়াটকিনস আর মিলকে অনেক চেষ্টার পর আলোচনার টেবিলে বসাতে পেরেছিলাম।'

মুহূর্তের জন্যে থেমে রবসনকে জরিপ করলো সে একবার, তারপর আবার খেই ধরলো, 'কাউন্টির দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে যেই এক কামরায় বসালাম, অমনি তুমি, একজন সশস্ত্র আগন্তুক, যাকে প্রথম দেখায় মনে হয় এক পক্ষ তার নিরস্ত্র প্রতিপক্ষকে হত্যা করার জন্যে হয়তো ভাড়া করেছে, একদফা উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডার পর পা রাখলো স্যালুনে। ওখানে হুইস্কিতে চুমুক দেয়ার সময় নিজের চোখে দেখেছো কিভাবে একটা সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঠেকিয়েছে মার্শাল। তা নাহলে এতক্ষণে স্যালুন তো বটেই ও-শহরটাও ধুলোয় মিশে যেতো।'

একটু থেমে দম নিলো সে, রবসনের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। 'তুমি যদি লড়াইতে নেমে প্রাণ হারাতে না চাও, স্বভাবতই শক্তিশালী পক্ষ বেছে নেয়ার চেষ্টা করবে।'

রক্ত জমে উঠলো রবসনের চেহারায়। 'এ-কথা বলবে, বুঝতে পেরেছিলাম।'

'স্বাভাবিক,' বললো শেরিফ।

দরজার দিকে পা বাড়ালো রবসন। পিকেট পিছু ডাকলো। 'আমি হলে কিছু করার আগে লোকজন বিদায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম।'

সাইডওয়াকে বেরিয়ে আসার পরও শেরিফের উপহাস কানে বাজতে লাগলো। পিকেট আর গ্রিসন রেঞ্জ-ওঅরে পাঠানোর জন্যে লোক জোগাড় করবে ভাবাটা ভুল হয়েছে, এই ভর্ৎসনা ওর পাওনা। ওদের কথায় বোঝা যায় ওরা এখানকার লড়াইতে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করবে এবং লড়াই যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। এখান থেকে

চলে যাবার পরামর্শটা আন্তরিকভাবেই দিয়েছে মার্শাল, গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক হবে, কিন্তু আগেই অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও।

পাইপে তামাক ভরে ধরালো রবসন, ঠোঁটে ঝুলিয়ে ভাবতে থাকলো। ওয়াটকিনস লোকটা শক্তিশালী, কিন্তু গোঁয়ার এবং খ্যাপাটে, তার আচরণ সম্পর্কে আগেই ধারণা করা সম্ভব। কিন্তু লুকাস মিলের ধাঁচ আলাদা। স্যালুনে স্বল্প সময়ের জন্যে তাকে দেখেছে রবসন, তার ক্রোধ আর হিংস্র কথাবার্তা ছাপিয়ে উদ্ধত চেহারাটাই নজরে এসেছে বেশি। রবসনের বিশ্বাস, লোকটা চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান, অর্থাৎ ওয়াটকিনসের চেয়ে দ্বিগুণ বিপজ্জনক। শক্তির তারতম্য হলে সম্মুখ যুদ্ধে হয়তো পেরে উঠবে না সে, কিন্তু সমানে সমানে লড়াই বাধলে তার জয় অবধারিত। তার মানে লুকাস মিলই ওর প্রথম পছন্দ।

মিলের সঙ্গে আলাপ করা দরকার। মিলের লোকজন বিদায় নিয়েছে কিনা জানার জন্যে আস্তাবলে চলে এলো রবসন। একটা স্টলে ওর গ্রে-র শরীর দলাইমলাই করছিলো বুড়ো অসল্যার। রবসন লক্ষ্য করলো ওর স্যাডল থেকে বেডরোল উধাও হয়েছে, এদিক ওদিক তাকিয়ে ওটা খুঁজলো সে।

'আমার বেডরোল কই গেল?' অবশেষে অসল্যারকে জিজ্ঞেস করলো রবসন।

মুখ তুলে তাকালো বুড়ো অসল্যার। 'লী কারটিন হোটেলে নিয়ে গেছে।'

মাথা দোলালো রবসন, যেন বাতিল করে দিয়েছে প্রসঙ্গটা। 'মিল কি চলে গেছে?'

'না বোধ হয়,' ওর দিকে না তাকিয়ে বললো অসল্যার। 'ওয়াটকিনসের আগে যাবে না, কারণ তাহলে সে ভয় পেয়েছে মনে হতে পারে।'

মিলের খোঁজ বাদ দিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালো রবসন, কৌতূহল বোধ করছে। লবিতে কাউকে দেখলো না ও, আস্তে ভেতরে ঢুকে দরজা আটকালো। জানে সতেরো নম্বর কামরাটা ওর জন্যে বরাদ্দ হয়েছে, তাই আর কাউন্টারে না গিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো, দ্রুত অথচ নিঃশব্দে।

'এল' আকৃতির করিডরে বাঁক ঘুরতেই নিজের কামরাটা নজরে এলো রবসনের। পা টিপে টিপে এগোলো ও। দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। কবাটের ওপর একটা হাত রাখলো রবসন, আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল নিঃশব্দে। ভেতরে পা রাখলো ও।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে খোলা বেডরোল, কফিপট আর কার্তুজ ভর্তি বাক্সের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। আর বিছানার পায়ের কাছে রয়েছে লী কারটিন, খাটের রেলিংয়ের ওপর হাত, মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনের কেউই ওর উপস্থিতি টের পায়নি।

'আমি হলে কাউকে নিচে পাহারায় রেখে আসতাম,' সহজ কণ্ঠে বললো রবসন।

চমকে ফিরে তাকালো মেয়েটা। চট করে তার সামনে চলে গেল লী কারটিন, মেয়েটাকে রক্ষা করতে চায়। দরজা আটকে কবাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো রবসন।

'বসো তোমরা,' বললো ও।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো মেয়েটা, তারপর কোলের ওপর হাত রেখে বসে পড়লো বিছানার-এক ধারে। একপাশে সরে গেল লী,

ফ্যাকাসে চেহারা, হাত দুটো বারবার মুঠি পাকাচ্ছে আর খুলছে।
'ঠিক কি খুঁজছো তোমরা?' মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো রবসন।
'কিছু না,' আস্তে করে জবাব দিলো মেয়েটা।
'আমার নামটা বোধ হয় কৌতূহলী করে তুলেছে তোমাকে,' বললো রবসন, 'রেজিস্টারে নাম দেখামাত্র বেডরোলের খোঁজ করছিলে যাতে তল্লাশি করা যায়, নাকি?'
'হ্যাঁ।'
'দেখো, রবসন,' রাগত স্বরে বললো লী, 'কিছু বলার থাকলে আমাকে বলো, ওকে জড়িয়ো না।'
লীর দিকে ফিরেও তাকালো না রবসন।
'যা খুঁজছিলে পেয়েছো?' আবার মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো ও।
'না।' এবার রবসনের দিকে তাকালো মেয়েটা, দৃষ্টিতে বিষাদ।
'কি খুঁজছো?'
জবাব দিলো না মেয়েটা।
লী কারটিন বললো, 'কিছু বলো না, নরমা,' তারপর রবসনের দিকে তাকালো, 'এবার কি করবে তুমি আমাদের নিয়ে?'
'তুমি চলে যেতে চাও?' এবারো মেয়েটাকে প্রশ্ন করলো রবসন।
'হ্যাঁ।'
দরজা খুলে দিলো রবসন, শান্ত কণ্ঠে কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে বললো, 'আমার পকেটে কিছু জিনিস আছে, সময় করে এসে দেখে যেয়ো।'
ওকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল নরমা, তার চেপে বসা চোয়াল আর অপমানে রক্তিম চেহারা দেখতে পেলো রবসন। কোনোদিকে না তাকিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে গেল মেয়েটা। এবার লী কারটিনের দিকে তাকালো রবসন। 'তুমিও ভাগো,' বললো শীতল কণ্ঠে।

একটু ইতস্তত করে দ্রুত বেরিয়ে গেল লী কারটিন। দরজা আটকে দিলো রবসন।
ঠিক জায়গাতেই আসা গেছে মনে হচ্ছে, ভাবলো ও, মনে মনে উত্তেজিত বোধ করলো।
এ-ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে মুনরোর গরু ছিনতাইয়ের অপরাধে দণ্ডিত ওর ভাই ম্যাথু রবসনকে এখানে সবাই চিনতো, এখানেই ছিলো সে। মেয়েটা ওর জিনিসপত্র কেন হাতড়েছে বুঝতে না পারলেও তার দৃষ্টিতে ঘৃণার আভাস পেয়েছে রবসন। ম্যাট কি এমন কোনো ক্ষতি করেছে ওর যার জন্যে রবসন নামটাই ঘৃণিত হয়ে উঠেছে। জানে না পল। তবে এটা বুঝতে পারছে, মেয়েটা যখন রবসনের নাম জানে তাহলে শহরের অন্য লোকজনও নামটা মনে করতে পারবে। তার মানে রাসলাররা এখান থেকেই তাদের কুকর্ম চালিয়ে গেছে।
বিছানা বেঁধে আবার নিচে নেমে এলো রবসন। কাউন্টারের পেছনে মেয়েটাকে দেখতে পেলো। উদ্ধত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো সে। কাছে গিয়ে রবসন বললো, 'আমি কামরা ছেড়ে দিচ্ছি, কত দিতে হবে?'
'কিছু না,' বললো মেয়েটা; পরক্ষণে আবার যোগ করলো, 'ওই ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত। তখন ওভাবে চমকে না দিলে আমাদের মাঝে এরকম শত্রুতার জন্ম হতো না।'
'এ-রকম ঘটনা আমার জীবনে প্রথম নয়,' বললো রবসন, 'আমার বিদায় নেবার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।'
'কিন্তু এতে আমাদের মাঝে একটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে!'
'না তো!' বললো রবসন, 'বরং যা খুঁজছিলে পাওনি বলে আমি দুঃখ পেয়েছি। নাকি পেয়েছো?'

'না,' মৃদু কণ্ঠে বললো মেয়েটা, ঘুরে দাঁড়ালো সে, তারপর মুখে রুমাল চাপা দিয়ে এক ছুটে কাউন্টারের পেছনের দরজা দিয়ে ডাইনিং-রুমে ঢুকে পড়লো।

এক মুহূর্ত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো রবসন, তারপরই ডেস্কের পাশ ঘুরে পেছনের দরজা গলে ডাইনিং রুমে ঢুকলো। মেয়েটা নেই। কিচেনের উদ্দেশে পা বাড়ালো ও।

দরজা খুলতেই দীর্ঘ টিন-টপ টেবিল থেকে এক মহিলা আলু কাটা বন্ধ রেখে মুখ তুলে তাকালো।

'কোথায় ও ?' জানতে চাইলো রবসন।

'কে ?'

'মিস কারটিন না ওর নাম ?'

'নরমা ? জানি না,' জবাব দিলো মহিলা, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ?'

'এদিকেই তো এলো,' চট করে বললো রবসন, 'ডাইনিং রুমে পাইনি ওকে, তাই এখানে খুঁজতে এলাম, কোথায় গেল ?'

'জানি না,' আবার বললো মহিলা।

'এখানে না এলে আর কোথায় যাবে ?'

আস্তে করে ছুরিটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো মহিলা। 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার বেরোও !'

অধৈর্য ভঙ্গি করলো রবসন। 'নিশ্চয়ই এখানে এসেছে সে। আবার বেরিয়ে গেছে ?'

'বেরোও !'

রান্নাঘরে ঢুকে ইতিউতি তাকালো রবসন, তারপর বললো, 'ঠিক আছে।' ডাইনিং রুমেও একবার খুঁজলো ও, তারপর বিছানাপত্রসহ

বেরিয়ে এলো বাইরে, রাস্তায় চোখ বোলালো।

সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ উপলব্ধি করলো এভাবেই আপাতত মেয়েটার মুখ বন্ধ থাকবে এবং কথাটা সত্যি বলে বিড়বিড় করে গাল বকলো আপনমনে।

পাঁচ

দেখা গেল অসল্যারের কথাই ঠিক। লুকাস মিলের কাউহ্যাণ্ডরা আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে রাস্তায় ঘুরঘুর করছে, জোড়ায় জোড়ায়—যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত। আবার সরগরম হয়ে উঠেছে প্যালেস স্যালুন, খদ্দেরদের বেশির ভাগই অবশ্য মিলের লোক। ওয়াটকিনসের কোনো কাউহ্যাণ্ডকে দেখলো না রবসন।

স্যালুনে ও পা রাখতেই একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সবাই, বোঝা যায় মারপিটের আশঙ্কায় সতর্ক রয়েছে তারাও। ওরা চাইছে একটা কিছু এস্পার ওস্পার হয়ে যাক, ভাবলো রবসন, মনে মনে ওদের প্রশংসা করলো।

একটা পোকার টেবিলে লুকাস মিলকে দেখতে পেলো ও, শক্ত পোক্ত গড়নের এক লোকের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা করছে। এই লোকই তখন স্যালুনে ঢুকতে মানা করেছিলো।

সরাসরি মিলের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রবসন। মুহূর্তে বারের লোকগুলো চুপ মেরে গেল, নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলো ওর দিকে। আলোচনা স্থগিত রাখলো মিল আর সেই লোক। মিলের টেবিলের সামনে একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়ালো রবসন, বললো, 'শুনলাম, তোমার নাকি লোক দরকার,' স্যালুনের নীরবতায় জোরালো শোনালো ওর কণ্ঠস্বর।

'কে বললো?' মিল জবাব দেয়ার আগেই জানতে চাইলো অপর লোকটা, যেমন তার হাবভাব তেমনি কথার ঢঙ, উদ্ধত, শুনলেই গা জ্বলে যায়। তার দুই চোখে কঠিন দৃষ্টি, চৌকো চোয়াল রুক্ষ করে তুলেছে চেহারা। মাথার ওপর কাত করে বসানো স্টেটসনের কিনারার নিচ থেকে কটমট করে রবসনের দিকে তাকালো সে, গা জ্বালানো দৃষ্টি।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালো রবসন, মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলো, 'মার্শাল পিকেট।'

সশব্দে হাসলো লুকাস মিল। 'তোমাকে ডেপুটি বানিয়ে বসেনি কেন বুঝলাম না, তার কাছে কেউ গেলেই তো প্রস্তাব দিয়ে বসে!'

'আমাকেও বলেছিলো,' বললো রবসন।

'টাকা কামানোই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়,' বললো লুকাস মিল, 'তাহলে কিন্তু ওর কাছেই বেশি পেতে।'

'টাকা চাই,' বললো রবসন, 'কিন্তু ওভাবে নয়।'

'আমিও,' জবাব দিলো মিল, 'একই রকম টাকাই দেবো, লড়াই করার বিনিময়ে। নাকি বুকে ব্যাজ এঁটে টাকা কামানোর ইচ্ছা নেই?'

'অনেকটা,' বললো রবসন।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসলো লুকাস মিল। 'ওকে কাজে নিয়ে নাও, ডারউইন।'

রবসনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো ডারউইন, হাতের ইশারায় মিলকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো এবার। 'কেন যেন আমার বারবার মনে হচ্ছে তোমাকে আগে কোথাও দেখেছি,' রবসনের উদ্দেশে বললো সে, 'এদিকে কি এবারই প্রথম এলে?'

মাথা দোলালো রবসন।

'অবাক কাণ্ড,' আবার বললো ডারউইন, 'আমিও কিন্তু কখনো এখান থেকে দূরে কোথাও যাইনি!' কঠিন চোখে রবসনের চেহারা জরিপ করতে লাগলো সে। 'কি নাম তোমার?'

'রবসন।'

সামনে ঝুঁকে এলো ডারউইন। 'কি বললে? রবসন?'

মাথা দোলালো রবসন।

আবার চেয়ারে হেলান দিলো ডারউইন, 'অ,' বললো মৃদু কণ্ঠে।

এবার মিলের দিকে তাকালো সে, কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে আবার জানতে চাইলো, 'ম্যাথু নামে তোমার কোনো ভাই ছিলো?'

আবার মাথা দোলালো রবসন।

'কিছুদিন আগে একটা বিশ্রী গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিলো সে?'

'হ্যাঁ।'

আবার মিলের দিকে তাকালো ডারউইন। টেবিল থেকে একটা খালি গ্লাস তুলে নিলো লুকাস মিল, পরক্ষণে ফের নামিয়ে রাখলো। পাতলা ঠোঁট দুটো পরস্পর সেঁটে আছে। ইতিমধ্যে মাথা নাড়তে শুরু করেছে সে।

'আপাতত আমরা লোক নিচ্ছি না,' বললো ডারউইন, 'তুমি বরং ফের পিকেটের সঙ্গে দেখা করো।'

'উঁহু,' শান্ত কণ্ঠে বললো মিল, মুখ তুলে রবসনের দিকে তাকালো,

'আবার ওর কাছে গেলে হয়তো এমন সব প্রশ্ন করে বসবে আমি সে-গুলোর ধারে কাছেও যাবো না।' হাসি ফুটিয়ে তুললো সে ঠোঁটে।

'কি রকম?' কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রবসন।

'ছিনতাইয়ের পর মুনরোর সেই গরুগুলোর এখন পর্যন্ত কোনো পাত্তা মেলেনি,' আস্তে করে বললো মিল। 'ওই ঘটনার সঙ্গে ম্যাথু জড়িত ছিলো। দশবারোজন রাসলার ছিলো, তার মধ্যে ম্যাথুসহ মাত্র তিনজন ধরা পড়েছে, কিন্তু গরু পাওয়া যায়নি। নিশ্চয়ই বোঝো, ওধরনের ঘটনা সহজে ভোলে না কেউ—সেজন্যেই তোমাকে কাজে নেয়া আমার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমনিতেই এখানে আমার তেমন সমাদর নেই, সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।'

'ঠিক বলেছো,' ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে বললো রবসন।

ঘুরে পা বাড়ালো ও, ডারউইনের ডাকে থামতে হলো।

'ওয়াটকিনসের কাছে গিয়েছিলে?' জানতে চাইলো সে।

মাথা নাড়লো রবসন, তারপর জানতে চাইলো, 'কেন?'

ছোট্ট করে হাসলো ডারউইন। 'সেই রবসন মনে করতো আমা-দের গরুর পিঠে ওয়্যাগন-হ্যামার ব্র্যাণ্ডের চেয়ে বার-স্টির‍্যাপ ব্র্যাণ্ডই বেশি মানায়। এ ধারণাটা ওয়াটকিনসও বেশ পছন্দ করতো, এজন্যে প্রচুর গরু বাছুর খোয়াতে হয়েছে আমাদের!'

আবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল রবসন, কঠিন চেহারায় কণ্ঠকে শান্ত রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার ধারণা একই কারণে আমাকেও পছন্দ করবে ওয়াটকিনস?'

'তা বলিনি আমি!'

দুহাতে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে সরাসরি ডারউইনের দিকে তাকালো রবসন। 'যা বলার সরাসরি বলো।'

একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল ডারউইনের চেহারা, চোখ দুটো কুঁচকে তাকালো সে। 'বললাম তো, তেমন কিছু বোঝাইনি আমি!'

'তাহলে আর চিন্তাও করতে যেয়ো না!' বললো রবসন, সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কামরার জমাট নীরবতা টের পাচ্ছে। বার থেকে সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ডারউইনের জবাব শোনার জন্যে একমুহূর্ত অপেক্ষা করলো রবসন, কিন্তু কিছু বললো না লোকটা। ঘুরে শান্ত পদক্ষেপে লোকজনের মাঝে পথ করে সাইডওঅকে বেরিয়ে এলো ও। এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এবার দেখলো দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল পিকেট, কথা শুনছিলো।

ওর পাশে চলে এলো মার্শাল।

'ওয়াটকিনসকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?' প্রশ্ন করলো রবসন।

'ওকে কি দরকার?'

'ওর আউটফিটে কাজ করতে চাই।'

'আমার সঙ্গে চলো,' বললো পিকেট, 'মাথায় যদি ঘিলু বলে কিছু থাকে, সম্ভবত এখন স্যামুয়েল'স স্টোরে আছে, কার্তুজ কিনছে।'

শেরিফের অফিসের ওপাশে স্যামুয়েল'স স্টোর। রাস্তা অতিক্রম করার জন্যে পা বাড়ালো ওরা, নীরব; কেবল পিকেটের ঘনঘন শ্বাস টানার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

রাস্তার উল্টোদিকের সাইডওঅকে উঠে পিকেট বললো, 'তুমি ম্যাথু রবসনের ভাই, কথাটা জানিয়ে ঠিক করোনি।'

'নাম লুকানোর মতো বাজে কিছু এখনো করিনি আমি,' বললো রবসন।

'কথা সেটা নয়,' বললো মার্শাল, 'দেখ, আমি কিন্তু জেফ ডেভি-সের আত্মীয়, কিন্তু টেক্সাসের বাইরে কখনো তা উচ্চারণ করি না।

স্থান-কাল-পাত্র বলে একটা কথা আছে তো!'

'সবারই নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে,' বললো রবসন।

'এখানেই মুশকিল,' বললো মার্শাল, 'অনেকে আবার অপছন্দটা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে-দেয়ার চেষ্টা করে।'

'করুক।'

ওয়াটকিনস আর তার দুই সঙ্গী ছাড়া স্যুয়েল'স স্টোরে আর কেউ নেই। ওদের সঙ্গে রবসনের পরিচয় করিয়ে দিলো পিকেট। রবসনের সঙ্গে হাত মেলালো ওয়াটকিনস, তার হাবভাবে এক-ধরনের স্থিরতা রয়েছে, মিলের মতো অস্থির নয়। বার-স্ট্র্যাপের ফোরম্যান ওয়েস মারটেনের সঙ্গে রবসনের পরিচয় করিয়ে দিলো ওয়াটকিনস, প্রায় অবজ্ঞাভরে ওর সঙ্গে করমর্দন করলো মারটেন। হালকা পাতলা গড়ন তার, বয়সে ওয়াটকিনসের চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট হবে। কথা বলার আন্তরিক ঢঙের সঙ্গে চেহারার গাম্ভীর্য ঠিক খাপ খায় না। ওয়াটকিনসের অপর সঙ্গীর নাম রিডেল, সেও বার-স্ট্র্যাপের রাইডার, মুখে বসন্তের দাগ, শান্ত স্বভাব, কিন্তু চোখের দৃষ্টি চঞ্চল, চেহারায় কাঠিন্য।

রবসনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলো পিকেট। 'ও তোমার আউটফিটে কাজ করতে চায়, বেন।'

চট করে মার্শালের দিকে তাকালো ওয়াটকিনস, সন্দেহের ছায়া পড়লো চেহারায়।

'তুমি আবার আমার জন্যে লোক জোগাড় করতে শুরু করলে কবে থেকে, অরভ? নাকি লড়াইয়ের ব্যাপারে মত পাল্টেছে?'

'মোটেই না। এখনো বলি বোকামি করছো তোমরা। আমি রবসনের সঙ্গে এসেছি যাতে ও ওয়াগন-হ্যামার-এ যোগ দিতে চাওয়ার

পর ডারউইন যে আচরণ করেছে তা তোমরা না করতে পারো তাই দেখতে।'

'কি করেছে ডারউইন?'

'রবসনের নাম তার অপছন্দ, কথাটা সোজাসাপ্টা বলে দিয়েছে। কিন্তু রবসন অপছন্দের কারণ জিজ্ঞেস করতেই চুপ মেরে গেছে সে। ওর নাম নিয়ে তোমার আপত্তি আছে?'

নীরবে রবসনের দিকে তাকালো ওয়াটকিনস। 'ম্যাট রবসনকে আমি চিনতাম, মোটেই ভালো লোক ছিলো না। তোমার ভাই নাকি?'

মাথা দোলালো রবসন।

'ওয়াগন-হ্যামারে যোগ দিতে চেয়েছিলে তুমি, কেন?'

'মিলকেই হাতের কাছে পেয়েছি,' নির্বিকার চিত্তে জবাব দিলো রবসন।

'কিন্তু তোমাকে সে নেয়নি?'

মাথা দোলালো রবসন।

ওয়াটকিনস আবার বললো, 'এখন আমারদলে আসতে চাইছো—পরিণাম জেনেও?'

'হ্যাঁ।'

'মাসে তিরিশ ডলার পাবে, থাকা-খাওয়া ফ্রি,' বললো ওয়াটকিনস, 'রাজি?'

'রাজি।'

এবার পিকেটের সঙ্গে কথা বললো ওয়াটকিনস, 'তুমি বললে ওকে কাজ দিতে পারি, অরভিল।'

পিকেটের বিমর্ষ চেহারায় বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠলো, রবসনের দিকে

তাকালো সে। 'ডেপুটির ব্যাজ বুকে না আঁটার মতো বুদ্ধি-বিবেচনা, আছে ওর, এটুকু বলতে পারি, বার-স্টির‍্যাপে ওর মতো দুটি লোক পাবে না তুমি।'

সূক্ষ্ম হাসলো বেন ওয়াটকিনস, মার্শাল আর রবসনের দিকে তাকালো। 'ঠিক আছে, রবসন, এখন থেকে তুমি আমার লোক।'

ছয়

শহর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে এগোলো ওরা চারজন : ওয়াটকিনস, রবসন, মারটেল আর রিডেল, জোর কদমে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। সামনে খোলা প্রান্তর, এখানে ওখানে গাছে-ছাওয়া বেঁটে রিজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, কখনো কখনো অগভীর উপত্যকা চোখে পড়ে। পাশাপাশি রয়েছে ওরা। ওয়াটকিনসের পাশে কিনারে চলছে রবসন। হঠাৎ হঠাৎ ইশারায় এটা-ওটা দেখাচ্ছে ওয়াটকিনস। বার-স্টির‍্যাপ র‍্যাঞ্চের চিহ্নহীন সীমানায় পৌঁছে ঘোড়া থামালো ওয়াটকিনস, রবসনকে তার রেঞ্জ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলো।

'সিলভার ক্রিক রেঞ্জ কোথায়?' ওয়াটকিনসের কথা শেষ হলে জানতে চাইলো রবসন।

জবাব দেয়ার সময় নিষ্প্রভ হয়ে গেল ওয়াটকিনসের চেহারা। পশ্চিমে পর্বতমালার কোল ঘেঁষে একটা দীর্ঘ উপত্যকা রয়েছে। চমৎকার জায়গা, ওখানকার লোনা ঘাস প্রচণ্ড শীতের পর গরুগুলোর জন্যে টনিকের কাজ করে। যতই তুষারপাত হোক, সিলভার ক্রিক রেঞ্জ বরফ-চাপা পড়ে না। ফলে শীতে ওখানে গরু চরানো যায়, তবে এলাকার র‍্যাঞ্চাররা মিলে কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে গরু চর‍্যানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো।

'আমি র‍্যাঞ্চ বড় করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর,' আস্তে করে বললো ওয়াটকিনস, 'পুরো উপত্যকাটা পেতে চেয়েছিলাম। ওটা সরকারী সম্পত্তি, তার ওপর বেশ বড়, এতদিন সবাই মিলে গরু চরিয়ে এসেছি, কারো সমস্যা হয়নি। ওই রেঞ্জের সবচেয়ে কাছে রয়েছি আমি, আর আমার প্রয়োজনও অন্যদের তুলনায় বেশি, তাই আশপাশের র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে আপস আলোচনার পর কিনে নিয়েছিলাম জায়গাটা, অবশ্যই দলিলপত্র ছাড়া। দু-একজন বাদে সবাই আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলো, যারা রাজি হয়নি তাদের গলায় ধরিনি আমি। তারপর আচমকা নাক গলিয়ে বসলো লুকাস মিল, শুধু তাই নয় কিছু নেস্টরও জড়ো করলো সে আমার বিরুদ্ধে, নিজের মতলব হাসিল করার জন্যে।'

এ-পর্যন্ত বলে ক্রোধে ফুঁসে উঠলো ওয়াটকিনস। পল রবসন লক্ষ্য করলো, স্যাডলহর্নের ওপর বারবার হাত মুঠি পাকাচ্ছে সে। 'আগের সমঝোতার কথা বোঝাবার চেষ্টা করলাম লুকাসকে, কিন্তু সে এসবের পরোয়া করে না। সিলভার ক্রিক রেঞ্জের ওপর আমার মালিকানা নাকি কোনোদিনই মেনে নেয়নি সে। সরকারী জায়গা, তারও ব্যবহার করার অধিকার আছে। আপসরফার পক্ষের লোকদের একজোট কর-

লাম আমি, ওদের বুঝিয়েছি বাস্তবায়িত করা সম্ভব না হলে কোনো চুক্তিরই মূল্য নেই। এখন অবস্থা হলো সিলভার ক্রিক র‍্যাঞ্চের মালিক আমি হলেও ওখানে মিলের গরুই চরছে। তবে মনে হয় এবার একটা ব্যবস্থা নেয়া যাবে, হয়তো আজ রাতেই।'

বার-ট্রিরাপে পৌছার আগে আর রাতের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু খুলে বললো না কেন ওয়াটকিনস। র‍্যাঞ্চ হাউসটা আসলে এক কামরার একটা লম্বা ঘর, ওটার দক্ষিণ প্রান্তে বাংকহাউস; ফাঁকা এলাকার সীমানায়, উত্তরে গোটা কয়েক ছাপরা আর কোরাল। ঘরের পেছন দিকের সমস্ত গাছপালা কেটে অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। পিরিচ আকৃতির একটা উপত্যকায় অবস্থিত র‍্যাঞ্চ হাউসটা, উপত্যকার মাঝখানে ক্রিক, ওটার ওপর আনাড়ি হাতে তৈরি ব্রিজ।

রবসন আশপাশে নজর বোলাচ্ছে দেখে ওয়াটকিনস বললো, 'আহামরি কিছু নয়, ছোটখাট র‍্যাঞ্চ।'

'তার মানে প্যালেসের ওরা কেউই তোমার লোক নয়?' জানতে চাইলো রবসন।

'বিপদের সময় বন্ধু-বান্ধবদের ওপর নির্ভর করতে হয়,' বললো ওয়াটকিনস, 'আমার বন্ধুরা সঙ্গে গিয়েছিলো আজ।'

আসন্ন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রিডেল আর মারটেলের দেখাদেখি ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খসালো রবসন। আস্তে আস্তে যেন ওয়াট-কিনসের অবস্থা বুঝতে পারছে। নিজের সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করছে র‍্যাঞ্চার, তার আয়ের পুরোটাই হয়তো জমি আর গরু কিনতে শেষ হয়ে গেছে, ফলে তার হাতে এখন লড়াই চালানোর মতো অর্থ বা লোক কোনোটাই নেই, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীদের সাহায্যের ওপর

নির্ভর করতে হচ্ছে। ওই লোকগুলো, পিকেটের ভাষ্য অনুযায়ী, একটা পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে, নেতার কথায় চলতে হচ্ছে তাদের।

অপরিচিত বলেই ওকে চাকরি দেয়া হয়েছে, ভাবলো রবসন। একজন র‍্যাঞ্চার যখন কাউকে কাজে নেয় তার পূর্ণ আনুগত্য এমনকি আত্মা পর্যন্ত কিনে নেয় সে। ওয়াটকিনসের এই মুহূর্তে অনেক লোক দরকার, রব-সনের মতো, যারা লড়াই করবে কিন্তু পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে অস্থির হবে না—প্রতিবেশীদের বেলায় যেটা ঘটছে। ওর সঙ্গে ওয়াট-কিনসের সম্পর্ক পুরোপুরি ব্যবসায়িক। একজন বন্দুকবাজ ভাড়া করে-ছে ওয়াটকিন্স।

তাতে অবশ্য রবসনের অসুবিধে নেই, যদিও জানে ওয়াটকিনস কিংবা বার-ট্রিরাপ রাইডারদের আস্থা অর্জন করতে প্রচুর সময় লাগবে ওর। ওর নামটা সতর্ক করে তুলছে এখানকার সবাইকে। রবসন লক্ষ্য করেছে রিডেল আর মারটেল মুখে না বললেও ওর উপস্থিতি মেনে নিতে পারছে না। ওরা হয়তো ভাবছে, হঠাৎ করে কি উদ্দেশ্যে হাজির হলো ম্যাথু রবসনের ভাই? ওকে সহজে বিশ্বাস করবে না। তবু এভাবেই থাকতে হবে এখানে, নইলে শিফলিনদের খোঁজ করা যাবে না।

রবসনের আগেই ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খসালো রিডেল আর মারটেল, নিঃশব্দে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হয়তো এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু রবসনের মনে হলো ওরা যেন উপেক্ষা করার চেষ্টা করছে ওকে। র‍্যাঞ্চের সবার তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করেই কি উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে? ভাবলো রবসন; সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ দোলা দিলো মনে: ও যাকে খুঁজছে ওয়াটকিনসই সেই লোক? চট করে সন্দেহটা দূর করে দিলো ও। রাসলিং-ব্যবসা পরিচালনা করার

মতো অবস্থা নেই এই আউটফিটের। একা র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে পা বাড়ালো ও।

প্রকাণ্ড কামরায় এক কোণে ডেস্ক বসিয়েছে ওয়াটকিনস, এছাড়া রান্নাঘরের দরজার কাছে রয়েছে লম্বা টেবিল। মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে স্যাডল, লাগাম, ব্র্যাকেট, দড়ি, স্লিকার, বাক্স ইত্যাদি নানান জিনিস। আসবাব বলতে আর আছে দুটো র-হাইড ইজি চেয়ার।

ইতিমধ্যে ডেস্কে গিয়ে বসেছে ওয়াটকিনস, মোমবাতির আলোয় কি যেন লিখছে। লম্বা টেবিলের ওপর লণ্ঠন রাখা, সাপার দেয়া হচ্ছে টেবিলে। রান্নাঘরে বুড়ো মতো একলোকের আবছা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। খানিক পর পর এটা-সেটা এনে টেবিলে রাখছে, কৌতূহলী চোখে দেখছে রবসনকে।

শহরে কেনা কার্তুজের বাক্সগুলো ব্যাগ থেকে বের করে ওঅল-র‍্যাকে তুলে রাখছে রিডেল। মুখ তুলে বাবুর্চির দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'জেসি, এ হচ্ছে রবসন, নতুন লোক।'

রবসনের ওপর নজর রাখলো রিডেল। মাথা দোলালো রবসন। জবাবে বাবুর্চিও মাথা দোলালো, তার বসন্ত-দাগ চেহারায় কৌতূহল ফুটে উঠলো, লুকানোর চেষ্টা করলো না। বেঞ্চ-টেঞ্চ থেকে রাইফেল ইত্যাদি তুলে কামরার পেছন দিকে একটা র‍্যাকে সাজিয়ে রাখছে মারটেল।

কিছুক্ষণ পর বাবুর্চি জানালো খাবার দেয়া হয়েছে। মুখ না তুলেই ওয়াটকিনস বললো, 'তোমরা শুরু করে দাও।'

ওরা খেতে শুরু করার বেশ কিছুক্ষণ পর ডেস্ক ছেড়ে উঠে এলো ওয়াটকিনস, ওদের সঙ্গে যোগ দিলো। রিডেলের থালার পাশে তিনটা চিরকুট ফেলে বললো, 'খাওয়া-দাওয়ার পর গেন্ডিং সিসন

আর ব্রেইডের হাতে পৌঁছে দেবে এগুলো। ওরা হয় আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে নইলে শত্রু হয়ে যাবে।'

খাবার থেকে মুখ তুলে তাকালো মারটেল, ওর গম্ভীর চেহারায় কৌতূহল। 'আজ রাতেই ওদের দেখা করতে বলছো নাকি?'

'হ্যাঁ,' বললো ওয়াটকিনস।

মাথা নাড়লো মারটেল। 'ওদের একজন ঠিকই লুকাসকে জানিয়ে দেবে।'

'তবু কিছু করতে পারবে না লুকাস,' বললো ওয়াটকিনস, এক মনে খেতে শুরু করলো এবার। বাবুর্চি এসে যখন টেবিলের একপ্রান্তে বসলো মুখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত।

আড়চোখে ওদের জরিপ করার ফাঁকে রবসন ভাবলো বিচিত্র সব লোক জড়ো হয়েছে এখানে। মারটেলকে স্থির স্বভাবের লোক বলেই মনে হয়, বিশ্বস্ত, তবে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা নেই। বিধ্বস্ত চেহারার জেসি সম্ভবত এই আউটফিটের সবচেয়ে পুরোনো লোক, এখন রান্নাঘরের দায়িত্ব বর্তেছে কাঁধে। রিডেলকে বোঝা কঠিন, ছোটখাট গড়নের মানুষ, দেখে মনে হয় একা একা বুদ্ধি নড়াচড়া করতে পারে না। এরা কেউই রেঞ্জ-ওঅর চালানোর উপযুক্ত নয়। অথচ আজ রাতেই যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছে ওয়াটকিনস।

খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় রবসনকে ওয়াটকিনস বললো, 'মারটেল আর আমার সঙ্গে তুমিও যাচ্ছো, রবসন।'

অবাক হলো না রবসন।

লক্ষ্য করলো খেতে খেতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে র‍্যাঞ্চার, প্লেটের কিনারার দিকে তাকাচ্ছে, তার মানে এখনো মনস্থির করতে পারেনি সে। খানিক পর সে যখন মারটেলকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো,

রবসন বুঝলো ওর অনুমান ভুল হয়নি।

'সিলভার ক্রিকে ওয়্যাগন-হ্যামারের গরুগুলো ঠিক কোথায় আছে খোঁজ নিয়েছো?'

'শহরে শুনলাম, রেঞ্জের উত্তর সীমানায় নাকি চরছে ওগুলো, ঠিক যেখানে আমাদের দরকার।'

মাথা দোলালো ওয়াটকিনস। 'হুম। আমিও তাই শুনেছি। তাই হবে।' ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো তার, জানতে চাইলো, 'লুকাসের কজন লোক গরু পাহারা দিচ্ছে জানো?'

'চার।'

মারটেলের কথা যেন শোনেনি, চট করে ওয়াটকিনস আবার বললো, 'বিপদের আশঙ্কা করছে এমন একজন লোকের গরু পাহারা দেয়ার জন্যে নগণ্য, অথচ, সন্দেহ নেই, বিপদের আশঙ্কা করছে সে।'

খাওয়া বন্ধ করে কাঁটাচামচ নামিয়ে রাখলো মারটেল। 'আমি হলে আর এগোতাম না। কেমন যেন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।'

পলকের জন্যে ওর দিকে তাকালো ওয়াটকিনস, তারপর আবার খাওয়ায় মন দিলো।

'সিলভার ক্রিক রেঞ্জে এতদিন গরু চরাচ্ছে লুকাস মিল,' আবার বললো মারটেল, 'বিপজ্জনক জায়গাগুলো তার চেনার কথা। জলাটার কথা সে জানে না এমন হতে পারে না, নিজের চোখে ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডারদের ওখান থেকে গরু বাছুর উদ্ধার করতে দেখেছি আমি। মিল যদি বিপদের আশঙ্কা করে থাকে গরুর পাল স্ট্যামপিড করার জন্যে জলার কাছে ছেড়ে দিতে যাবে কেন—যদি আর কোনো মতলব না থাকে? জেনে শুনে বিপদে পড়ার বান্দা মিল নয়।'

'টোপ ফেলেছে সে, বেন,' প্লেট থেকে চোখ না সরিয়েই বললো

জেসি।

'হতে পারে,' সায় দিলো ওয়াটকিনস, 'দেখা যাক।'

শুষ্ক কণ্ঠে জেসি আবার বললো, 'ছোট আউটফিটগুলোকে দলে রাখার মতো কথা হলো না এটা, বেন।'

'কেন?'

'লুকাস যদি সত্যি টোপ ফেলে থাকে কেউ না কেউ আঘাত পাবেই এবং সেই আঘাত মারাত্মক হতে পারে। প্রতিবেশীরা আহত হলে আর সহজে তোমার সঙ্গে থাকতে চাইবে না।'

খাওয়া শেষ করে পাইপে তামাক ভরছিলো পল রবসন, ওদের আলোচনা শুনছে। বুঝতে পারছে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে ওয়াটকিনসের মনে। আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াই হয়তো বার-স্টির‍্যাপের রেয়াজ। কিন্তু আজ, বুঝতে পারছে রবসন, সবার মতামত অগ্রাহ্য করবে ওয়াটকিনস।

প্লেট হাতে করে উঠে দাঁড়ালো জেসি, এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে, দোরগোড়ায় থেমে ওয়াটকিনসকে বললো, 'এই লড়াইতে বিজয়ীপক্ষের প্রচুর লোক প্রাণ হারাবে আর যে হারবে তার পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো বন্ধু থাকবে না। এইসব ঘটনা তো কম দেখিনি।'

এক মুহূর্ত ভাবলো ওয়াটকিনস, তারপর আবার খেতে শুরু করলো। রিডেলকে বললো, 'যা বললাম করো।'

'নিশ্চয়ই,' বললো রিডেল, 'বললে সব গরু চুরি করে নিয়ে আসতে পারি আমি।'

খাওয়া শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দাঁত খোলাল শুরু করলো রিডেল। টেবিল থেকে চিরকুটগুলো তুলে পকেটে রাখলো।

হঠাৎ রবসনের দিকে তাকালো ওয়াটকিনস। 'তোমার কি মনে হয়, রবসন?' জানতে চাইলো।

'ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্ট নয় আমার কাছে,' বললো রবসন।

'সিলভার ক্রিক রেঞ্জের দক্ষিণ কোণে একটা জলাভূমি আছে,' বললো বেন ওয়াটকিনস, 'ওটার কাছেই এখন গরু চরাচ্ছে লুকাস মিল, চারজন মাত্র লোক রয়েছে পাহারায়। আমি ভাবছি আজ রাতেই দলবল নিয়ে স্ট্যাম্পিড করতে যাবো গরুর পালটা, ফেলে দেবো ওই জলায়। আমাদের কপাল ভালো থাকলে, কমপক্ষে অর্ধেক গরু অক্কা পাবে মিলের। তারপর সকালে যখন ওর লোকেরা গরু উদ্ধারে ব্যস্ত থাকবে সেই সুযোগে ওদের সিলভার ক্রিক থেকে দূর করে দেবো। কেমন বুঝছো পরিকল্পনাটা?'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি এমন কিছু করো, এটাই চাইছে লুকাস মিল,' বললো রবসন।

কাঁটাচামচ নামিয়ে রাখলো ওয়াটকিনস। 'কেন বলো তো?'

কাঁধ ঝাঁকালো রবসন। 'আমার পক্ষে সঠিক বলা সম্ভব নয়। কারণ এখানে আমি একেবারে নতুন।'

'তবু বলো,' বললো ওয়াটকিনস, 'আমি শুনতে চাই লুকাস কেন সেধে তার গরু স্ট্যাম্পিড করাতে চাইবে।'

রবসন বললো, 'হয়তো তুমি ওদিকে স্ট্যাম্পিড করার সময় লোকজন নিয়ে তোমার গরু ছিনতাই করার কথা ভাবছে সে,' একটু থামলো ও, তারপর আবার বললো, 'যাদের চিরকুট পাঠাচ্ছো তাদের একজন মিলের কাছে খবর পৌঁছে দেবে—ঠিক?'

'মনে তো হয়। আর কেউ না যাক সিসন যাবে,' ধীর কণ্ঠে বললো ওয়াটকিনস।

'তো, প্রমাণ হিসাবে এমন কিছুই দরকার মিলের। লিখিত প্রমাণ—ঝামেলা বাধানোর উদ্দেশ্যে লোকজন জড়ো করার চেষ্টা করছো তুমি। এখন তোমাকে আরো জটিল একটা ঝামেলায় ফেলতে পারলেই আর কিছু লাগবে না ওর। সিসন দুপক্ষের কাছ থেকে সব শোনার পর মিল সোজা বলে দেবে সব দোষ তোমার। প্রতিশোধ নিয়েছে বলে কেউ দোষ দেবে না তাকে।'

রান্নাঘরের দরজা থেকে জেসি বললো, 'এ দেখা যাচ্ছে মিলের চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে।'

'এমন কিছুই ঘটবে জানছো কিভাবে?' বিভ্রান্ত কণ্ঠে আস্তে আস্তে জানতে চাইলো বেন ওয়াটকিনস।

কাঁধ ঝাঁকালো রবসন। 'ঘটবেই, তা বলছি না। তবে আমি হলে ঠিক এই কাজটাই করতাম। যথেষ্ট পাহারার ব্যবস্থা না করেই জলার কাছে গরু রেখেছে লুকাস মিল, সহজ শিকার, স্বভাবতই সদলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা তোমার। এবং এই সুযোগে নিজস্ব লোকজন নিয়ে তোমার গরু ছিনতাইয়ের চেষ্টা করবে সে, হয়তো তারপর মেরে ফেলবে।'

এবার চেয়ারে হেলান দিলো ওয়াটকিনস, চিন্তিত চেহারায় সিগারেট রোল করতে শুরু করলো।

আশান্বিত চেহারায় তাকে জরিপ করছিলো মারটেল, সে বললো, 'আমাদের ব্রাশ ক্রিক লাইন ক্যাম্পে এখন নোলান একা পাহারা দিচ্ছে। মিলের বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠবে না সে।'

ওর কথা গ্রাহ্য করলো না ওয়াটকিনস, রবসনকে বললো, 'তুমি কি পাল্টা ব্যবস্থার পরামর্শ দাও?'

'যথারীতি চিরকুটগুলো পাঠিয়ে মিলের কাছে খবর পৌঁছা পর্যন্ত

অপেক্ষা করতাম আমি, তারপর সিলভার ক্রিকের বদলে নিজের গরু পাহারা দিতে চলে যেতাম। মিল হামলা করলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম।'

টেবিলে ওপর সিগারেটটা পিষে নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালো ওয়াটকিনস। 'ঠিক বলেছো। ঠিক তাই করবে লুকাস এবং আমি অপেক্ষা করবো তার জন্যে।' সমীহের দৃষ্টিতে রবসনের দিকে তাকালো সে। 'একটা কারণে ধন্যবাদ দিই আমি মিলকে,' বললো গম্ভীর কণ্ঠে, হাসির আভাস ঠোঁটে, 'তোমাকে দলে নেয়নি সে।'

সবার আগে সিসনকে চিরকুট পৌঁছে দিতে রিডেলকে নির্দেশ দিলো ওয়াটকিনস। কাছের তিনজন ক্যাটলম্যানকে ডেকে আনার দায়িত্ব দেয়া হলো মারটেলকে, ওদের সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে ওয়াটকিনস। নোলানের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে ব্রুশ ক্রিক লাইনে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। নোলান বার-স্টির‍্যাপের অবশিষ্ট কাউহ্যাণ্ড। র‍্যাঞ্চহাউস পাহারা দিতে বলা হলো জেসিকে।

কোরালে সবার আগে স্যাডলে চাপলো বেন ওয়াটকিনস, লণ্ঠন হাতে দাঁড়ানো রিডেলের কাছে এলো। 'চিরকুট পৌঁছে সোজা এখানে আসবে তুমি, তারপর জেসিকে নিয়ে লাইন ক্যাম্পে চলে যাবে। বেশি করে কার্তুজ নেবে সঙ্গে।'

সাত

র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনের জঙ্গলে ঢুকে পড়লো ওয়াটকিনস আর রবসন। সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেছে ওয়াটকিনস, দ্রুত এগোচ্ছে এখন। প্রায় ডজনখানেক খোলা মাঠ আর গাছে-ছাওয়া রিজ পেরিয়ে ঘোড়াগুলোকে খানিকটা দম দেয়ার জন্যে থামলো ওরা। এরপর আর কোনো দিকে তাকালো না ওয়াটকিনস। ক্রমশ উচ্চতা বাড়ছে, পাহাড়ের পাদদেশে জমি এখন এবড়োখেবড়ো, একটা ক্রিক বরাবর এগোলো দুজন, সহজ হলো ওপরে ওঠা।

ক্রিকটা যেখানে একটা সমতলে মুখ খুলেছে সেখানে এসে আবার থামলো ওয়াটকিনস, হাতের ইশারায় থামালো রবসনকে। কান খাড়া করলো ওরা। রবসনই আগে শুনতে পেলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। ক্রিকের পাড়ের ঝোপে লুকালো ওয়াটকিনস, কাছের গাছপালার মধ্যে গা ঢাকা দিলো রবসন।

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, তারপর তিনজন রাইডারকে ক্রিক অতিক্রম করতে দেখলো ওরা। শেষের ঘোড়াটা পানি খাওয়ার জন্যে থামতে চাইলো, কিন্তু সওয়ারীর খিস্তি আর লাগামের টানে বাকি

ছুটোকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলো। অচিরেই গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা।

মুখ দিয়ে অস্পষ্ট শব্দ করলো ওয়াটকিনস। ক্রিক বরাবর আবার এগোলো ওরা। ক্রমশ খাড়া হতে শুরু করেছে ক্রিকের পাড়, টিলা-গুলো এখন অনেক কাছে। গাছপালার ভেতর দিয়ে কোনাকুনিভাবে চলে যাওয়া একটা পথ ধরে ওপরে উঠতে শুরু করলো ওয়াটকিনস, একটা খোলা মাঠের সীমানায় এসে দাঁড়ালো অবশেষে। মাঠের কিনারা বরাবর এগোলো ওয়াটকিনস, একটা আলো চোখে পড়লে সেদিকে ঘোড়া ফেরালো। অন্ধকারে ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে এদিকওদিক ছুটে পালালো কয়েকটা গরু।

নোলান বোধ হয় আগেই ওদের আগমন টের পেয়েছে, কেবিনের কাছে যাবার আগেই নিভে গেল আলোটা। ওয়াটকিনসের ডাক শুনে বেরিয়ে এলো কাউহ্যাণ্ড।

'কোনো ঝামেলা?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'বিরাট। এ রবসন, আমাদের নতুন লোক।' ওরা করমর্দন করার পর ওয়াটকিনস আবার বললো, 'ঘোড়ায় স্যাডল চাপাও, নোলান।'

কি করতে হবে জানে এখন ওয়াটকিনস। তার প্রশ্নের জবাবে নোলান জানালো গরুগুলো এখন সিল্ট 'লক'-এর ওখানে আছে, শিগগিরই ওখান থেকে আরো উঁচুতে নেয়ার কথা ভাবছে সে।

'লিক-এর কাছেপিঠে অপরিচিত কোনো ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়েছে তোমার?' জানতে চাইলো ওয়াটকিনস।

'হ্যাঁ, গতকাল টাটকা ছাপ দেখেছি,' অনুত্তেজিত কিন্তু উষ্ণ কণ্ঠে জানালো নোলান। রবসন ভাবলো, এমন নিকষ কালো অন্ধকার না থাকলে ভালো হতো—লোকটার চেহারা ভালো করে দেখার সুযোগ

মিলতো। বলার আগেই সব কিছু বুঝে নেয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ওর।

লোকজন আসা পর্যন্ত হয়তো অপেক্ষা করা যাবে না বলে ভাবলো ওয়াটকিনস কিংবা ওদের কথা সে ভুলে গেছে, জোর কদমে উত্তর-পুবে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ওরা। একটা রিজের চূড়া থেকে নিচের দিকে চলে গেছে একটা ক্রিক, ওটার পাশে রাশ টানলো ওয়াটকিনস।

'ওরা কি করতে পারে, নোলান?'

'আমি নিজে হলে কি করতাম বলতে পারি,' আস্তে করে বললো নোলান। 'সল্ট বেসিনের ওপর দিককার সীমানার মুখের কাছে আছে এখন গরুগুলো। ওদের একলাইনে দাবড়ে নিয়ে যেতাম তিনমাইল দূরে কপার ক্যানিয়নের বিরান অঞ্চলে। অবশ্য কাজটা সম্ভব নয় বলে আমার বিশ্বাস। কারণ গরুর দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে চাইবে। তো আমার মনে হয় লুকাস বেসিনের উত্তর দিকের রিজটার ওপর থেকে ওদের নিচের গ্যালিতে ফেলে দিতে চাইবে। ব্রুশ ক্রিক গ্যালিটা তেমন গভীর না হলেও বড়সড় একটা পাল গড়িয়ে পড়ার পর বিরাট এক স্তূপ হয়ে যাবে। কিছু গরু যদি বাঁচেও জীবনের জন্যে খোঁড়া হয়ে যাবে—খোঁড়া গরুর চেয়ে মরা গরুই ভালো।'

'চলো, তাহলে এগোনো যাক,' বললো ওয়াটকিনস।

ছড়ানো ছিটানো গাছপালার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোলো নোলান, একটা অনুচ্চ হগব্যাকের পাদদেশে পৌঁছুলো ওরা, তারপর কোনাকুনিভাবে ঢাল বেয়ে পোয়ামাইলটাক পথ অতিক্রম করলো, বাঁক নিয়ে উঠতে শুরু করলো রিজের ঢাল বেয়ে। রিজের চূড়া থেকে সল্ট বেসিনের ঢালু বিস্তার দেখতে পেলো ওরা। ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে আর সময় পাওয়া গেল না। আচমকা ঢালের উল্টোদিক

থেকে বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ ভেসে এলো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিচের হগব্যাকের পাদদেশের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন রাইডার, নিশ্চিন্তে উত্তরে এগোলো। এক-লাইনে চলছে তারা। অন্ধকারে সামনের মাঠটাকে অস্পষ্ট কিন্তু মসৃণ দেখাচ্ছে; ওদিকে উত্তর-পশ্চিমে উঁচু হয়ে যাওয়া একটা ঘাসে ঢাকা উঁচু সমতল অন্ধকার দিগন্তে মিশে গেছে।

এইবার অসংখ্য গরুর ছুটন্ত খুরের শব্দ কানে এলো ওদের।

'একটু পরেই আরো জোরালো হয়ে উঠবে শব্দটা,' রবসন নয়, ওয়াটকিনসের উদ্দেশে বললো নোলান। 'ঢাল বেয়ে এইদিকেই আসছে গরুগুলো। মিলের রাইডাররা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওদের উত্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। এখন আমাদের দেখতে হবে যাতে ওরা সামনের সারির গরুগুলোর কাছে আসতে না পারে, তাহলেই ওদের উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবে, ব্যাটাদের আওতার বাইরে থেকে সরাসরি সল্ট বেসিনে চলে যেতে পারবে গরুগুলো।'

'জায়গা বেছে নাও, রবসন,' বললো ওয়াটকিনস, ঘোড়া নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো।

ওদের পিছু পিছু সমতলে নেমে এলো পল রবসন, তারপর চট করে বাঁক নিয়ে কোনাকুনিভাবে উত্তরে খুরের শব্দের সঙ্গে সমকোণে সামনে এগোলো। স্পার দাবালো গ্রে-র পেটে। গরুর স্রোতের উল্টোদিকে যেতে পারলে লুকাস যাতে গরুগুলোকে দিক বদল করতে বাধ্য করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা যাবে।

প্রথম গুলির শব্দ শুনতে পেলো রবসন, মাটি কাঁপানো খুরের শব্দ ছাপিয়ে কানে আঘাত করলো শিসের মতো আওয়াজটা। সম্ভবত ওয়াটকিনস গুলি করেছে, ভাবলো রবসন। ওয়াটকিনসের মতো

লোকেরা প্রয়োজনের সময় সাহসের সঙ্গে প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়ায়, পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করে না।

এবার সামনে গোলাগুলির ঝলকানি দেখতে পেলো রবসন, পাঁই করে ঘোড়া ঘোরালো ও। সবচেয়ে সামনের গরুগুলোর আবছা অবয়ব দেখা গেল অন্ধকারে। ওদের দিকে এগোলো রবসন। গতিপথ অনুমান করতে ভুল হয়নি দেখে স্বস্তি বোধ করছে।

ছুটন্ত গরুগুলোর সমান গতিতে পৌঁছুতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগলো গ্রে-র, কমে এলো মাঝখানের দূরত্ব। আরো জোরে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবালো রবসন। একেবারে সামনে দশবারোটা গরু একলাইনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। সর্দারটার দিকে তাকালো রবসন, ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে সিক্স-গুটার।

আচমকা গরুগুলোর ওপাশ থেকে গুলি চালালো এক রাইডার। ভয় পেয়ে রবসনের দিকে ঘুরলো গরুগুলো। পর পর তিনবার গুলি করলো রবসন, সামনের বাছুরগুলোর দিকে। আতঙ্কের কাছে আগেই বশ মেনেছে তারা, আবার আগের পথ ধরলো। আবার পিস্তল তাক করলো রবসন, গরুগুলোর ওপাশে ছুটন্ত ছায়ামূর্তির উদ্দেশে গুলি চালালো। গগনবিদারী চিৎকার কানে এলো ওর। খিস্তি করে উঠলো লোকটা। তারপর কেবল ছুটন্ত গরুর খুরের শব্দ, স্রোতের মতো ছুটছে গরুগুলো, প্রতিপক্ষের মাটিতে পড়ে যাওয়া ঘোড়াটা পিষ্ট হতে লাগলো ওদের পায়ের নিচে।

পিস্তলে দ্রুত গুলি ভরে সামনের বাছুরগুলোর একপাশে আবার গুলি করলো রবসন। ফের দূরে সরে যেতে শুরু করলো ওরা। মুখ তুলে তাকিয়ে কাছেই হগব্যাকের আবছা কাঠামো দেখতে পেলো রবসন, গরুরপালের ওপাশে। ঘোড়াকে সামলে নিলো ও, সরিয়ে

আনলো একপাশে। ওর প্রায় গা ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে এখন গরুগুলো, সামনে কোনো বাধা নেই।

রবসনের পেছনে অন্ধকারে হাজির হলো এক ঘোড়সওয়ার।

'আগেও এই কাজ করেছো তুমি।'

নোলান। রবসন কিছু বলার আগেই সে আবার বললো, 'ওদিকে আছে কেন।'

গরুর পালের উল্টোদিকে এগোলো দুজন। শিগগিরই ওদের পেরিয়ে গেল গরুর দল। ওদের খুরের ক্রমশ মিইয়ে আসা শব্দের মাঝে সামনে বেশ খানিকটা দূর থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো।

ঘাসের সমুদ্রে অসংখ্য গাছ আর ঝোপের একটা 'দ্বীপ' দেখতে পেলো রবসন। ওটার সীমানা থেকে কয়েকজন লোক ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ছে। খানিকটা তফাতে আর একটা গাঢ় অবয়ব, গুলি আসছে সেদিক থেকেও। বোধ হয় ওয়াটকিনস, ভাবলো রবসন।

ঘোড়া ঘোরালো নোলান। রবসন বললো, 'ওরা যাতে ফাঁকায় আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে চাই আমি।'

হাসলো নোলান। 'কিন্তু আসবে। এসো চেষ্টা করে দেখা যাক।'

বড় একটা চক্কর দিয়ে গাছপালায় ভরা 'দ্বীপ'টার পেছনে চলে এলো ওরা, পায়ের নিচের নরম ঘাস আর গুলির শব্দে ওদের এগো-নোর আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। খানিকটা সরে গিয়ে ঝোপ লক্ষ্য করে ক্রমাগত গুলি চালাতে শুরু করলো নোলান।

যেখানে ছিলো সেখান থেকেই হামলা চালালো রবসন।

এক লাফে ঘন ঝোপে ঢুকে পড়লো ওর গ্রে। কাছেই কেউ একজন গুলি করছিলো, থেমে গেল সে, বিড়বিড় করে উঠলো। তারপর জোরালো হয়ে উঠলো গুলির আওয়াজ। গ্রে-কে ঘুরিয়ে গুলি

করতে করতে ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোলো রবসন। গুলি শেষ হয়ে গেল পিস্তলের, স্ক্যাবার্ড থেকে কারবাইন বের করে আড়াআড়িভাবে স্যাডলের ওপর রাখতে গেল, কিন্তু ঘন ঝোপে আটকে যাচ্ছে দেখে বাধ্য হলো আবার খাপে ঢোকাতে।

হঠাৎ ডান দিকে গলার আওয়াজ পেলো রবসন, চট করে ঘোড়া থামালো ও।

'ইশ! ইশ!'

এই কণ্ঠস্বর ওর চেনা, ভুল হবার নয়।

স্যাডলে আড়ষ্ট হয়ে গেল রবসন। নরমা কারটিন!

অন্ধকারে আবার কথা বলে উঠলো মেয়েটা, 'আমাদের সাহায্য করার মতো কি কেউ নেই?'

স্যাডল থেকে নেমে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোলো রবসন। একটু পরেই একটা ঘোড়ার মাটিতে পা ঠোকার শব্দ পেলো, অনেক কাছে।

আরো কয়েক গজ এগোলো রবসন, এবার দেখতে পেলো ঘোড়াটা, ওটার লাগাম ধরে ফেললো। প্রায় ওর পাশ নরমা জানতে চাইলো, 'কে তুমি?'

'নির্বোধ মেয়ে!' ভারি গলায় বললো রবসন, 'জলদি ভাগো এখান থেকে!'

সামান্য নীরবতা, তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে নরমা বললো, 'তুমি!'

ওয়াটকিনসের গুলির তোড় আরো বেড়েছে। ঝোপ থেকে যারা পালানোর চেষ্টা করছে তাদের উদ্দেশে গুলি করছে সে।

'কিন্তু আমার যে সাহায্য দরকার!' আবেদন ঝরে পড়লো নর-মার কণ্ঠে, 'গুলি লেগেছে ওর!'

পায়ের কাছে খসখসে শব্দ শুনতে পেলো রবসন। সহজাত প্রবৃত্তির

বশেই চট করে সরে গেল ও। পরক্ষণে মাত্র গজ খানেক দূরে গর্জে উঠলো পিস্তল। ওর কাছে ঝোপের মেঝেয় বিঁধলো একটা গুলি।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো রবসন, ঘোড়াটার পায়ের কাছে একটা বন্দুকের নাগাল পেলো, ঝটকা মেরে ছিনিয়ে নিলো ওটা, তারপর জাপ্টে ধরলো লোকটাকে, তার মুখের অবস্থান আন্দাজ করে সজোরে একটা ঘুসি মারলো, জ্ঞান হারালো লোকটা। সোজা হয়ে দাঁড়ালো রবসন, হাঁপাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো ও।

'ওর জন্যেই যেতে আপত্তি করছিলে?'

'হ্যা,' বললো নরমা, 'তোমার গায়ে গুলি লাগেনি তো?'

রবসন শুধু বললো, 'লাগামটা একটু ধরো।'

উবু হয়ে মাটিতে শায়িত নিঃসাড় দেহটা তুলে নিলো রবসন, অসম্ভব ভারি লাগছে। স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে লোকটাকে শুইয়ে দিলো ও, তারপর যাতে হড়কে পড়তে না পারে তার ব্যবস্থা করলো। এবার নরমাকে সামনে থেকে সরিয়ে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিলো, বেরিয়ে এলো ঝোপ থেকে।

'রবসন!' ঝোপের অন্যপাশ থেকে ডাকলো নোলান।

ওর পাশে চলে এসেছে নরমা, রবসন তাকে বললো, 'ওর চোটটা মারাত্মক হয়ে থাকলে সকাল পর্যন্ত জঙ্গলেই গা ঢাকা দিয়ে থেকো।'

'আচ্ছা,' মৃদু কণ্ঠে বললো মেয়েটা। 'লুকাস তোমাকে গুলি করেছে বলে আমি দুঃখিত। ও আসলে চিনে উঠতে পারেনি, সত্যি!'

'হুম,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন। স্যাডলে তোলার সময়ই শত্রুর পরিচয় আঁচ করতে পেরেছিলো, এবার নিশ্চিত হয়ে গেল। লুকাস মিল। নরমাকে পেছনে ফেলে আবার ঝোপে ঢুকলো রবসন, চিৎকার

করে ডাকলো, 'নোলান!'

পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিলো নোলান। নিজের ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে উঠে বসলো রবসন, বেরিয়ে গেল ঝোপ থেকে। বুঝতে পারছে ক্রোধে সারা শরীর কাঁপছে, অনেক চেষ্টায় নিজেকে শান্ত করলো ও। নোলানের কাছে এসে একসঙ্গে ওয়াটকিনসের দিকে এগোলো। ওয়াটকিনসের কাছে যখন পৌঁছুলো স্বাভাবিক হয়ে গেছে ওর চেহারা।

'বেশ উপভোগ্য হয়েছে ব্যাপারটা,' প্রশংসা মিশ্রিত কণ্ঠে বললো ওয়াটকিনস, 'আগাগোড়া।'

হাসলো নোলান। 'মোট কজন ছিলো ওরা?'

'ঝোপের মধ্যে পাঁচ—মোটমাট আটজন হবে। মিল ছিলো ওদের সঙ্গে। গলার আওয়াজ পেয়েছি আমি।'

নরমার কথা ভাবলো রবসন। মিলকে ভালোবাসে নরমা, দরকারের সময় বিশ্বস্ত প্রেমিকার মতো কাছে ছিলো। রবসন বুঝতে পারলো নরমার কথা কোনোমতেই ওয়াটকিনসকে বলা যাবে না, চেপে যেতে হবে ব্যাপারটা।

বিকেলে নরমার সঙ্গে ওর সাক্ষাতের কথা ভাবলো এবার রবসন। মেয়েটা তখন ওকে খুনে বন্দুকবাজ ভেবেছিলো, সন্দেহ নেই। হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হলো রবসনের। নরমা কারটিন লুকাসের প্রেমিকা। মিলের শত্রু ওয়াটকিনসকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করে সে, এবং রবসন যেহেতু বার-ক্রিয়্যাপের রাইডার—এবং খানিক আগে লুকাসকে আঘাত করেছে—এখন ওর প্রতি মেয়েটার ঘৃণা হবে আরো তীব্র। ঘটনাপ্রবাহ ওকে মেয়েটার শত্রুতে পরিণত করছে ভেবে মনে মনে খিস্তি করলো পল রবসন, পরক্ষণে ভাবলো ক্ষতি কি?

হঠাৎ খেয়াল হলো ওকে কি যেন জিজ্ঞেস করছে ওয়াটকিনস।

'কি বললে?' জানতে চাইলো ও।

'জানতে চাইছি ওরা গরু নিয়ে খাদে যেতে পেরেছে কিনা। গরু-গুলো কিভাবে ডাক ছাড়ছে শোনো।'

কান পাতলো রবসন, ঢালের দিক থেকে অস্পষ্ট আর্তনাদ শোনা যায়। এবার বুঝতে পারলো ও ব্যাপারটা।

'স্ট্যামপিডের সময় ওদের এক রাইডার পড়ে যায়,' বললো রবসন, 'ওর ওপর দিয়েই দৌড়েছে গরুগুলো, হয়তো কয়েকটার পা-টা ভেঙেছে।'

'তার মানে ব্যাটা অক্কা পেয়েছে। এখন ওরা তার লাশ নিতে ফিরে আসতে পারে,' বললো ওয়াটকিনস, 'আমরা কজন ছিলাম টের পাওয়ার আগেই কেটে পড়া দরকার।' এরপর স্বাভাবিক কণ্ঠে সে বললো, 'আমি চোট পেয়েছি, ঘোড়াটাও পালিয়েছে।'

আলো জ্বালানোর সাহস হলো না নোলানের, অন্ধকারে আন্দাজে ওয়াটকিনসের ক্ষত পরীক্ষা করলো। ঘাড় আর গলার সংযোগস্থলে মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে একটা গুলি। রক্ত বের হচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে, তবে মারাত্মক কিছু নয়। রুমাল দিয়ে যতটা সম্ভব ভালো করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো নোলান। নিজের ঘোড়ায় প্রথমে ওয়াটকিনসকে তুলে দিয়ে তারপর নিজে উঠে বসলো তার পেছনে।

রবসন বললো, 'গরুগুলোকে আহত অবস্থায় ফেলে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

'বাদ দাও,' বললো ওয়াটকিনস। 'একজন লোক কম দেখে একটু পরেই খোঁজ নিতে আসবে ব্যাটারা। তারাই মারবে সেগুলোকে। আমি চাইনা তুমি আবার ওখানে যাও, রবসন। বিপদ হতে পারে।'

নীরবে কেবিনের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটালো ওরা তিনজন।

আট

খানিকটা আলো ফোটার পর লুকাস মিলকে রেখে গাছপালার প্রান্তে এসে দাঁড়ালো নরমা। কালরাতের স্ট্যামপিডের জায়গাটা জরিপ করলো অল্পক্ষণ। ওর চেহারা থেকে উদ্বেগের ছাপ কিঞ্চিৎ অপসারিত হলো, কিন্তু লুকাসের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে গিয়ে সারারাত যা ধকল পোহাতে হয়েছে তার কথা ভুলতে পারলো না।

মিলের কাছে ফিরে আসার পর সে জানতে চাইলো, 'দেখলে কাউকে?'

ঘন বনভূমির মাঝখানে বয়ে যাওয়া ক্ষীণস্রোতা ক্রিকের পাড়ে পাথরের ওপর স্যিকার বিছিয়ে তার সঙ্গে ঠেস দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে লুকাস। মুখের একপাশ আর কান একটা কাপড়ে ঢাকা, অধৈর্য চেহারায় ওটা এক হাতে চেপে ধরে রেখেছে সে। থরথর করে কাঁপছে অবিরাম, কিছুতেই কাঁপুনি বন্ধ করতে পারছে না।

'ওদিকে পাথুরে টিবির কাছে কতগুলো গরু দেখলাম,' বললো নরমা, গম্ভীর চোখে জরিপ করছে লুকাস মিলকে।

'ঘোড়া নেই কোনো?'

'দেখিনি.' লুকাসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো নরমা। 'আগুন জ্বালি, লুকাস? ঠাণ্ডায় যে নীল হয়ে যাচ্ছো তুমি! এখানে কতক্ষণ যে বেহুঁশ হয়ে ছিলে চিন্তাও করতে পারবে না! জ্বালি আগুন?'

'না। ঝুঁকি নিতে পারবো না,' নরমার হাতে তার বিশাল একটা হাত রেখে বললো লুকাস মিল। 'কালরাতে তোমাকে সঙ্গে এনে এমনিতেই বোকামির পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু তোমার সামনে ওরা আমাকে হত্যা করবে আর আমি তোমাকে তা দেখতে দেবো, তেমন বোকা আমি নই।'

জবাব দিলো না নরমা।

'আমি দুঃখিত,' আবার বললো লুকাস।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলো সে। ওর চেহারা জরিপ করলো নরমা। লুকাস সুদর্শন, সুপুরুষ, ভাবলো ও, তবে চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝা কঠিন। কে বলে চেহারা মনের আয়না? অবশ্য ওর মসৃণ চেহারায় এবার চোয়াল থেকে কান অবধি লম্বা একটা দাগ পড়ে যাবে। তবু ওকে চিনতে পারবে নরমা। আবার তাকালো লুকাসের দিকে। চোখ দুটো যদি আরেকটু গভীরে বসানো হতো, কেমন যেন ড্যাবড্যাবে দেখায়, আর চোখের তারা যদি নীল হতো! কথাটা ভাবতেই নিজের চোখের কথা মনে পড়লো নরমার, তারপর রবসনের চোখের কথা। ওর চোখজোড়াও নীল।

কালরাতে রবসনের রুক্ষ আচরণের কথা মনে পড়তেই লাল হয়ে উঠলো নরমার চেহারা। আচ্ছা, ওকে পালানোর পরামর্শ দেয়ার সময় কি বুঝতে পেরেছে যে লুকাসকেই স্যাডলে তুলে দিচ্ছে সে? বোধ হয় না, ভাবলো নরমা। অবশ্য বুঝতে পারলেও হয়তো তার

আচরণে ব্যতিক্রম হতো না।

নিজের অজান্তেই মনে মনে রবসনের সঙ্গে লুকাসের তুলনা করলো নরমা। ওরা দুজন লম্বায় সমান হলেও রবসনের হাঁটাচলায় একটা আয়েসী অথচ সতর্ক ভাব আছে। লোকটা গানম্যান বলেই হয়তো প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয় তাকে।

লোকটা ভাড়াটে খুনী। যদিও কাল রাতে ব্যতিক্রমী আচরণ করেছে, আবার ভাবলো নরমা। কিন্তু লুকাসও তো খানিক আগে রবসনকে খুন করার কথা বলছিলো? ওদের মধ্যে পার্থক্য কি? বরং রবসনই অনেক খোলামেলা। কথাটা ভাবতেই মনে হলো রবসনের পক্ষে সাফাই গাইছে ও, মুহূর্তে আবার রক্তিম হয়ে উঠলো চেহারা। কপালের ওপর এসে পড়া একগোছা অবাধ্য চুল সরালো।

'লুকাস,' ডাকলো নরমা। ওর দিকে তাকালো লুকাস। 'তোমার অহঙ্কারের জন্যেই কি আমাদের এখানে আটকা পড়ে থাকতে হবে? আবার জ্ঞান হারানোর আশঙ্কা করছো তুমি?'

'নাহ্,' হেসে জবাব দিলো লুকাস, 'তা নয়। নিজের গরু নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার জন্যে সকালে লোক পাঠাতে পারে ওয়াটকিনস। আমার কাছে এখনো ছয়টা গুলি আছে। কিন্তু মাথাটা আমার দুটুকরো হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, এখন এখান থেকে সরতে গেলে বিপদ হতে পারে। লড়াইয়ের পরপরই চলে যাওয়া উচিত ছিলো আমাদের। কিন্তু তখন তা সম্ভব হয়নি।'

'একা হলে কি এখন যেতে?'

'যেতাম।'

'কিন্তু কাল যখন তোমার সঙ্গে আসতে পেরেছি এখনও তোমার সঙ্গে ঝুঁকি নেয়া উচিত আমার, নাকি?'

'তার দরকার নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডারউইন আসবে। এই মুহূর্তে সম্ভবত পাহাড়ে আমার খোঁজ করছে সে।'

'কিন্তু তোমার তো এখানে ঠাণ্ডায় জমে যাবার অবস্থা।' বললো নরমা, বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চায় সে। 'তার ওপর অস্থির হয়ে আছো, নিশ্চয়ই ভাবছো কাল্‌রাতে তোমার কেউ মারা গেছে কিনা, গেলে তারা কারা।'

'তা নয়,' অন্যদিকে তাকিয়ে বললো লুকাস মিল। 'আসলে ওয়াটকিনসকে চিনতে ভুল করেছি বলে নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আমার,' বলেই আবার ভুল শোধরালো, 'না, ওয়াটকিনস নয়, এটা রবসনের কাজ। ব্যাটাকে তখন খুন করা উচিত ছিলো।'

লুকাসের পেছনে পাথরের ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলো নরমা। খানিকপর শান্ত কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু সুযোগ পেয়েও সে তোমাকে মারেনি।'

'ঠিক। তবু শালাকে খুন করা উচিত ছিলো আমার।'

মিলের চেহারা জরিপ করতে লাগলো নরমা, ওর অস্থির হাত বারবার মোটা গ্যাবার্ডিন স্কার্টের কুঁচি ঠিক করছে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ওর হাতজোড়া।

'এ-ধরনের কথা,' ঝাঁঝের সঙ্গে বললো নরমা, 'তোমার মুখে শোভা পায় না।'

মাথা ঘুরিয়ে নরমার দিকে তাকালো মিল। 'আমার একদিকের চোয়ালের হাড় নড়ে গেছে, উড়ে গেছে কানের লতি, বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি পড়েছে মুখে; আমার লোকজন আহত হয়েছে, ভেস্তে গেছে সব পরিকল্পনা! সব কিছুর জন্যে রবসন ব্যাটা দায়ী। হারামজাদা যদি বার-ফিয়্যাপে যোগ না দিতো, এসব কিছুই ঘটতো না! আমি সোজা

কথার মানুষ, নরমা। রবসন আমাকে খুন করেনি, সেটা ওর দুর্বলতা, তাই বলে ভেবো না তাকে ছেড়ে দেবো। রবসনকে খুন করা উচিত ছিলো আমার। সুযোগ পেলেই করবো কাজটা।'

'আচ্ছা, লোকটা কেন এসেছে এখানে?' জিজ্ঞেস করলো নরমা।

আবার চোখ ফিরিয়ে নিলো লুকাস মিল। 'কে জানে কেন!'

'কিন্তু কেন এখানে আসতে গেল সে?' আবার প্রশ্ন করলো নরমা।

'কি জানি। হয়তো ওয়াটকিনস ভাড়া করে এনেছে।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে প্রথমে তোমার কাছেই নাকি কাজের জন্যে গিয়েছে সে।'

'ব্যাটা আগেই জানতো আমার কাছে চাকরি হবে না। আসলে ওটা এক ধরনের চালাকি, সবার সন্দেহের বাইরে থাকার জন্যে। যাতে সহজে ওয়াটকিনসের সঙ্গে ভেড়া যায়। হাল অবস্থায় ভাড়াটে গানম্যান দরকার আছে আমার, কিন্তু রবসন নামে কাউকে তো আর আমি নিতে পারি না!'

'ওর ভাই সম্পর্কে আবার বলো তো,' মৃদু কণ্ঠে বললো নরমা।

'লোকটাকে কখনো দেখিনি আমি, তবে তার দুর্নাম কানে এসেছে। বছর খানেক আগে সদলে হামলা করে এস. এস. মুনরোর ট্রেইল-হার্ড ছিনতাই করেছিলো। প্রায় তিনহাজার গরু। পয়েন্ট লোমার কাছে ঘটেছিলো ঘটনাটা। রবসন শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। উচিত কাজ হয়েছে একটা।'

'তিনহাজার গরু,' আস্তে করে বললো নরমা, 'কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি ওগুলোর?'

'নাহ্।'

'গেল কোথায়?'

'কে জানে কোথায়,' নরমার দিকে তাকালো মিল, 'তোমাকে অতিরিক্ত কৌতূহলী মনে হচ্ছে যেন?'

'কি জানি,' গম্ভীর চেহারায় বললো নরমা। 'তোমার সঙ্গে পয়েন্ট লোমার কাছে ওই জায়গাটায় গেছি আমি, তখনই ঘটনাটার কথা বলেছিলে। চারদিকে আকাশছোঁয়া পাহাড়ে ঘেরা জায়গাটা, গরুর পালের পক্ষে ওগুলো পেরুনো সম্ভব নয়। পাহাড়ের উল্টোদিকেও তো গেছি। কিন্তু গরুগুলো কোথায় যেতে পারে বুঝে উঠতে পারিনি কিছুতেই।'

'হয়তো ওয়াটকিনস জানে।'

'মানে?' চট করে জানতে চাইলো নরমা।

'কুসংস্কার বলতে পারো,' জবাব দিলো লুকাস মিল। 'ম্যাথ্‌ রবসনকে জানতো ওয়াটকিনস, এখন আবার পল রবসনকে কাজ দিয়েছে। টাকা আর জমি ছাড়া কিছু বোঝে না লোকটা, স্বভাবে ধূর্ত। তারই তো গরুর খোঁজ জানার কথা, তাই না?'

উঠে দাঁড়ালো নরমা কারটিন। মিলের মুখ থেকে ভেজা কাপড়টা তুলে ক্রিকের পানিতে ভেজালো, তারপর ফের বসিয়ে দিলো জায়গামতো। হেসে ধন্যবাদ জানালো মিল, কিন্তু নরমা বুঝতে পারলো ভিন্ন চিন্তা চলছে তার মাথায়। আপাতত ভুলে গেছে নরমার অস্তিত্ব। লড়াইয়ের সময় সব পুরুষের বেলায় এটা ঘটে। ব্যাপারটার যুক্তিহীনতা খেপিয়ে তুললো ওকে।

'তোমার চেহারা কিন্তু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে,' বললো নরমা।

ওর কথার মানে বুঝলো না মিল, হেসে বললো, 'জানি। আসলে রাগ লাগছে খুব। কোথায় তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কথা আমার, অথচ দেখা যাচ্ছে তুমিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো!'

'আমি না। তোমাকে বাঁচিয়েছে রবসন, যাকে খুন করার জন্যে খেপে উঠেছো!'

'হারামজাদার নিকুচি করি!' শান্ত কণ্ঠে বললো লুকাস মিল। 'মাটিতে পড়ে থাকা শত্রুকে হত্যা না করাই তার জন্যে স্বাভাবিক, বন্দুকবাজ তো; কিন্তু আমি আবার স্যাডলে চাপলেই মারতে চাইবে। আমি কেন তাকে ছেড়ে কথা কইবো?'

'কাল অন্ধকারেই ওকে গুলি করেছিলে তুমি,' বললো নরমা, 'তোমাকে দেখতে পাচ্ছিলো না সে।'

হাসলো লুকাস মিল। 'এই তর্কের কোনো শেষ নেই, নরমা। রবসন খুনী, ভবঘুরে, টাকা পেলেই যার-তার হয়ে খুন করবে সে। ওয়াটকিনসের সঙ্গে লড়াই চলছে আমার আর তাকে বুদ্ধি যোগাচ্ছে রবসন, আমাকে বাঁচতে হলে ওয়াটকিনসের মতো তাকেও বিদায় নিতে হবে। শুনতে খারাপ লাগছে হয়তো, কিন্তু এটাই রূঢ় বাস্তবতা।'

উঠে দাঁড়ালো নরমা কারটিন। 'আবার নজর বুলিয়ে আসি।'

এবার গাছপালার প্রান্তে এসে দুজন লোক গরুর লাশ সরাচ্ছে দেখতে পেলো নরমা, একটু দূরে দাঁড়ানো তাদের ঘোড়া। এদিকে এগিয়ে আসছে দুজন রাইডার। একজন আগেই এসে গেছে, গাছপালার সীমানা বরাবর এগোচ্ছে সে। শিস বাজিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো নরমা, ওরা তাকালে হাত নাড়লো, তারপর ফিরে এলো লুকাসের কাছে।

'ডারউইন আসছে।'

সোজা হয়ে বসলো মিল, ব্যথার চোটে নীল হয়ে গেল তার চেহারা। 'কতটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারবে?'

নরমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় পৌঁছুলো ডার-

উইন। ওকে বা ওর সঙ্গীদের স্বাগত জানানোর কষ্ট স্বীকার করতে গেল না মিল।

'কেনিকে মেরে রেখে গেছে ওরা,' অবশেষে জানালো ডারউইন। 'তোমার কি অবস্থা?'

'আমাকেও বাগে পেয়েছিলো,' শান্ত কণ্ঠে বললো মিল, 'অবশ্য তেমন মারাত্মক চোট পাইনি। কেনির কি হয়েছে?'

'গুলি খেয়ে ওর ঘোড়াটা পড়ে গিয়েছিলো, ঘোড়ার সঙ্গে সেও পড়েছে, তারপর ছুটন্ত গরুর পায়ের নিচে ভর্তা হয়ে গেছে বেচারা।'

উঠে দাঁড়ালো নরমা। 'ওকে ফিরিয়ে নিতে পারবে তো, ডারউইন? দয়া করে তোমার জ্যাকেটটা ওকে দাও!'

উইণ্ডব্রেকারটা খুলে মিলকে দিলো ডারউইন। উঠে দাঁড়িয়ে ওটা পরে নিলো মিল।

'ডাক্তার ক্যারিউকে পাঠাবো নাকি তোমার কাছে?' জানতে চাইলো নরমা।

'না। তাহলে সবাই ভাববে আমার অবস্থা খারাপ। তুমি চললে কোথায়?'

'শহরে।'

'ক্লিফ, তুমি যাও ওর সঙ্গে,' কাউহ্যাণ্ডদের একজনকে নির্দেশ দিলো মিল।

'লাগবে না, আমি একাই যেতে পারবো।' ঘুরে ক্রিকের পাড়ে বাঁধা ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল নরমা কারটিন, স্যাডলে চেপে রওনা হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো মিল, নির্লিপ্ত চেহারা।

একটু পর ডারউইন বললো, 'কাল ধরতে গেলে সারারাত তোমাকে খুঁজে বেরিয়েছি আমরা। আশ্চর্য, আমি—'

'জানি,' অধৈর্যের সঙ্গে বললো মিল। 'আর কিছু ঘটেছে?'

তিক্ত কণ্ঠে খিস্তি করলো ডারউইন। 'নাহ্। শুয়োরের বাচ্চারা পেছন থেকে আচমকা চড়াও না হলে কাল ঠিক ওয়াটকিনস ব্যাটাকে সর্বস্বান্ত করতে পারতাম আমরা!'

'রবসনের কাজ,' বললো লুকাস, 'আচ্ছা, বার-স্ট্র্যাপের কেউ মরেনি?'

'যদ্দুর জানি, না।'

'চমৎকার,' আস্তে করে বললো লুকাস। 'গ্যাঁড়া কলেই পড়া—উঁহু—আচ্ছা, কেনিকে কি এখান থেকে সরিয়ে নেয়া যাবে?'

'ওর লাশ, মানে যেটুকু আছে আরকি, এখানেই মাটিচাপা দিয়ে দেবো,' বললো ডারউইন, বিতৃষ্ণ কণ্ঠস্বর।

'তা বলিনি। আমি জানতে চাইছিলাম কেনির লাশটা সঙ্গে নেয়া যাবে কিনা?'

'যাবে। স্লিকারে করে নিয়ে যেতে হবে,' মিলের চেহারা জরিপ করে আস্তে আস্তে বললো ডারউইন।

'আমাকে ধরো।'

হাত বাড়িয়ে দিলো ডারউইন, মিলকে ঘোড়ার কাছে পৌঁছুতে সাহায্য করলো, স্যাডলে তুলে দিলো।

'কেনির লাশটা তোমরা সিলভার ক্রিকের জলার ধারে নিয়ে যেতে পারবে না?' জানতে চাইলো মিল।

মাটির দিকে তাকালো ডারউইন।

'জবাব দাও,' তীক্ষ্ণ স্বরে আবার প্রশ্ন করলো মিল, 'পারবে কিনা?'

'বোধ হয়।'

'তাহলে কাজে লেগে যাও। আমাদের গোটা পঞ্চাশেক গরু জলায় ফেলে দিয়ে তারপর কাছাকাছি একটা জায়গায় কেনির লাশটা ফেলে রাখবে।' একটু হাসলো সে। 'গরুগুলোকে ওর ওপর দিয়ে দাবড়ানো গেলে—নাহ্, তার দরকার নেই। তোমরা শুধু ওকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ো, তারপর যা করার আমি করবো।'

'কবর দেবে?'

'না। এখন শহরে যাচ্ছি আমি। দেখি ওয়াটকিনসের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ শোনার পর প্রিসন গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করে কিনা।'

'কিসের অভিযোগ?'

'হত্যার, কেনিকে।'

ভুরু কোঁচকালো ডারউইন। 'কেনি মারা যাবার সময় আমরা কিন্তু বার-স্ট্র্যাপের সীমানায় ওদের গরু স্ট্যামপিড করার চেষ্টা চালাচ্ছি-লাম। তাহলে?'

ব্যঙ্গাত্মক হাসলো মিল। 'তাই কি? হতে পারে। কিন্তু কেনি তখন সিলভার ক্রিকে জলার কাছে আমাদের গরু পাহারা দিচ্ছিলো, ওকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, আমাদের গরু স্ট্যামপিডের চেষ্টা চালানো হয়েছে তারপর, গরুর পায়ের নিচে থেঁতলে গেছে বেচারার লাশ।'

মিলের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ডারউইনের মুখের হাসি। 'তা স্ট্যামপিডের জন্যে দায়ী কে?' জানতে চাইলো সে।

'ওয়াটকিনসের ঘোড়া চিনতে পেরেছি আমি। আমাদের চারজন নাইট-হার্ডার সাক্ষী দেবে—আর বার-স্ট্র্যাপ রাইডারদের যারা

পাহাড়ে পালাতে বাধ্য করেছে ওই দুজন তো আছেই। এক কাজ করো, এখুনি আমাদের চারজন রাইডারকে ওখানে পাঠিয়ে দাও, আমি প্রিসনের কাছ থেকে ফেরার পর সাক্ষীরা যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।'

'কাজটায় দারুণ ঝুঁকি আছে, লুকাস,' গম্ভীর চেহারায় বললো ডারউইন। 'রবসন সরাসরি লড়াই বাধিয়ে বসতে পারে, তাহলে আমাদের পক্ষে সামলানো কঠিন হবে।'

'নাহ্। রবসনকে যদি চিনে থাকি, আমার ধারণা ওয়াটকিনস চোদ্দশিকে ঢোকার পর সে তার সব টাকাপয়সা নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। আর যদি তোমার আশঙ্কা ঠিকও হয়, স্বেচ্ছায় রবসন না গেলে আমরা তার ব্যবস্থা করবো।'

'হ্যাঁ,' জিজ্ঞাসু চোখে মিলের দিকে তাকিয়ে বললো ডারউইন।

'তবে এখন নয়,' বললো মিল। রওনা হয়ে গেল।

নয়

রবসনদের না জাগিয়ে সূর্য ওঠার খানিক আগে ছড়িয়ে পড়া গরু ফিরিয়ে আনার জন্যে বেরিয়ে গেল মারটেল, রিডেল আর জেসিকে নিয়ে। নোলান, বেন ওয়াটকিনস আর রবসন ফিরেছে খুব বেশিক্ষণ

হয়নি।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জাগলো পল রবসন, উঠে পড়লো। ওয়াটকিনসের বাঙ্কের কাছে এসে অস্পষ্ট আলোয় দেখলো তাকে। ঘুমন্ত অবস্থায়ও লোকটার চেহারায় এক ধরনের গর্বের ভাব ফুটে রয়েছে, এতটুকু ঢিল পড়েনি সতর্কতায়। খুব একটা নড়াচড়া করছে না, তবে অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে। সম্ভবত আঘাতের জন্যে, ভাবলো রবসন।

ওয়াটকিনসের কাছ থেকে সরে এলো ও। নিজেকে অক্ষম মনে হচ্ছে।

ধূলিময় মেঝেয় শোয়া নোলানের দিকে তাকালো সে, জেগে আছে লোকটা, ওকে দেখছে। তার রুক্ষ চেহারায় ভাবের বালাই নেই। রবসন অনুমান করলো ওকে বোঝার চেষ্টা করছে কাউহ্যাণ্ড।

আবার ওয়াটকিনসের দিকে তাকালো ও।

'অদ্ভুত,' চিন্তিত কণ্ঠে বললো রবসন, বেশির ভাগ লোককেই কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় অসহায় আর দুর্বল দেখায়, অথচ ওয়াটকিনসের বেলায় দেখছি উল্টো।'

একটু হাসলো নোলান। 'শিগগিরই হয়তো এ-অবস্থা থেকে রেহাই পাবে ও।' উঠে বসে বুটের দিকে হাত বাড়ালো সে, পরে নিলো। 'ওর চেহারা দেখে ভুল করো না, রবসন। আসলে কিন্তু নাছোড়বান্দা সে, যা চায় শেষ পর্যন্ত ঠিকই আদায় করে নেয়। যথাসময়ে টের পাবে লুকাস মিল।'

'ঠিক,' পায়ে জুতো গলাতে গলাতে বললো রবসন। ওয়াটকিনসের প্রতি নোলানের অবিচল আনুগত্যের কথা ভাবছে। বয়সে ওয়াটকিনস নোলানের চেয়ে কমপক্ষে দশ বছরের ছোট হবে। কয়েক ঘন্টা

আগে এই কামরায় পা দেয়ার পর পরস্পরকে জরিপ করেছে ওরা এবং নিজেদের অজান্তেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। নোলানের চেহারায় ধৈর্য আর স্থিরতার ছাপ দেখেছিলো তখন রবসন। এই ধরনের লোকেরা দক্ষ হাতে পশু সামলাতে জানে, কিন্তু তাদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা বোধ করে না। নোলানের খর্বাকৃতি অথচ চওড়া শরীরে এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই, তার দুই চোখে সীমাহীন আত্মবিশ্বাস আর প্রত্যয় বুঝে নিতে রবসনের দেরি হয়নি। অন্যের হয়ে কাজ করার জন্যেই যেন জন্মেছে লোকটা, খুব বেশি চাহিদা নেই। এবং নির্দেশ দেয়ার জন্যে তার মাথার ওপর কেউ না থাকলে সে অসহায় বোধ করবে। ওয়াটকিনসকে নেতা মেনে নিয়েছে সে। সুতরাং ওয়াটকিনসকে ছোট করে দেখার জো নেই।

বাইরে চলে এলো রবসন। আলো ফুটে উঠছে চারদিকে। দূরের আকাশছোঁয়া চূড়াগুলোর দিকে তাকালো ও। ইতিমধ্যে লাল ছোপ লেগেছে ওখানে।

'একটু ঘুরে আসলে হয়,' নোলান বের হলে তার উদ্দেশে বললো রবসন।

'নিশ্চয়ই,' বললো নোলান, 'বেন জাগার আগেই এসে পড়বে মারটেল।'

'যাবে নাকি?' জানতে চাইলো রবসন, একটু হাসলো, কিন্তু নোলানের দিকে তাকালো না। 'যে রেঞ্জের পক্ষে লড়াইতে নেমেছি সেটাকে চিনে নেয়া দরকার।'

সায় দিলো নোলান। নাশতা না করেই ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপালো ওরা, তারপর জঙ্গলের দিকে এগোলো। মাঝে মাঝে টুক-টাক কথা হচ্ছে, বেশির ভাগ সময়েই নীরব, তবে এতেই অনেক কথা

জানা হয়ে যাচ্ছে রবসনের। সংক্ষেপে লুকাস মিলের কাহিনী শোনালো নোলান। লুকাস ছোট থাকতেই মারা গিয়েছিলো তার বাবা, লোকটা খনি সন্ধানী ছিলো, তেমন টাকা পয়সা রেখে যায়নি, অন্তত র‍্যাঞ্চিং করার মতো নয়। যা হোক ওই সামান্য টাকা হাতে করেই এক শীতের শেষে দক্ষিণে চলে যায় লুকাস মিল, আরেক গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ ফিরে আসে ছোটখাট একপাল গরু নিয়ে। সেই থেকে শুরু। এখানকার বিস্তৃত এলাকা চারণভূমি হিসাবে আদর্শ, তাই তার কোনো সমস্যা হয়নি। লুকাসের ইতিহাস একজন সফল মানুষের ইতিহাস। মাত্র দশ বছরে এলাকার অন্যতম বড় র‍্যাঞ্চার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে সে।

'এতেই বেধেছে গোল,' বললো নোলান, 'লোকটা অন্যতম বড় র‍্যাঞ্চার হয়ে সন্তুষ্ট থাকলে কোনো কথা ছিলো না, কিন্তু তার শখ হয়েছে সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চার হবে। ওর কোনো অভাব নেই, সেটাই হয়েছে দোষ।'

'বিয়ে করেছে?' জানতে চাইলো রবসন।

'এখনো করেনি, তবে করবে,' বললো নোলান, 'যদি বেঁচে থাকে।' কিছুক্ষণ চুপচাপ ঘোড়া হাঁকালো সে, তারপর আবার বললো, 'সেটাই হবে কোনো মানুষের প্রতি তার সবচেয়ে বড় আঘাত।'

'মেয়েটার প্রতি?'

'হ্যাঁ।'

'নরমার কথা বোঝাচ্ছো?'

মাথা দুলিয়ে ওর দিকে তাকালো নোলান। 'এখানকার অনেক কথাই দেখছি জানা হয়ে গেছে তোমার, রবসন, অল্প সময়ে।'

'জানতে হয়েছে,' জবাব দিলো রবসন, 'মানে কাল রাতে এক রকম

জোর করে জানানো হয়েছে আমাকে।'

'নিজ থেকে কথাটা বলবে কিনা দেখছিলাম,' শান্ত কণ্ঠে বললো নোলান।

'তুমি জানো?'

'হ্যাঁ। তুমি গুলি চালানো বন্ধ করার পর ঘোড়া নিয়ে ঝোপে ঢুকেছিলাম। তখন একটা গুলির শব্দ পাই। তারপর তুমি মেয়েটাকে পালানোর পরামর্শ দিচ্ছো তাও শুনি।' এবার রবসনের দিকে তাকালো নোলান। 'অন্য যে কেউ যেখানে মেরে ফেলতো সেখানে লুকাস-কে প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছো তুমি, রবসন, এ-অপমান কোনোদিন ভুলবে না সে।'

'জানি,' চিন্তিত কণ্ঠে বললো রবসন। 'ও গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সরে আসা উচিত ছিলো।'

সূর্য অনেকটা ওপরে ওঠার পর সিলভার ক্রিক রেঞ্জের সীমানায় দাঁড়ানো একটা দীর্ঘ মেসায় উঠে এলো ওরা। মেসার কিনারে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামলো দুজন। সামনে নিচে গালিচার মতো বিছিয়ে আছে সবুজ সিলভার ক্রিক রেঞ্জ, বিশাল; মাঝখানে শুধু একটা ক্রিক, ওটার পাড়ে অ্যাল্ডারগাছের সারি। ক্রিকটা ক্রমশ গভীর আর চওড়া হয়ে পর্বতমালার দিকে চলে গেছে, উপত্যকার উল্টোদিকে আকাশছোঁয়া চূড়াগুলোর মাঝখানে একটা নচের সৃষ্টি করেছে। নচের খোলা মুখের কাছে রুক্ষ ঊষর মাটি, ঢালু হয়ে নেমে নিচের তৃণভূমির সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

'লড়াই করার মতো একটা জায়গা।' মসৃণ রেঞ্জের দিকে তাকিয়ে বললো নোলান।

'ঠিক।' পাইন-এ ছাওয়া পর্বতমালা ঘিরে রেখেছে জায়গাটা,

পাহাড়ের গাঢ় সবুজ রঙের ঘাসের গায়ে ভিন্ন একটা আভা দিয়েছে, বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে কুয়াশার ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন দেখায় তেমন লাগছে। আবার নচের দিকে তাকালো রবসন, তারপর জানতে চাইলো, 'ওই চূড়াগুলোর ওপাশে কি আছে?'

'একটা শহর আছে বলে শুনেছি। আর মাইনিং ক্যাম্প।'

'ওই নচটা কি সেখানে যাবার পথ?' জানতে চাইলো রবসন।

এক মুহূর্ত ভাবলো নোলান, তারপর বললো, 'হতে পারে, তবে ওই পথে কেউ কখনো আসা যাওয়া করেছে বলে শুনিনি।'

তীক্ষ্ণ চোখে নোলানের দিকে তাকালো রবসন, কিন্তু একদৃষ্টে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। শিফলিনের গরু কোথায় হারাতে পারে এই প্রথম তার একটা আভাস পাওয়া গেল। ওটা যদি গিরিপথ হয়ে থাকে তাহলে ওখান দিয়ে অনায়াসে কয়েক হাজার গরুর বিশাল পাল চালান দেয়া যাবে, কেউ টের পাবে না। ওয়াটকিনসের একটা কথা মনে পড়লো রবসনের, নোলানকে প্রশ্ন করার আগে একমুহূর্ত ভাবলো, তারপর বললো, 'এখন তো লুকাসের গরুই চরছে এখানে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' বললো নোলান।

'কিন্তু ওয়াটকিনসের গরু নেই কেন?'

'জমিতে দাঁড়িয়েই তার জন্যে লড়তে হবে এমন কোনো কথা আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো নোলান।

'তা নেই,' বললো রবসন, 'তবে এখানে গরু থাকলে ওয়াটকিনসের অবস্থান পোক্ত হতো।'

'মনে হয় না। সত্যিকার লড়াই যদি বেধে যায় যার গরু আগে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে ক্ষতি কম হবে তার। নষ্ট করার মতো গরু না

থাকলে প্রতিশোধ নেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া গরু সরিয়ে নেয়া গেলে পাহারা দেয়ার জন্যে অতিরিক্ত লোকেরও প্রয়োজন হবে না। শেষ পর্যন্ত লড়াইটা ওদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে।'

সিলভার ক্রিকের দিকে ইঙ্গিত করলো নোলান। 'এখানে ছোট একটা পাল চরাচ্ছে মিল, স্রেফ জায়গাটা তার দখলে আছে বোঝাবার জন্যে। বেশির ভাগ গরুই কিন্তু নিজস্ব রেঞ্জে রেখেছে।'

নোলানের কথাগুলো ওজন করলো রবসন। মিথ্যে বলেনি লোকটা। তারপরও কথা থাকে, ভাবলো ও।

নচটা চোখে পড়ার পর সিলভার ক্রিক রেঞ্জ সম্পর্কে ধারণা বদলে গেছে ওর। ওটার মালিকানা যার হাতে থাকবে তার সুবিধার কথা ভাবলো রবসন। কেন যেন হঠাৎ ওর মনে হলো দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি নয়, ওই গিরিপথটাই আসলে এখানকার দুই র‍্যাঞ্চারের বিরোধের মূল কারণ। একটু আগেও ওর ধারণা ছিলো গরু চুরির কাজে সাহায্য করার মতো যথেষ্ট লোক আছে এমন যে কেউ ওদের গরু ছিনতাই করেছে হয়তো। কিন্তু এখন ওর দৃঢ় বিশ্বাস: ওয়াটকিনস কিংবা মিলই রাসলার এবং শিফলিনদের হত্যাকারী। এদেরই একজন চারণভূমির অজুহাতে ওই নচটা দখলে রাখার জন্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কে? ভাবলো রবসন। জানা নেই।

'আরো কাছ থেকে রেঞ্জটা দেখতে চাই,' বললো রবসন।

'চলো তাহলে।'

লম্বা ঘাসে ঢাকা উপত্যকায় নেমে ক্রিক আর পর্বতমালার দিকে এগোলো দুজন। ক্রিক পেছনে ফেলে একটা ঢেউ খেলানো মাঠে পৌঁছুলো। নোলান বললো, 'এবার একটু সাবধানে এগোতে হবে আমাদের। মারটেল বলছিলো, এখানেই কোথাও আছে মিলের গরু।'

জায়গাটায় একবার নজর বোলাতে চেয়েছিলো শুধু রবসন, তাই ফেরার প্রস্তাব দিলো সে।

নোলান বললো, 'জাহান্নামে যাক মিল। আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো ঘুরে বেড়াবো, ব্যস।'

মাঝে মাঝে একটা দুটো গরু নজরে আসছে এখন, কিন্তু ওগুলোকে গ্রাহ্যই করছে না নোলান।

একটা উঁচু ঢিবির মাথায় উঠে ঘোড়া থামিয়ে চারদিকে নজর বোলাতে গেল ওরা, হঠাৎ দেখলো প্রায় পোয়া মাইল দূরে পাশাপাশি ঘোড়া হাঁকিয়ে যাচ্ছে তিনজন লোক।

রবসনদের দেখতে পেলো ওরা, থেমে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করলো, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে এদিকে আসতে শুরু করলো।

'গ্লিসন,' চিনতে পেরে বললো নোলান, 'সঙ্গে পিকেট আর মিল।'

কিছু বললো না রবসন, জিজ্ঞাসু চোখে নোলানের দিকে তাকালো।

'নড়ো না,' বললো নোলান। হাত নামিয়ে হোলস্টার থেকে কোল্টটা বের করলো একবার, তারপর আবার ঢুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বড়সড় একটা বে হাঁকাচ্ছে গ্লিসন। ঢাল বেয়ে সবার আগে এগোলো সে। নোলান আর শেরিফের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলো সে। পিকেট আর মিল একসঙ্গে ওদের দুজনের উদ্দেশে মাথা দোলালো। মিলের মুখের একপাশ ব্যাণ্ডেজের নিচে চাপা পড়েছে, শান্ত চেহারায় রবসনকে মাপলো সে, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিলো।

ওদের তিনজনের দিকে তাকালো নোলান, পিকেটের ঘোড়া দেখে মৃদু হাসলো, ছোটখাট একটা সোরেল, মার্শালের ভারে শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে।

নোলান বললো, 'অরভিল, আমি বাজি রেখে বলতে পারি শিগগির যদি গ্লিসনের সঙ্গে ঘোড়া বদল না করো ওটাকে বয়ে নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে তোমাকে।'

'আশপাশে ছোটখাট একটা গাছ পেলে কোনোটাই করতে হবে না,' বিমর্ষ চেহারায় বললো মার্শাল।

গ্লিসনের দিকে তাকালো নোলান। 'ব্যাপার কি, অ্যামোস?'

'আমরা এদিকে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম তুমি হয়তো আসতে চাইবে।'

'কেন?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো নোলান।

'গেলে ভালো হতো।'

মিলের দিকে তাকিয়ে হাসলো নোলান। 'বেশ।'

একসঙ্গে এগোলো ওরা, নোলান আর রবসন পাশাপাশি। শেরিফ আর মার্শাল যেন জোর করে চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে, বুঝতে পারলো ওরা। প্রায় মাইল টাক পথ চলার পর ওয়াগন-হ্যামারের একপাল গরু দেখা গেল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘাস খাচ্ছে। ওগুলোর ওপাশ থেকে এগিয়ে এলো দুই রাইডার। ডারউইনকে চিনতে পারলো রবসন।

'যা করার আশা করি বুঝে শুনেই করছো, অ্যামোস,' সহজ কণ্ঠে শেরিফকে বললো নোলান।

অস্পষ্ট একটা শব্দ করলো শেরিফ। ডারউইন এসে প্রথমে নোলান আর রবসনকে দেখলো, তারপর ফিরলো মিলের দিকে। 'ও কোথায়, ডারউইন,' জানতে চাইলো র‍্যাঞ্চার।

'ওই তো ক্রিকের পাশে।'

'আর লোকজন কই?'

আবার নোলান আর রবসনকে দেখলো ডারউইন। 'জলা থেকে গরু উদ্ধার করছে।'

রবসনের মনে হলো কোনো নাটকের অভিনয় চলছে বুঝি এখানে, কিন্তু ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো না ওর কাছে। ক্রিকের উদ্দেশে ঘোড়া ঘোরালো লুকাস মিল, ক্রিকটা এখানে হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে এদিকে এসেছে। ক্রিকের পাড়ে জন্মানো বেঁটে অ্যাল্ডার গাছগুলোর একটু দূরে থাকতে ঘোড়া থামালো ডারউইন, স্যাডল থেকে নামলো। গ্রিসন, পিকেট আর মিলসহ ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডাররা ওকে অনুসরণ করলো।

'তোমরাও এসো,' নোলানকে বললো অ্যামোস গ্রিসন, স্যাডল থেকে নামলো রবসন আর নোলান। এই সময় হাঁটু গেঁড়ে বসলো ডারউইন, অ্যাল্ডার গাছগুলোর আড়াল থেকে ভেজা স্লিকারে মোড়া কি একটা বের করে আনলো।

'না দেখলেই ভালো ছিলো,' বললো ডারউইন।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্লিকারটা সরালো সে, দেখলো ওরা, সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢেকে দেয়া হলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়াক ওয়াক করে থুতু ফেললো পিকেট।

'ইশ্‌!' বললো গ্রিসন।

আড়চোখে বারবার রবসনের দিকে তাকাচ্ছিলো নোলান, এবার মিলকে বললো, 'ওটা এতদূর বয়ে আনতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে।'

'খুব নয়,' স্বাভাবিক গলায় বললো লুকাস মিল। 'বাঁক ঘুরলে যেখানে জলাভূমিটা রয়েছে সেখানে ছিলো, অবশ্য ওকে মাটির নিচে থেকে বের করে আনতে কিছুটা কষ্ট হয়েছে।'

'মিথ্যে কথা!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো নোলান।

পাই করে ঘুরলো গ্রিসন, নোলান আর রবসনের মুখোমুখি দাঁড়ালো; মিল আর নোলানের মাঝখানে পড়ে গেল।

'তোমরা দুজনই পিস্তল মাটিতে ফেলো, নোলান,' নরম কণ্ঠে বললো সে।

'ওদেরও অস্ত্র ফেলতে বলো,' বললো নোলান।

বাক্‌ল খুলে পিস্তলসহ হোলস্টার মাটিতে ফেললো মিল, ডারউইনসহ ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডারদেরও অস্ত্র ফেলে দেয়ার আদেশ করলো। অস্ত্র ফেলে সরে গেল তারা।

এবার মিল বললো, 'দেখ, গ্রিসন, আমি কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি, তুমি প্রমাণ দেখতে চেয়েছিলে।'

'এখনো চাই,' বললো গ্রিসন। গানবেল্ট খুলে ফেললো রবসনরা। নিজের ঘোড়ার দিকে ফিরলো শেরিফ গ্রিসন।

'চলো, দেখে আসি।'

স্যাডলে চাপার সময় হঠাৎ গরুর হাম্বা রব কানে এলো রবসনের। ক্রিক থেকে একটা বেঁটে টিবির দিকে এগোলো মিল, ওটার চূড়ায় উঠে এগোলো সামনে।

কয়েক শ' গজ সামনে যাবার পর রবসন দেখলো টিবির ঠিক নিচেই রয়েছে জলাটা, ঘাসে ঢাকা, তবে ফাঁকে ফাঁকে পানির ওপর সূর্যের আলো ঝিলিক মারছে। আরো খানিকটা এগোনোর পর জলার বুকে কাদা গোলা পানির কালচে ছোপ দেখতে পেলো। ওই দাগ আর ঢালের প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত ঘাস যেন পানির সঙ্গে মিশে গেছে। এখনেই জলা থেকে গরু উদ্ধার করার কাজেব্যস্ত রয়েছে ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডাররা। সামনে দুজন রাইডারকে দেখতে পাচ্ছে ও, একজন জলার পানিতে নেমে রশি দিয়ে একটা বাছুরের পা বাঁধছে, ঘোড়ার পিঠে

বসে দড়ি হাতে অপেক্ষা করছে অপরজন, সময় মতো বাছুরটাকে টেনে তুলবে। রবসনের দেখে থেমে গেল ওরা। কমপক্ষে পঞ্চাশটা গরু পড়েছিলো জলায়, ভাবলো রবসন, ওগুলোরই কয়েকটা ক্ষণে ক্ষণে ডাক ছাড়ছে।

ঘোড়া থামালো মিল। 'এটাই ঘটনাস্থল। টিম ঠিক মতো বলতে পারবে কি ঘটেছিলো এখানে।'

টিম লোকটা কম বয়সী, শান্ত স্বভাবের। ইঙ্গিতে জলার কাদা-গোলা পানি দেখালো সে। তারপর শুরু করলো, 'আমরা যখন গুলির শব্দ শুনি এদিকে ছিলো কেনি। পালানোর চেষ্টা করেছে বেচারা পারেনি। ওকে সঙ্গে নিয়েই জলায় পড়েছে গরুগুলো।' গ্রিসনের দিকে তাকালো সে, 'এমন কিছু ঘটেছে বলেই আমার ধারণা। ঘটনার সময় ওর কথা আমাদের ঠিক মনে ছিলো না, পরে ওয়াটকিনস চলে গেলে—'

'কে চলে গেলে? কখন?' বাধা দিলো নোলান।

ওর দিকে একবার তাকালো টিম। 'ওয়াটকিনসের গলা চিনতে পেরেছি আমরা, ঘোড়াটাও তারই ছিলো। এখন তোমার যা ইচ্ছা ভাবতে পারো।'

'বলে যাও,' বললো গ্রিসন।

'না,' আবার বাধা দিলো নোলান। 'কাল সারারাত ওয়াটকিনসের সঙ্গে ছিলাম আমি, এবং ব্র‍্যাশ ক্রিক লাইন ক্যাম্পের তিন মাইলের মধ্যেই ছিলাম আমরা।'

'তুমিও বোধ হয় একই কথা বলবে,' রবসনের উদ্দেশে বললো গ্রিসন।

'সেটা বোধ করি মিলই ভালো বলতে পারবে,' মাথা দুলিয়ে বললো

রবসন।

'হ্যাঁ, ওখানে ছিলাম আমি,' বললো মিল, 'তবে ওয়াটকিনসের গলার আওয়াজ পাইনি।'

'ওখানে কেন গিয়েছিলে তুমি, লুকাস?' আস্তে করে জানতে চাইলো পিকেট।

'ওয়াটকিনসের গরু স্ট্যাম্পিড করতে,' সরাসরি বললো মিল, 'আগেই ওকে বলেছিলাম, তোমাকেও বলেছি, সুযোগ পেলে আবার তার সদ্ব্যবহার করবো।'

'বাকিটা শেষ করো,' টিমকে আবার বললো গ্রিসন।

'ওয়াটকিনস যাবার পর,' খেই ধরলো রাইডার, 'প্রথমেই নিজেদের খোঁজখবর করি আমরা। দেখা গেল কেনি নেই। ওর খোঁজে এখানে জলার পাড়ে একটা আগুন জ্বাললাম আমরা,' ইশারায় ঢিবির নিচের দিকে একটা কয়লার স্তূপ দেখালো সে, তারপর গজ তিরিশেক দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে বললো, 'পরে ওখানে ওকে পাই আমরা।'

'ওর ঘোড়া কোথায় ছিলো?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো নোলান।

'পালিয়েছিলো, সকালে খুঁজে পেয়েছি, এখন আশপাশেই কোথাও আছে।'

'তার মানে ঘোড়সওয়ার হিসাবে সুবিধার ছিলো না কেনি,' শুষ্ক কণ্ঠে বললো নোলান।

কিছু বললো না টিম।

'তোমার সঙ্গে আর কারা ছিলো?'

'আমাদের তিনজন রাইডার,' বললো মিল, 'ওরা এখন র‍্যাঞ্চে আছে, ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে যেতে পারো।'

'ব্যাপারটা তুমি জানলে কিভাবে, লুকাস?' জানতে চাইলো পিকেট।

'ওয়াটকিনসের হামলার আশঙ্কা করছিলাম আমি,' বললো মিল, 'তাই খোঁজ করতে এসেছিলাম।'

'তার মানে চলতে কষ্ট হয়নি?' জানতে চাইলো রবসন, 'অথচ কাল আমার ঘুসি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে তুমি, কোলে করে স্যাডলে তুলে দিয়েছিলাম তোমাকে। মনে আছে?'

'বোধ হয় আর কারো কথা বলছো,' মৃদু হেসে বললো মিল, কৌতুক-ভরা চোখে রবসনকে জরিপ করলো।

কাঁধের ধাক্কায় গ্রিসনকে সরিয়ে ধীর পদক্ষেপে মিলের দিকে এগিয়ে গেল নোলান।

'রবসন তোমার কি উপকার করেছে আমাদের শোনাবে, মিল? নাকি এজন্যে আবার আর কোথাও যেতে হবে?'

'কি বলছো বুঝলাম না,' আবার সহজ কণ্ঠে বললো লুকাস মিল।

আচমকা ওকে আঘাত করলো নোলান। মাংস আর হাড়ের সং-ঘর্ষের বিশ্রী শব্দ হলো। হাত-পা ছড়িয়ে চিতপটান হয়ে পড়ে গেল মিল, গড়িয়ে উপুড় হলো, শুয়েই রইলো কাদায় মুখ দাবিয়ে। সামনে বেড়ে নোলানের বাহু ধরলো গ্রিসন। হাতের ধাক্কায় ডারউইনকে একপাশে সরিয়ে দিলো পিকেট।

'মিথ্যুক লোক আমার দুচোখের বিষ!' ভারি গলায় বললো নোলান।

'তোলো ওকে,' ডারউইনকে বললো গ্রিসন, তারপর রবসনদের দিকে তাকালো, 'চলো।'

স্যাডলে চাপলো ওরা, তারপর মিল, ডারউইন আর টিমসহ অন্য রাইডারদের ফেলে অস্ত্রগুলো যেখানে ফেলে গিয়েছিলো সেখানে ফিরে এলো। সবার আগে নামলো গ্রিসন, নোলানদের গানবেল্ট

তুলে নিলো, কিন্তু ফিরিয়ে না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ, তারপর মাথার স্টেটসনটা পেছনে ঠেলে মুখ তুলে নোলানের দিকে তাকালো।

'নোলান, আমার এখনকার কথা তোমার হয়তো পছন্দ হবে না, কিন্তু আমি নিরুপায়।'

নীরব রইলো নোলান।

'ওয়াটকিনসকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি আমি।'

'মিলের কথায়?' জানতে চাইলো নোলান।

মাথা দোলালো শেরিফ।

'ওই লোকটা ব্রাশ ক্রিকে মারা গেছে। ওটা বার-স্টির‍্যাপের জায়-গা। বার-স্টির‍্যাপ রাইডাররা একটা স্ট্যামপিড ঠেকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ওকে মারতে বাধ্য হয়েছে,' সহজ কণ্ঠে বললো নোলান, 'ওর ঘোড়াটা গুলি খেয়ে পড়ে যাবার পর গরুর পায়ের নিচে পিষ্ট হয়েছে সে। কষ্ট করে যদি আমার সঙ্গে আসো, আসল জায়গাটা তোমাকে দেখাবো আমি।'

'ওটা নিশ্চয়ই এরকম কিছুই হবে, নাকি?' আস্তে করে জানতে চাইলো গ্রিসন। নোলান সায় দিলে আবার বললো, 'শোনো, নোলান। তুমি, রবসন আর ওয়াটকিনস একটা গল্প শোনাবে আমাকে—তার মানে তিনজন। কিন্তু এখানে মিল, ডারউইন, টিম এবং আরো তিনজন রাইডার, অর্থাৎ মোট ছজন ভিন্ন কাহিনী শুনিয়েছে আমাকে। তোমরা দুপক্ষই অবশ্য একটা ব্যাপারে একমত। কেনি ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডার ছিলো এবং তাকে হত্যা করা হয়েছে। মিল কোনো-দিন আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেনি, ওয়াটকিনসও নয়; কিন্তু আজ কেউ একজন মিথ্যে বলার চেষ্টা করছে। যা হোক, আমি মিল আর

ওয়াটকিনসকে বহু আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম এখানে রক্তারক্তি বরদাশত করা হবে না। অথচ ইতিমধ্যে একটা লোক খুন হয়েছে। এবং তোমরা দুদলই বলছো বার-স্টির‍্যাপ রাইডারদের হাতেই প্রাণ দিয়েছে সে।'

'বার-স্টির‍্যাপের মাটিতে,' গম্ভীর চেহারায় আবার বললো নোলান।

'মিলের ছজন লোক ভিন্ন কথা জানিয়েছে,' ধৈর্যের সঙ্গে বললো গ্রিসন, 'তোমাদের তিনজনের চেয়ে ওদের ছজনের সাক্ষী বেশি গুরুত্ব পাবে।'

'আর যদি আমি বার-স্টির‍্যাপের এক ডজন লোক হাজির করিয়ে সাক্ষী দেয়াই যে ওয়াটকিনস এখানে হামলা চালাতে আসেনি, তাহলে?'

'দেখা যাবে ওয়্যাগন-হ্যামারেরও এক ডজন রাইডার বলছে ওয়াটকিনসই ছিলো হামলায়।'

নোলানের চোয়াল চেপে বসেছে দেখতে পেলো রবসন, বুঝলো আর কিছু বলার মতো পাচ্ছে না সে। কিন্তু আসল কথা যার পক্ষে খুলে বলা সম্ভব সেই নরমা কারটিনের নাম এখানে উচ্চারণ করা যাবে না। রবসন বুঝলো, নোলান সম্পর্কে ওর মূল্যায়ন ভুল হয়নি।

'তোমরা যারা এখানে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছো তাদের নিয়ে সমস্যা হলো তোমরা প্রত্যেকে ভাবো আর কেউ ব্যাপারটাকে বোধ হয় গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। ওয়াটকিনস ভেবেছে আমি কথার কথা বলেছি, কিন্তু এবার বুঝবে কথাটা ঠিক নয়,' বললো গ্রিসন।

'এখনো ওকে কিন্তু ধরতে পারোনি তুমি,' বললো নোলান।

'এখানেই ভুল করছো,' বললো গ্রিসন, 'পেরেছি। আমার দুজন লোকের পাহারায় এখন নিজের টেবিলে বসে আছে ওয়াটকিনস।

ওদের নজর রাখতে বলে প্রমাণের খোঁজে এখানে আসি আমি। এছাড়া উপায় ছিলো না।' ওদের দুজনের দিকে তাকালো গ্রিসন। 'ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে না যদি বলো তোমাদের পিস্তল ফিরিয়ে দিতে পারি।'

'অসম্ভব,' বললো নোলান।

রবসনের দিকে তাকালো গ্রিসন।

'আমারও একই কথা,' বললো রবসন।

'জানতাম এ-কথাই বলবে,' বললো গ্রিসন।

গানবেল্ট দুটো পিকেটের স্যাডলহর্নের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলো সে, 'চলো, এবার র‍্যাঞ্চে ফেরা যাক।'

সামনে বাড়লো ওদের ঘোড়া।

দশ

বার-স্টির‍্যাপে এসে রবসন দেখলো সত্যি কথাই বলেছিলো তখন শেরিফ। বিশাল কামরার সেই টেবিলে বসে আছে দুই অস্থায়ী ডেপুটি, ওদের কোলের ওপর রাইফেল। ব্রুশ ক্রিক লাইন ক্যাম্পে গিয়েছিলো ওয়াটকিনস, ফিরে এসে ওদের বসে থাকতে দেখেছে। ওকে অবশ্য

নাশতা বানানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিলো, টেবিলের ওপর এখনো এঁটো থালাবাসন রয়ে গেছে।

শেরিফের আগেই কামরায় ঢুকলো রবসনরা, ওদের নিরস্ত্র দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো ওয়াটকিনস।

ভেতরে ঢুকলো গ্লিসন।

'তোমার ধারণা পাল্টায়নি?' তাকে জিজ্ঞেস করলো ওয়াটকিনস।

'না,' বললো শেরিফ, 'তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হচ্ছে, বেন।'

'আগে আমার লোকজনের সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে নিই।'

'ঠিক আছে,' বললো গ্লিসন, এক ডেপুটির দিকে তাকালো, 'ফ্র্যাঙ্ক, একটা টো-স্যাকে সমস্ত অস্ত্র ঢোকাও।' ওআলর্যাকের রাইফেলগুলোর দিকে ইশারা করলো সে। ফ্র্যাঙ্ক অস্ত্র ঢোকানোর পর লম্বা টেবিলে এসে ওয়াটকিনসের দুপাশে বসলো নোলান আর রবসন। দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো গ্লিসন।

'ব্যাপারটা বড্ড জটিল হয়ে গেছে,' বললো নোলান, 'কাল যদি লাইন-ক্যাম্পে না থাকতাম তাহলে আমি নিজেই বিশ্বাস করে বসতাম গল্পটা।'

'লাশটা তখনই সরিয়ে আনা উচিত ছিলো আমাদের,' শান্ত কণ্ঠে বললো ওয়াটকিনস। 'এরপর থেকে আমাদেরগুলো তো বটেই ওদের লাশও কবর দেবো আমরা।' রবসনের দিকে তাকালো এবার র‍্যাঞ্চার, 'কথাটা তুমি মনে রেখো, কারণ আমার অনুপস্থিতিতে তোমার ওপর সব দায়িত্ব থাকবে।'

মাথা নাড়লো রবসন। 'তোমার জন্যে যারা লড়াই করতে রাজি তারা আমার কথায় কান দেবে না। নোলানের কথা শুনতে পারে।'

'তুমি আমার চাকরি করছো, যা বলি শোনো,' আস্তে করে বললো

ওয়াটকিনস, 'নইলে বিদেয় হও।'

হাসলো না রবসন। 'আমি থাকতে চাই।'

'আর কিছু বলার নেই আমার,' বললো ওয়াটকিনস, 'তবে দেখো, ফের হামলা করবে লুকাস মিল, আমি জেলে থাকতে থাকতেই।'

'তোমাকে শিগগিরই বের করে আনবো আমরা,' বললো নোলান।

'লোকজন জোগাড় করে আমাদের গরু পাহাড়ের দিকে পাঠানোর ব্যবস্থা নাও,' আবার বললো বেন ওয়াটকিনস।

এগিয়ে এলো শেরিফ গ্লিসন, সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল ওয়াটকিনস।

'আর কিন্তু সময় দেয়া যাচ্ছে না, বেন। হঠাৎ তোমার লোকজন হাজির হলে লড়াই বেধে যাবে।'

উঠে অন্যমনস্কভাবে দরজার দিকে পা বাড়ালো ওয়াটকিনস, নোলান বা রবসনের দিকে আর তাকালো না।

ওদের উদ্দেশে কথা বললো গ্লিসন। 'এখান থেকে আপাতত অস্ত্রগুলো নিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের গুলোও। শহরের কাছে পৌঁছে ট্রেইলের ধারে রেখে যাবো ব্যাগটা।'

'চমৎকার বিচার তোমার, অ্যামোস,' সরাসরি বললো নোলান, 'ওয়াগন-হ্যামার রাইডাররা হামলা চালালে ওদের খালিহাতে ঠেকাবো নাকি!'

'এক কাজ করো, যতক্ষণ অস্ত্র হাতে না পাচ্ছো, জঙ্গলে গিয়ে গা ঢাকা দাও না,' পরামর্শ দিলো গ্লিসন। দরজার কাছে গিয়ে আবার বললো, 'আমাদের পিছু নিয়ো না।'

মাঠ পেরিয়ে ব্রিজ অতিক্রম করে গেল ওরা। ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো নোলান। খুরের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে, ক্রমশ মিলিয়ে গেল এক সময়।

নোলানের চোয়ালের হাড় চেপে বসেছে, লক্ষ্য করলো রবসন, ক্রোধে লাল হয়ে গেছে চেহারা, কিন্তু শান্ত কণ্ঠে সে বললো, 'খানিকটা এগিয়ে যাক ওরা।'

ঘুরে রান্নাঘরে ঢুকলো সে, এক মুহূর্ত পরেই একজোড়া টম্যাটো ক্যান নিয়ে ফিরে এলো।-চামচসহ একটা দিলো রবসনের হাতে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করলো ওরা। রাগ কমলো না নোলানের, চামচ টেবিলের-ওপর রেখে সে বললো, 'রক্ষা করতে চাও এমন কিছু আছে এখানে তোমার?'

'কার হাত থেকে?' জানতে চাইলো রবসন।

'আগুন।'

'না।'

'আমার আছে,' বললো নোলান। বাঙ্করুমে ঢুকলো সে, কিছুক্ষণ পর সিকারে করে কতগুলো জিনিস হাতে ফিরে এলো। 'এক বাক্স কার্তুজ গাছপালার মাঝে লুকিয়ে রাখলে হয়।'

'ঠেকানোর উপায় নেই, না?' জানতে চাইলো রবসন।

'মনে হয় না,' জবাব দিলো নোলান, 'লুকাসের সবার আগে এ-কাজটা করার কথা। সে জানে ঘর বাঁচাতেই—কুঁড়ে ঘর হলেও—যুদ্ধ করে মানুষ। মাথার ওপর একটা আশ্রয় না থাকলে লড়াই করা যায় না।'

কিছু কার্তুজ নিলো নোলান। 'এই বাড়িটা ভালোই জ্বলবে,' বিরস কণ্ঠে বললো সে।

এক বাক্স কার্তুজসহ গাছপালার আড়ালে চলে এলো ওরা, আগাছা আর পাইনের ঝরাপাতা দিয়ে চাপা দিলো ওটা।

এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সরাসরি রবসনের দিকে তাকালো নোলান। 'নরমা কারটিন গ্রিসনকে সত্যি ঘটনাটা খুলে বলবে, তোমার

কি মনে হয়?'

'বোধ হয় না, যদি সত্যি সে লুকাসকে ভালোবেসে থাকে,' জবাব দিলো রবসন।

উপত্যকার ওপর দিয়ে তাকালো নোলান। 'তবু একবার চেষ্টা করে দেখো। মেয়েটার সঙ্গে দেখা করো, ও খুব ভালো। করবে চেষ্টা?'

নোলানের বাহু ধরলো রবসন। 'নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো,' বললো, 'কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছো? আমার সঙ্গে যাবে না?'

'না,' বললো নোলান, 'কোথায় যাচ্ছি তোমাকে বলা যাবে না। এখন আমাদের যে কারো চেয়ে বেনের কাছে তোমার প্রয়োজন অনেক বেশি।'

'দেখ,' শান্ত কণ্ঠে বলতে গেল রবসন, হাত তুলে বাধা দিলো নোলান।

'বাদ দাও,' বললো সে, 'যা করার বুঝেশুনেই করছি আমি।'

'খুন নয় তো?' নোলানের শান্ত চেহারার আড়ালে ক্ষোভের প্রচণ্ডতা অনুভব করতে পারছে পল রবসন।

'আরে না,' বললো নোলান। একসঙ্গে র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এলো ওরা। ঘোড়ার কাছে গিয়ে স্যাডল চাপালো নোলান। 'বেনকে যদি জেল থেকে বের করতে পারো প্রথমেই প্রেস্টনের ওখানে যেতে বলবে, তারপর যেন ব্রুশ ক্যাম্পে আসে—যদি তখনও ওটার অস্তিত্ব থাকে। গরুগুলো পাহাড়ে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ মারটেলের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবো আমি।'

রবসন জানে মারটেলসহ বার-ট্রিয়াঙ্গেলের রাইডাররা এখন উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে দক্ষিণে এগোলো নোলান। রবসনের প্রতি এটা তার আস্থার বহিঃপ্রকাশ, কোনোরকম ভাওতা

দেয়ার চেষ্টা করছে না। আর কেউ হলে এভাবে সোজাসাপ্টা কথা বলতো না। এবং উদ্দেশ্য গোপন করার জন্যে উত্তরে যেতো, মারটেলের কাছে যাচ্ছে বোঝাবার জন্যে। রবসন জানে একটা মানুষের পক্ষে সবসময় রাগ দমন করা সম্ভব নয়। তবে নোলান এখন রাগের বশে কাজ করলেও তাতে ছেলেমানুষির ছাপ নেই।

হেঁটে কোরালে ঢুকলো রবসন, গোটা ছয়েক স্যাডলহর্স ছেড়ে দিলো। তারপর র‍্যাঞ্চহাউসে এসে শক্ত করে দরজা আটকে দিলো। এরপর রওনা হয়ে গেল ক্লিয়ারক্রিকের উদ্দেশে।

একবার একজন রাইডার আসছে টের পেয়ে চট করে গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিলো, কারণ নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রু মুখোমুখি হতে চায় না।

শহর সীমান্তে দাঁড়ানো টিলার মাথায় ট্রেইলের ধারে টো-স্যাকটা পড়ে আছে দেখে স্যাডল থেকে নামলো রবসন, নিজের গানবেল্টটা বেঁধে নিলো, তারপর অন্যান্য অস্ত্র রাস্তার খানিকটা দূরে একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখলো।

আজ শহরের চেহারা একেবারে অন্যরকম। হিচর‍্যাকগুলোয় অল্প কয়েকটা বাকবোর্ড আর স্যাডলহর্স দেখা যাচ্ছে। মহিলারা নিরুদ্বেগ চেহারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।

হোটেলের সামনে ঘোড়া না বেঁধে ফীড স্ট্যাবলের দিকে এগিয়ে গেল রবসন। অসল্যারকে বললো, ঘোড়াটাকে দানাপানি খাইয়ে দলাইমলাই করে দিতে।

মার্শালের অফিসের দিকে একবারও তাকায়নি ও, কিন্তু জানে ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। হঠাৎ অফিস কামরার পেছন-দরজার কথা মনে পড়লো, ওটা জেলে ঢোকার পথ, ওয়াটকিনস সম্ভবত রয়েছে

ওখানে। শিগগিরই জানা যাবে।

হোটেলে ঢুকে রবসন দেখলো কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে লী কারটিন। প্রথমে ওর মনে হলো গরমের চোটে বেচারা বুঝি টিকতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ও ডেস্কের সামনে যেতেই একটা বই নামিয়ে রেখে মুখ তুলে তাকালো ছেলেটা।

'তোমার বোনের সঙ্গে দেখা করবো,' বললো রবসন।

'ও নেই।'

'কোথায়?' জানতে চাইলো রবসন।

'তা তোমার না জানলেও চলবে!' খেঁকিয়ে উঠলো লী।

রাগলো না রবসন। 'আপসে দেখা করতে দিলেই কি ভালো হতো না? দেখা তো করবোই।'

'আমি থাকতে নয়!' গম্ভীর কণ্ঠে বললো লী।

'ও কি ঘুমাচ্ছে?'

লীর কাঁধের নড়াচড়া দেখে রবসন আন্দাজ করলো ছেলেটা বোধ হয় কাউন্টারের আড়াল থেকে অস্ত্র বের করবে। তাই ওকে পিস্তল বের করতে দেখে অবাক হলো না। পিস্তলটার দিকে তাকালো। বিকট দর্শন একটা সিঙ্গল-অ্যাকশন পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট, চকচকে নতুন; ব্যারেলটা আট ইঞ্চি লম্বা। ওটা চালানোর জন্যে বিশাল হাত দরকার, শক্ত হ্যামারটা টানতে বুড়ো আঙুলের সব শক্তি কাজে লাগাতে হবে। এর কোনোটাই লীর নেই। তার ওপর উত্তেজিত হয়ে আছে সে। চট করে হাত বাড়িয়ে দিলো রবসন, তখনো শীর্ণ হাতে পিস্তল বার করার চেষ্টা চালাচ্ছে ঐ ছেলেটা। রবসনের বিশাল হাতের নিচে চাপা পড়ে গেল পিস্তলটার চেম্বার, বুড়ো আঙুল পড়লো হ্যামারটা যেখানে আঘাত করার কথা সেই স্লটে। অবলীলায় ট্রিগারে

টান দিলো ও, বুড়ো আঙুলে বাড়ি মারলো হ্যামার। হ্যাঁচকা টানে পিস্তলটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো লী, শেষে না পেরে ছেড়ে দিলো।

পিস্তলটা কাউন্টারে নামিয়ে রাখলো রবসন।

'চাইলে তুমিও আসতে পারো আমার সঙ্গে,' বললো ও, 'তোমার বোনের কোনো ক্ষতি করতে আসিনি আমি।'

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো লী কারটিন।

এক মুহূর্ত নীরবে ভাবলো রবসন, শেষে বললো, 'আমি চাইলে প্রত্যেকটা কামরার দরজা ভেঙে দেখতে পারি, কিন্তু তাতে ঝামেলায় পড়ে যাবে তুমি। তেমন কিছু নিশ্চয়ই চাও না?' জবাব দিলো না লী। রবসন আবার বললো, 'কেন বুঝছো না, দেখা আমাকে করতেই হবে!'

'কি চাও ওর কাছে?'

'ওর কাছে নিয়ে চলো, তখনই শুনতে পাবে।'

অন্য কেউ হলে রবসনের এই নির্বিকার হাবভাব দেখে খেপে যেতো, কিন্তু লী বুঝতে পারলো নাছোড়বান্দা ও।

রবসন আবার বললো, 'জানি, আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা খারাপ, সেজন্যেই ওকে রক্ষা করার চেষ্টা করছো। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা না করে আমি যাচ্ছি না।'

নরমাকে রক্ষা করার সামর্থ্য রাখে ভেবে মনে মনে গর্ব বোধ করলো লী, তারপর বললো, 'কিন্তু ও যে ঘুমোচ্ছে।'

'সেরকমই আঁচ করেছি। প্রয়োজনটা জরুরি না হলে বিরক্ত করতাম না।'

'ঠিক আছে,' বললো লী কারটিন। কাউন্টারের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো সে, সিঁড়ির পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া করিডর ধরে এগোলো।

ধীর পদক্ষেপে ওকে অনুসরণ করলো রবসন। দ্বিতীয় দরজাটা আস্তে করে খুললো লী, ভেতরে ঢুকলো; মিনিটখানেক পর আবার দরজা খুলে ইশারায় ডাকলো ওকে। কামরায় পা রাখলো রবসন।

নরমার পরনে একটা ধূসর রঙের ফ্লানেল রোব, অবিন্যস্ত বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো।

'কি ব্যাপার, কোনো গোলমাল?' স্বভাবসুলভ সুরেলা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো নরমা, কণ্ঠস্বরে ঘুমের রেশ।

'একটা উপকার চাইতে এসেছি,' বললো রবসন।

'বসো,' রবসনকে বললো নরমা, 'জানালার পর্দা সরিয়ে দাও, লী।'

এতক্ষণ পর্দার ওপাশ থেকে চুঁইয়ে হলদে একটা আভা আসছিলো, পর্দা তুলে দিতেই আলোকিত হয়ে উঠলো পুরো কামরা। রবসনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো রোদ। টুপি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। নরমা বলার পর একটা চেয়ার টেনে বসলো।

পুরোনো ড্রেসারে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো লী।

'কি যেন উপকারের কথা বলছিলে,' বললো নরমা, 'আমি কেন তোমার উপকার করতে যাবো? তুমি কখনো আমার কোনো উপকার করেছো বলে তো মনে পড়ে না।'

'ভুল খবর শুনলাম নাকি, আমি যদ্দুর জানি, লুকাস মিলের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা তোমার।'

লজ্জা পেলো নরমা, প্রতিবাদের দৃষ্টি ফুটে উঠলো তার চোখে। রবসন বুঝলো গত রাতের উপকারের প্রতিদান নিতে চাইলে এটাই তার উপযুক্ত সময়। কিন্তু চেহারায় ভাবনার ছাপ পড়তে দিলো না ও।

'হ্যাঁ,' অবশেষে বললো নরমা।

'বেন ওয়াটকিনস এই মুহূর্তে জেলে,' বললো রবসন,'সকালের দিকে ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছে লুকাস মিল।'

'তাতে আমার কি?'

'অনেক কিছু। কারণ একমাত্র তুমিই জানো লোকটা আসলে ব্রুশ ক্রিক স্ট্যামপিডে মারা গেছে এবং গ্রিসন কেবল তোমার কথাই বিশ্বাস করবে। লাশটা পরে সিলভার ক্রিকে নিয়ে যায় লুকাস, তারপর তার ছজন রাইডারকে দিয়ে সাক্ষী দিয়েছে ওয়াটকিনস নাকি ওয়্যাগন-হ্যামারের গরু স্ট্যামপিড করতে গিয়ে মেরেছে ওকে, ওখানকার জলায় ফেলে ওর গরু মেরেছে। এবং ওর কথা বিশ্বাস করেছে গ্রিসন।'

এক মুহূর্ত চুপ রইলো নরমা, চেহারা ভাবলেশহীন। 'সত্যি বলছো?'

'আমার সামনেই বলেছে সে,' জবাব দিলো রবসন, 'বললাম না, এখন জেলে আছে ওয়াটকিনস।'

'লোকটাকে মেরেছিলো কে?' ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞেস করলো নরমা।

'বোধ হয় আমি,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন। 'গরুর পালের সামনে ছিলো ও, জানোয়ারগুলোকে জলার দিকে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলো আর আমি চাইছিলাম উল্টোদিকে পাঠাতে। আমার উদ্দেশে গুলি ছোঁড়ে সে, আমি পাল্টা গুলি করতে বাধ্য হই। ওর ঘোড়া পা হড়কে পড়ে যায়, আর ছুটন্ত গরুর পায়ের নিচে পড়ে লোকটা।'

'তুমি নিজেই ওয়াটকিনসের সঙ্গে ছিলে তো আমাকে কেন বাঁচা-নোর কথা বলছো?'

একটু সামনে ঝুঁকলো রবসন। 'তোমাকে সত্যি কথা প্রকাশের অনুরোধ করছি। আসল কথাটা গ্রিসনকে জানাও। তারপর সে-ই

স্থির করবে ওয়াটকিনসকে আটকে রাখবে না ছেড়ে দেবে।'

'কেনি তোমার হাতে মারা গেছে, স্বীকার যাবে?'

'কথাটা এখনো ওকে বিশ্বাস করাতে পারিনি,' বললো রবসন।

উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো নরমা। রোদ লেগে আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে উঠলো ওর চুল, শাদাটে ভাব পড়লো রোদে। অবশেষে আধপাক ঘুরে রবসনের দিকে তাকালো সে।

'ভাড়াটে বন্দুকবাজ হয়েও অদ্ভুত সব কথা বলো তুমি।'

কিছু বললো না রবসন। বারবার নরমা আর রবসনের দিকে তাকাচ্ছে লী। রবসন বুঝলো গত রাতের ঘটনা ভাইকে জানায়নি নরমা। ব্যাপারটা ওর একান্ত ব্যক্তিগত বলে তাই।

ঘুরে দাঁড়ালো নরমা, ধীর পদক্ষেপে আবার বিছানায় এসে বসলো, ঘাড় ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকালো, অবশেষে ফিরলো রবসনের দিকে।

'কত কঠিন একটা কাজ করতে বলছো জানো?'

কিছু না বলে মাথা দোলালো রবসন।

'খুব আমোদ পাচ্ছো নিশ্চয়ই?'

হাঁটুর ওপর থেকে টুপিটা একবার তুলে আবার নামিয়ে রাখলো রবসন, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে ক্রমশ।

'আমি তোমাকে জোর করছি না।'

'ঠিক।'

'আমি তোমার পাত্র ঠিক করিনি, এই পরিস্থিতিতে তার আচরণ কি হতে পারে সেটা আমার জানার কথা নয়।'

কেঁপে উঠলো নরমা, লক্ষ্য করলো রবসন, আবার ও বললো, 'তুমি সাহায্য না করলেও ব্যাপারটার ফয়সালা করতে পরাবো আমি।'

আমাকে তুমি যত খারাপই ভাবো না কেন সাহায্য করোনি বলে আমি কখনো তোমার ক্ষতি করবো না।'

'তোমাকে প্রথম দেখে ভুল বুঝেছিলাম আমি', বললো নরমা, 'কিন্তু পরে ভুল স্বীকার করার আর সুযোগ পাইনি। তারপর তো দেখা হলো রাতে।'

'আমার নামটাই হয়তো আমার প্রতি বিরূপ করে তুলেছিলো তোমাকে,' বললো রবসন, এতটুকু কোমল হলো না কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো নরমা। 'গত রাতেই একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললো ও,'লুকাসের কথা বলছি। সে তোমাকে গুলি করতেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে বাধ্য হয়েছি।' এবার রবসনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো নরমা। 'কিন্তু দুনিয়ায় এত লোক থাকতে তোমার মতো একজন ভাড়াটে গানম্যানের কাছে কেন সব শিখতে হবে আমাকে!'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো নরমা, লীর কাছে গিয়ে ওর বুকে মুখ লুকালো। ওকে বাধা দিলো না লী। অল্পক্ষণ পরেই কান্না থামিয়ে রবসনের দিকে তাকালো মেয়েটা। 'তুমি একটু বাইরে দাঁড়াও, আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

লবিতে এসে একটা চেয়ারে বসলো রবসন, পাইপ বের করলো। মনে মনে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলো: নরমা আর লুকাসের প্রেমের এই পরিণতি নিয়তি নির্ধারিত, এতে ওর কোনো ভূমিকা নেই। অবশ্য, নরমা ঠিকই বলেছে, ওদের বিচ্ছেদে প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে রবসন। আনুগত্য আর ন্যায়বিচারের দাবি মেটাতে এখানে এসেছিলো ও, ক্ষীণ আশা ছিলো মনে, মেয়েটাকে তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হয়তো রাজি করাতে পারবে। কিন্তু এখন সফল

হওয়ার পর খারাপ লাগছে।

গ্যাবার্ডিন স্কার্ট, শাদা ব্লাউজ আর বুট পরে বেরিয়ে এলো নরমা। পাইপ পকেটে রেখে এগিয়ে গেল রবসন।

'তোমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি,' বললো ও, 'আমি থাকতে তোমার কোনো ক্ষতি হতে দেবো না।'

'তোমার মতো গানম্যানের মুখেও অবাস্তব শোনাচ্ছে কথাটা,' জবাব দিলো নরমা। 'চলো।'

'দাঁড়াও,' স্থির দাঁড়িয়ে বললো রবসন, 'আগে বলো আমার কথা তুমি বিশ্বাস করেছো?'

'ইচ্ছা থাকলেও বিশ্বাস করতে পারবো না,' বললো নরমা,'লুকাসকে আমি চিনি। তোমাকে খুন করার শপথ নিয়েছে সে আগেই।'

নরমার দৃষ্টিতে শঙ্কার ছায়া দেখলো রবসন। মেয়েটাকে মিলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বলে এখন অনুশোচনা হলো। অবশেষে শুধু বললো, 'এ-ধরনের হুমকি আগেও অনেক দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। আমি জানি তুমি সাহসী, কিন্তু এই লড়াইতে সাহসের চেয়ে লোকবলই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'এর আগে অনেক লড়াই থেকে জ্যান্ত ফিরে এসেছি আমি,' বললো রবসন, 'সেজন্যেই বলছি কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

শহরের অবস্থান উপত্যকার গভীরে বলে দ্রুত অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এখানে। রবসন আর নরমা যখন হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায় তখন গোধূলির আবছা অন্ধকার। শেরিফের অফিসের দিকে এগোলো ওরা। নরমার দিকে একবার তাকালো রবসন, ম্লান ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা। আমার বদলে যদি নোল্যান-আসতো! ভাবলো ও।

যথারীতি ডেস্কে বসে আছে শেরিফ গ্রিসন। প্রথমে ওদের দেখতে পেলো না সে, চোখের সামনে একটা পত্রিকা ধরে আছে। হঠাৎ নরমার ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলো, চট করে উঠে দাঁড়ালো। এবার রবসনকে দেখলো। তার অভিজ্ঞ চোখে সতর্ক কৌতূহলের ছাপ পড়লো।

'বসো, নরমা,' ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে বললো সে।

'ওয়াটকিনসকে নিতে এলাম,' বললো রবসন।

'চেষ্টা চালিয়ে যাও,' বললো গ্রিসন, 'এবার কি অজুহাত দেখাবে?'

'ধরো যদি প্রমাণ করতে পারি মিলের কথা নির্জলা মিথ্যা, আসলে বার-স্টিরাপের গরুস্ট্যামপিড করার সময় বার-স্টিরাপের মাঠেই মারা গেছে কেনি, তাহলে নিশ্চয়ই ওয়াটকিনসের বিরুদ্ধে মামলাটা খারিজ হয়ে যাবে?'

'সেটা সম্ভব হলে তো সকালেই করতে,' আস্তে করে বললো গ্রিসন।

'আমি প্রমাণ করতে পারবো,' চট করে বললো নরমা, 'লুকাস আর ডারউইনের কথার চেয়ে আমার কথার কি বেশি গুরুত্ব দেবে তুমি?'

'নিশ্চয়ই!' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো শেরিফ।

'রবসনের কথাই সত্যি,' নিরাবেগ কণ্ঠে বললো নরমা, 'সিলভার ক্রিকে টোপ হিসাবে গরুগুলো রেখেছিলো লুকাস, ওর ধারণা ছিলো, ওয়াটকিনস ওখানে হামলা চালাবে এবং এই সুযোগে বার-স্টিরাপের ব্রাশ ক্রিক লাইন ক্যাম্পে স্ট্যামপিড চালাবে সে। কিন্তু বুদ্ধির খেলায় ওকে হারিয়ে দিয়েছে ওয়াটকিনস, আগেই ওখানে প্রস্তুত হয়ে বসে-ছিলো সে। স্ট্যামপিড শুরু হলে—'

'দাঁড়াও,' বাধা দিলো গ্রিসন, 'তুমিও ছিলে নাকি?'

'ছিলাম।'

'কেন?'

রবসনের দিকে একবার তাকালো নরমা, তারপর বললো, 'লুকাসকে তুমি চেনো, শেরিফ···এটাই ওর স্বভাব।'

'হামবড়াই ভাবের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, আমার কাছে সব সময় নিজেকে বিরাট কিছু হিসাবে জাহির করতে চায় সে।'

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলো নরমা। 'ওয়াটকিনসের প্রায় সব গরু সল্ট লিক-এর ওদিকে ছিলো। লুকাসের পরিকল্পনা ছিলো পুবের রিজ পার করিয়ে ওগুলোকে গিরিখাদে ফেলার। বার-স্টিরাপের লোকেরা ওদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে দ্রুত পাল্টা ব্যবস্থা নেয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই গুলি বিনিময় হয় এবং কেনি চোট পায়, পরে ছুটন্ত গরুর পায়ের নিচে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়।'

'ওকে গুলি করেছিলো কে?'

'আমি,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন। 'আমি তখন গরুগুলো যাতে গিরিখাদের দিকে বাঁক নিতে না পারে সেটা দেখছিলাম। আমাকে প্রথম গুলি করে কেনি, আমিও পাল্টা গুলি চালাই। তারপর ওর পড়ে যাবার শব্দ পাই।'

বাইরে সাইডওঅকে উঠে এসেছে কে যেন, টের পেলো রবসন, হাঁপাচ্ছে লোকটা। ঘাড় ফেরাতেই দেখলো ভেতরে ঢুকছে পিকেট।

'অ্যামোস,' মৃদু কণ্ঠে বললো মার্শাল, 'ওয়াগন-হ্যামার থেকে দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে লুকাস মিল।'

দ্রুত নরমার দিকে তাকালো রবসন। গোধূলির আবছা অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে রক্ত সরে গেছে মেয়েটার চেহারা থেকে। দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল গ্রিসন ওঅল-গানর্যাক থেকে একটা রাইফেল নিয়ে নীরবে

পিকেটকে দিলো। রবসনের দিকে একবার তাকালো মার্শাল। বললো, 'বাতি জ্বেলোনা যেন, অ্যামোস।' সিঁড়িতে ফিরে গেল সে।

'ওয়াটকিনসকে উদ্ধার করতে এসেছো নাকি নিজেকে ফাঁসাতে এসেছো?' রবসনকে জিজ্ঞেস করলো গ্লিসন।

'রাসলিং ঠেকাতে গিয়ে আত্মরক্ষার খাতিরে হত্যার দায়ে কাউকে কখনো গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শুনিনি আমি, যদি না শেরিফ নিষ্কর্মা হয়,' বললো রবসন।

একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল গ্লিসন, পরক্ষণে ধীরে ধীরে আটকে রাখা দম ছাড়লো, বাইরে একাধিক ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল তার নিঃশ্বাসের শব্দ।

বাইরে খুরের শব্দ বদলে গেছে বুঝতে পারলো রবসন। হঠাৎ থেমে গেল সব আওয়াজ।

লুকাস মিলের গলা শোনা গেল।

'নরমা কি এখানে, অরভিল?'

'হ্যাঁ,' অলস কণ্ঠে জবাব দিলো পিকেট।

'রবসনও?'

'স্যাডল থেকে নড়ো না, লুকাস,' ওকে সতর্ক করে দিলো পিকেট।

'ব্যাটাকে বাইরে আসতে বলো!'

রবসনের কাছে এসে ওর পিস্তল বের করে নিলো গ্লিসন, নামিয়ে রাখলো ডেস্কে, তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো।

খুব ধীরে দরজার দিকে ফিরলো রবসন, বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে পাকস্থলীতে: দরজায় দাঁড়িয়ে লুকাসকে পিকেট বললো, 'রবসন নিরস্ত্র, লুকাস। তবে আমার হাতে একটা রাইফেল আছে।'

লুকাসের পেছনে রাস্তার ওপর অনেকটা অর্ধবৃত্তাকারে জটলা

পাকাচ্ছে তার রাইডাররা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় একটা-দুটো করে বাতি জ্বলে উঠছে ওপাশের দালানগুলোয়।

দরজায় অরভিল পিকেটের পাশে দাঁড়ালো রবসন। 'কি বলতে চাও?' জিজ্ঞেস করলো মিলকে।

নীরব অন্ধকারে পরিষ্কার উদ্ধত কণ্ঠে লুকাস বললো, 'শোনো, রবসন, সুযোগ পেলে বেশ্যা মেয়েটা তোমাকে ফাঁসিয়ে দিতেও কসুর করবে না, এই বলে দিলাম!'

দুকদম সামনে বাড়লো রবসন, হিচর‍্যাকের নিচ দিয়ে বেরিয়ে এলো। রাইফেলটা কাঁধে তুললো পিকেট।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো রবসন। 'নামো স্যাডল থেকে!'

'না, লুকাস!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো পিকেট।

একটু উঁচু হলো লুকাসের মুখ, কোমরের কাছে দুহাত এক হলো তার, দ্বিধায় ভুগলো সে মুহূর্তের জন্যে, তারপর বাক্‌ল খুলতেই গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো হোলস্টারসহ পিস্তল, স্পারে লেগে ঝুনঝুন শব্দ তুললো একবার, তারপর থপ করে মাটিতে পড়লো।

'তোমার নিকুচি করি!' শান্ত কণ্ঠে বললো মিল। স্যাডল থেকে নেমেই রবসনের দিকে পা বাড়িয়েছে সে। রাইফেলটা কোমরের কাছে ধরে রেখে হিচর‍্যাকের নিচ দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো পিকেট।

রবসনের সামনে এসে থামলো লুকাস।

'তোমার মতো পাগল নরমাকে গালমন্দ করলেও সহ্য করবো না আমি!' তাকে বললো রবসন।

ওর কথা শেষ হওয়ামাত্র সপাটে ঘুসি হাঁকালো লুকাস মিল। চোখে সর্ষে ফুল দেখলো রবসন, অসাড় হয়ে গেল ওর মুখ, আছাড় খেয়ে পড়ার দশা হলো। কি যেন ঠেকলো পিঠে, বুঝতে পারলো ওটা হিচ-

র‍্যাক, মড়মড় করে উঠলো, সাইডওঅকের ওপর আছড়ে পড়লো রবসন হিচর‍্যাক ভেঙে।

চট করে আবার উঠে দাঁড়ালো ও, দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, ব্যথায় অস্থির। এগোলো লুকাসের দিকে।

'আমি কিন্তু শুরু করিনি মারপিটটা,' বললো, কিন্তু থামলো না, ঠোঁটজোড়া ফুলে গেছে ওর। লুকাসের আরেকটা ঘুসি হজম করলো, পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ বেগে পাল্টা আঘাত হানলো, জায়গামতো পড়লো ঘুসিটা। একেবারে মুখোমুখি হলো ওরা। শরীরের সব শক্তি এক করে একের পর এক ঘুসি মেরে চললো রবসন। ব্যথায় গোঙাচ্ছে লুকাস, পিছোচ্ছে ক্রমশ। হঠাৎ দূরে সরে গেল ওরা। তারপরই এলোমেলো পায়ে সামনে এগিয়ে গেল রবসন, সঙ্গে সঙ্গে জোরসে আঘাত করলো লুকাস, রবসনের মনে হলো ওর মাথাটা বুঝি ফেটে গেছে।

এবার মরিয়া হয়ে সামনে বাড়লো রবসন, রুখতে ব্যর্থ হলো মিল। রবসনের ঘুসিগুলো ওর পাঁজরে আঘাত হানছে। প্রাণ বেরিয়ে যাবার দশা হলো মিলের।

পিকেটকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে এখন ওরা। এক সময় হিচর‍্যাকের দিকে পিছন ফিরলো লুকাস। দুজনই টের পেলো ব্যাপারটা। দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো মিল।

এগিয়ে গেল রবসন। বাউলি কেটে এড়িয়ে গেল লুকাসের আঘাত-গুলো, ওর একেবারে কাছে পৌঁছে গেল। হাঁপাচ্ছে লুকাস। আবার ওর বুকে আঘাত হানলো রবসন। হঠাৎ ওর সামনে থেকে অদৃশ্য হলো লুকাস মিল।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো রবসন, খুঁজলো মিলকে। হিচর‍্যাকটা লুকাসের পেছনে ছিলো, ওটার ওপরই বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়েছে সে।

যা হোক উঠে দাঁড়ালো দুজন, মুখোমুখি হলো ফের। দেরি করলো না রবসন, ক্ষিপ্রহাতে আক্রমণ শানালো। লুকাসের চোয়াল আর চিবুকে লাগলো আঘাতগুলো। সতর্ক হবার কোনো সুযোগই পেলো না সে।

আবার ঘুসি চালালো রবসন। টলমল পায়ে পিছিয়ে যেতে লাগলো লুকাস। অবশেষে স্টোরের জানালার ওপর আছড়ে পড়লো সে, ঝন-ঝন শব্দে কাচ ভাঙলো। জানালার ওপাশে উধাও হলো মিলের ঊর্ধ্বাংশ, মেঝের সঙ্গে তার মাথার টক্কর লাগার শব্দ শোনা গেল। নড়লো না লুকাস, আস্তে আস্তে একপাশে কাত হলো তার মাথা, শান্ত ভঙ্গিতে চিৎপটান অবস্থায় পড়ে রইলো সে। কয়েক টুকরো কাচ পড়ে আছে তার বুকের ওপর। বাইরে পা দুটো ঝুলছে, ছুঁই ছুঁই করছে সাইডওঅকের পাটাতন।

হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে রবসন, সামলাতে পারছে না। মুখের রক্ত মোছার জন্যে হাত তুলতে গেল, জোর পেলো না।

সবাই নীরব।

হঠাৎ স্বভাবসুলভ বিষণ্ণ কণ্ঠে পিকেট বলে উঠলো, 'ওয়্যাগন-হ্যামারের রাইডাররা ভাগো। ওকে প্যালেস স্যালুনে পৌঁছে দেবো আমরা।'

ঘুরে ওদের মুখোমুখি হলো রবসন, দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। আগের মতোই অর্ধবৃত্ত তৈরি করে অপেক্ষা করছে ওরা। রাস্তার উল্টোদিকের আলোর পটভূমিতে ভৌতিক ছায়া বলে মনে হচ্ছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে এলো নরমা কারটিন, কাছে এসে রবসনের হাত ধরলো। ওর পেছন পেছন বের হয়ে এলো গ্রিসন, তার হাতের ভাঁজে একটা শটগান।

রাইডারদের মধ্য থেকে কথা বলে উঠলো ডারউইন। 'শুনে রাখো, রবসন, ওয়াটকিনসকে জ্যান্ত জেল থেকে বের হতে দেবো না আমরা!'

গ্রিসনের পাল্টা জবাব যেন চাবুকের মতো আঘাত হানলো।

'জলদি ভাগো, ডারউইন, নইলে শান্তি রক্ষার খাতিরে আমার হাতে মরতে হবে তোমাকে!'

নেহাত অনীহার সঙ্গে সবার আগে এগোলো ডারউইন, ওকে অনুসরণ করলো অন্যান্য রাইডার।

সহজ কণ্ঠে রবসনের উদ্দেশে নরমা বললো, 'উচিত কাজ করেছো তুমি, পল।'

নরমার চোখে এই প্রথম আশার দ্যুতি দেখলো রবসন।

'আমি তো আগেই কথা দিয়েছি,' বললো ও।

মিলিয়ে গেল নরমার চোখের দ্যুতি, তবে রবসনের হাত ছাড়লো না সে।

'একটা রুমাল দরকার আমার,' বললো রবসন, 'আর পিস্তলটা।'

এখনো একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে পিকেট, অপস্রিয়মান রাইডারদের দেখছে, বেপরোয়া ভাব।

রবসনের কাছে এলো অ্যামোস গ্রিসন।

'শাস্তিটা ওর জন্যে একটু বেশি হয়ে গেছে,' শান্ত কণ্ঠে রবসনকে বললো সে। 'নরমাকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো। যথাসময়ে বেনকে ছেড়ে দেবো আমরা।'

রবসনের পিস্তল ফিরিয়ে দিলো গ্রিসন, ক্লান্ত হাতে গানবেল্ট পরলো রবসন।

ঘুরে দাঁড়াতেই পিকেট বললো, 'দারুণ দেখালে, রবসন!'

নীরবে এগোলো ওরা। রবসন জানে না কখন বোর্ড সাইডওআকে

উঠে এসেছে। আবার যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই, কেউ কেউ শুভেচ্ছার দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

হোটেলের দরজায় পৌঁছুলে নরমা বললো, 'নোংরা হয়ে গেছে তোমার চেহারা। ভেতরে এসো, হাত-মুখ ধুয়ে নাও।'

'ওয়াটকিনস এখনো ছাড়া পায়নি,' জবাব দিলো রবসন, তারপর এতক্ষণ যে কথা ভেবে তলে তলে অস্থির বোধ করছিলো সেকথাটা বললো, 'এরপর এখানে থাকা তোমার জন্যে কঠিন হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো নরমা।

'আর কোথাও চলে যেতে পারবে না?'

'না।' রবসনের বাহু ধরে মৃদু হাসলো নরমা, 'আসলে অনেক আগেই এই জীবন বেছে নিয়েছি আমি, পল।'

'কিন্তু তোমাকে জোর করে নিশ্চয়ই আটকে রাখতে পারবে না সে?'

'লোকটা এমনিতেই বদমেজাজী,' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললো নরমা, 'তবু যদি আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো আচরণ করতো তাহলে হয়তো এভাবে তার শত্রুর পক্ষে দাঁড়াতাম না।'

'ঠিক,' বললো রবসন, 'যাক গে, আমি তো বলেইছি, তোমার কোনো ক্ষতি হতে দেবো না। আমি আমার কথা রাখবো।'

'ইতিমধ্যে তা রেখেছো তুমি।'

'কিন্তু ঝামেলা এখনো মেটেনি,' আবার বললো রবসন।

'আমার তো মনে হয় না তোমার আর কিছু করার আছে,' বললো নরমা, 'তুমি আমার কাছে আসামাত্র এমন কিছু ঘটবে বুঝে গিয়েছিলাম আমি, তবু তোমার কথায় রাজি হয়েছি। এবার বাকিটা আমাকে আমার মতো করে সামলাতে দিলেই বোধ হয় ভালো হয়।' একটু হেসে ঘুরে দাঁড়ালো নরমা। 'একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম, শুধরে

দিয়েছো বলে ধন্যবাদ।'

ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো রবসন, মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো, নিজেকে সংযত করতে পারলো না।

এগারো

বুক ভর্তি জমাট ক্রোধ নিয়ে রবসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দক্ষিণে রওনা হলো নোলান। এতদিন যেন ছাই-চাপা-আগুনের মতো ছিলো এই ক্রোধ, হঠাৎ আবার বিস্ফোরিত হয়েছে। আগেও একবার এরকম ফুঁসে উঠেছিলো সে। একজন প্রাণ দিয়েছিলো সেবার ওর হাতে, তারপর ও পালিয়ে চলে এসেছিলো এখানে। সেই হত্যাকাণ্ডের জন্যে কখনো অনুতাপ হয়নি ওর। কিন্তু এবার হয়তো ভুগতে হবে। অবশ্য কাজটা যেভাবে করতে যাচ্ছে তাতে খুব বেশি খারাপ লাগার কথা নয়। তাছাড়া, দুঃখ করার সময় হয়তো পাবে না, তাই পরোয়া করছে না ও। লুকাস মিলের চেহারা ভেসে উঠলো নোলানের চোখের সামনে। শালা, মিথ্যুক! কি জঘন্য চক্রান্ত করেছে ব্যাটা! পরমুহূর্তে ওয়াটকিনসের কথা মনে পড়লো। এখন অসহায় অবস্থায় জেলে আটকে আছে বেচারা। ভুলে থাকার চেষ্টা করলো সে। আরো

প্রবল হয়ে উঠলো ওর আক্রোশ।

সবার আগে ভাঙাচোরা একটা কেবিনের সামনে ঘোড়া থামালো নোলান, বিনয়ের সঙ্গে নাশতার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে স্যাডলে বসেই আলাপ করলো রঙ-জ্বলা বিব ওভারঅলস পরা এক লোকের সঙ্গে। বারবার নোলানের ঘোড়ার কাছ থেকে একটা নেড়ি কুকুর সরানোর চেষ্টা করছে লোকটা, তার সারা শরীরে ময়লার পুরু আস্তরণ, কতদিন গা ধোয়নি, খোদামালুম! অবশেষে লোকটা ওর সঙ্গে রওনা দিলে থেমে গেল কুকুরটার উৎপাত। নোলানের দ্বিতীয় বিরতির জায়গাটাও প্রায় প্রথমটার মতো। কেবিনবাসী শাদাচুলো লোকটা ফিরিয়ে দিলো ওকে। নোলানের প্রতিটি কথার জবাবে সবেগে মাথা নেড়ে চললো। তবে পরের তিনজন মন দিয়ে শুনলো কথা এবং যোগ দিলো সঙ্গে। কোনো কোনো জায়গা থেকে দু-তিনজন লোকও পাওয়া গেল।

এরপর খুদে র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে দেখা করলো নোলান। প্রায় সবাই রাজি হলো ওর প্রস্তাবে। ওদের প্রত্যেকের চেহারায় বিষণ্ণ ভাব, সন্দেহের চোখে দেখছে প্রথম দলের লোকগুলোকে। তবে ওদের ব্যাপারে আপত্তি তুললো না কেউ। প্রথম দলের লোকদের পাঠিয়ে খবর দিয়ে আরো কিছু লোক জোগাড় হলো। বিকেলের মধ্যেই ওয়াগন-হ্যামার রেঞ্জের বেশ ভেতরে একটা ছোট কেবিনে হাজির হলো ওরা।

'একই কথা আবার বলার দরকার দেখছি না,' সবার উদ্দেশে বললো নোলান। 'ব্যাটাকে শায়েস্তা করার এটাই সেরা মওকা। হারামজাদা আমাদের জ্বালিয়ে খাচ্ছে,' একটু থামলো সে, 'ঠিক কিনা?'

যার যার মতো করে নোলানের কথায় সায় দিলো সবাই।

উপস্থিত প্রতিটি লোকের প্রতি তীব্র ঘৃণা বোধ করছে নোলান। ভীতু কাপুরুষগুলো একজোট হবার পর এখন সাহস দেখাচ্ছে! নিজের ওপরও রাগ হলো ওর। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, লোক বাছতে ভুল হয়নি। এরা সবাই লুকাস মিল এবং তার ওয়্যাগন-হ্যামার র‍্যাঞ্চের ওপর বীতশ্রদ্ধ। প্রায় সবাই স্কোয়াটার, জোর করে ওদের উৎখাত করেছিলো মিল। বাকিরা খুদে র‍্যাঞ্চার, বিভিন্ন কারণে লুকাসের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। ওদের সামনে একটা প্রস্তাব রেখেছে নোলান। ওরা সাহায্য করলে রাত পোহাবার আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে লুকাস মিল। ওরা কি ঝুঁকি নিতে রাজি আছে? দেখা যাচ্ছে কারো আপত্তি নেই।

'বড় জোর ছ-সাতজন লোক পাহারা দিচ্ছে লুকাসের গরু,' বলে চললো নোলান, 'ওদের একজনকেও ছাড়া যাবে না। বোঝা গেছে?'

সবার মুখের হাসি দেখে বোঝা গেল ওরা বুঝেছে।

'সব গরু জড়ো করতে হবে, তা বলছি না, তবে অন্তত অর্ধেকের বেশি যেন হয়। চরানোর সুবিধার জন্যে ওয়্যাগন-হ্যামারের প্রায় সব গরুই এখন এদিকে রেখেছে লুকাস, তোমাদের কষ্ট হবে না। বেশি খোঁজাখুঁজির দরকার নেই, সামনে যেগুলো পাবে তাড়িয়ে নেবে, কারণ নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। সন্ধ্যার আগেই আলামোসিটা স্প্রিংস-এ যাবার চেষ্টা করবে।'

'মনে হচ্ছে বেশ কিছু তাগড়া গরু নষ্ট হবে, নোলান,' বললো একজন।

'এসব গরু বাঁচিয়ে রাখলে ক্রিয়ারক্রিকে নতুন জেলখানা বানাবে ওরা তোমাদের জন্যে,' সোজাসাপ্টা বললো নোলান। কথাটা মেনে নিলো সবাই।

'একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে না, নোলান। লুকাস চুপ করে বসে থাকবে?' জানতে চাইলো আরেকজন।

'বলেছি তো, এখন লড়াইয়ের চিন্তায় ব্যস্ত সে। আমাদের পরিকল্পনা সফল হলে বন্দুকবাজ পোষার মতো টাকা থাকবে না তার, ফলে আমাদের আর ক্ষতি করার পথ পাবে না। অবশ্য এ লড়াইতে এমনিতেই তার জেতার সম্ভাবনা কম।'

যার যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। মোট চল্লিশজন, গুনলো নোলান।

বিষণ্ণ চেহারার এক র‍্যাঞ্চার নোলানের পাশে ঘোড়া থামিয়ে ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'ওরা ওয়্যাগন-হ্যামারের সব রাইডারকে হত্যা করবে, নোলান,' ভারি গলায় বললো সে।

'আর কোনো উপায় জানা আছে?' জিজ্ঞেস করলো নোলান।

'না। এনিয়ে চিন্তা করারও ইচ্ছা নেই আমার।'

'আমারও,' র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকালো নোলান। 'পিছটান দিতে চাও?'

মাথা নাড়লো র‍্যাঞ্চার। 'না। এরকম একটা দিনের জন্যে এত বছর ধরে অপেক্ষা করছি···আচ্ছা, তোমার কথায় সবাই রাজি হলো কেন?'

'কুকুরের লড়াই দেখেছো কখনো?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো নোলান। 'হেরে যাওয়া কুকুরের ওপর হামলে পড়ে বাকিগুলো। ওদের ধারণা মিলের দিন শেষ—শেষের পথে। আসলেও তাই।'

চারবার কিছু সময়ের ব্যবধানে গুলির আওয়াজ পেলো নোলান, কাজে ব্যস্ত থেকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলো। বিরক্তিকর কাজ। তবে লুকাসের মস্পণ রেঞ্জে তেমন গাছপালা নেই বলে খুব একটা কষ্ট

হচ্ছে না। লড়াইয়ের সম্ভাব্য ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে, এখানে গরু চরানোর ব্যবস্থা নিয়েছিলো লুকাস মিল। ব্যাপারটা আগেই আন্দাজ করেছিলো নোলান। এবং গত হপ্তায় ওয়্যাগন-হ্যামার রেঞ্জে গিয়ে গরু না দেখে নিশ্চিত হয়েছে। বোকার মতো কাজ করেছে এটা লুকাস। অহঙ্কারের চোটে খাটো করে দেখেছে ওয়াটকিনসকে। ভেবেছে, বড়জোর ওয়্যাগন-হ্যামারের সীমানায় চোরাগোপ্তা কিছু আক্রমণ চালাবে হয়তো ওয়াটকিনস, ব্যস ; তো গরুগুলো দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে ওইসব আক্রমণে কোনো ক্ষতিই হবে না। ওর সীমানায় বসবাসকারী নেস্টরদের গুনতিতে ধরেনি লুকাস।

ইঁদুর কখনো সিংহকে খেপাতে যায় না। অথচ সেটাই ঘটতে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে লুকাসকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে তারা।

যেদিকে চোখ যায় দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট গরুর পাল তাড়িয়ে সামনের উপত্যকায় জড়ো করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে লোকজন। শ-পাঁচেকের মতো গরু জড়ো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। উত্তর আর দক্ষিণেও একই রকম আরো অন্তত ছ থেকে আটটা পাল আছে।

উপত্যকার ওপর দিয়ে স্প্রিংস-এর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গরুগুলো। চলার পথে আপনাআপনি আরো গরু ভিড়ে যাচ্ছে স্রোতের সঙ্গে। তাছাড়া স্বাস্থ্যবান গরুগুলো একান্ত বাধ্য। চমৎকার গতিতে এগোতে লাগলো। বারবার সূর্যের দিকে তাকাচ্ছে নোলান, ভাবছে, কোনোভাবে যদি গায়েব করে দেয়া যেতো ওটা! অথচ মাত্র তিন ঘন্টা আগে আরো আলোর জন্যে প্রার্থনা করছিলো ও। এখন দেখা যাচ্ছে দিনের আলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

ওরা যখন স্প্রিংস-এ পৌঁছুলো তখন গোধূলির আবছা অন্ধকার

নেমে এসেছে। অবশ্য এই অন্ধকারেও ক্রিকের পাশে বিশাল গরুর পালের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে।

হঠাৎ কেন যেন রবসনের কথা মনে পড়লো নোলানের। রবসন কখনো এমন কিছু করতো না, জানলে বরং বাধা দেয়ার চেষ্টা করতো।

মাত্র কয়েক ঘন্টার পরিচয়, অথচ রবসনকে ভালোবেসে ফেলেছে নোলান, বুঝে গেছে ওর চরিত্র। এই রকম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পছন্দ করার মানুষ নয় ও, নোলানও তাই ; কারণ এর ফলে দুঃখের পাহাড় নেমে আসবে অসংখ্য পরিবারের ওপর। এবং এই যুদ্ধের কোনো শেষ নেই। কিন্তু, নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করলো নোলান, আসলে এখানে ওর কোনো দোষ নেই। ওয়াটকিনসের বিরুদ্ধে মিথ্যা চক্রান্ত করে লুকাস অনিবার্য করে তুলেছে এটা।

স্যাডলে বসে নিচের উপত্যকায় রাইডারদের চিৎকার আর হট্টগোল শুনতে শুনতে মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো নোলান।

পরক্ষণে আবার সামলে নিলো। এখন আর ফেরার উপায় নেই।

সামনে আরো কঠিন কাজ। দুর্বল ঘোড়ার পিঠে বসা ওই কাপুরুষগুলোর সাহায্যেই এই বিশাল পালটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে গন্তব্যে।

অন্ধকার আরো গাঢ় হলে গরু নিয়ে এগোলো ওরা। ট্রেইল ড্রাইভের কায়দায় সামনে দুজন রাইডার পাঠালো নোলান, সামনের গরুগুলো তাদের অনুসরণ করতে লাগলো। ছিটকে যাওয়া গরু সামলানোর জন্যে দুপাশে যথেষ্ট লোক রাখা হলো। বাকিরা রইলো পেছনে। অন্ধকারে বিনাবাধায় পুব দিকে চললো ওরা।

নোলানের অনুমান ঠিক হলে এই পালে প্রায় হাজার পাঁচেক গরু আছে—লুকাসের মোট গরুর দুই তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি। ঘুরে ঘুরে

একাধিক দলের লোকদের সঙ্গে কথা বললো নোলান। ওয়্যাগন-হ্যামারের রাইডারদের সঙ্গে মোকাবিলা হয়েছে ? হ্যাঁ। শুয়োরের বাচ্চাদের পাওনা মেটাতে কষ্ট হয়নি। ওদের মধ্যে তিনজন লড়াই করতে গিয়েছিলো, শেষ করে দেয়া হয়েছে। উত্তর-পুবে গাছে ছাওয়া একটা উপত্যকায় একটা লাইন-ক্যাম্প ছিলো, জানতে পেলো নোলান।

'পুড়িয়ে দিয়েছো ?' নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞেস করলো নোলান।

'আলবৎ !' হাসতে হাসতে জোর গলায় বললো একজন।

'অবশ্য আগেই পটল তুলেছিলো ব্যাটারা,' শান্ত কণ্ঠে বললো আরেকজন।

চট করে সরে এলো নোলান, অসুস্থ বোধ করছে। সবার সঙ্গে আলাপ শেষে বোঝা গেল, আটজন রাইডার ওয়্যাগন-হ্যামারের গরু পাহারা দিচ্ছিলো, মাত্র একজনকে রেহাই দেয়া হয়েছে। একটা বক্স ক্যানিয়নে পাকড়াও করা হয় লোকটাকে, হাত-পা বেঁধে একটা ঝোপে ফেলে দেয়া হয়েছে। ঘোড়াটা তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা।

রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা সহজ হয়ে এলো নোলান। কেউ যদি এখন মিলের কাছে খবর নিয়ে যায়ও, ওদের অনুসরণ করা কঠিন হবে। আকাশেও চাঁদ নেই আজ, নিকষ অন্ধকার চারদিকে। ওদের গন্তব্য আর মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে। ইতিমধ্যে লুকাসের সীমানা পেছনে ফেলে এসেছে ওরা, পুবের এই অঞ্চল ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডারদেরও অপরিচিত।

কিন্তু নোলান বুঝতে পারছে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও। আর বেশি সময় টিকতে পারবে না। সাধ্যের অতীত একটা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে স্রেফ আনুগত্যের খাতিরে, প্রচণ্ড ক্রোধ গতি জোগাচ্ছে

ওদের। পাঁচ হাজার গরুর বিশাল পালটা প্রায় মাইলখানেক লম্বা, রাতের অন্ধকারে এগুলোকে নিয়ে আর দেরি করার কথা ভাবতে পারছে না নোলান, অসহনীয় হয়ে উঠেছে সব। হঠাৎ মনে পড়লো বিকেল থেকে আর সিগারেট খাওয়া হয়নি ওর, একটা সিগারেট রোল করলো, কিন্তু দেশলাই জ্বালার সাহস হলো না, যদিও জানে দেশলাইয়ের আলোর চেয়ে আরো অনেক দূরে যাচ্ছে গরুর খুরের শব্দ। খিস্তি করে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেললো সে, ঘোড়া সামনে বাড়ালো। বোঝে দ্রুত কিছু করার নেই, তবু উত্তেজনা প্রশমিত করার চেষ্টা করলো।

আস্তে, অসম্ভব আস্তে এগোচ্ছে গরুগুলো। মাইলখানেক সরে এলো নোলান। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো। রাতের স্বাভাবিক শব্দ ছাড়া কিছুই কানে এলো না। ফিরে আসবে, হঠাৎ মনে হলো গুড়ুগুড়ু একটা শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে, তারপর ভাবলো, মনের ভুল। ওর অনুপস্থিতিতে ঝামেলা হতে পারে ভেবে চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো সে, পালের কাছে ফিরে এলো। না, কোথাও কোনো গোলমাল হয়নি। নোলানের মনে হলো এতক্ষণে একইঞ্চিও এগোয়নি গরুগুলো।

আসলে কিন্তু বেশ খানিকটা এগিয়েছে পালটা। গরুগুলো যাতে ভড়কে না যায় সেজন্যে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে সামনের দিকে চলে এলো নোলান।

'আর কতদূর ?' জানতে চাইলো ও।

'সামান্য,' জবাব দিলো সামনের দুজনের একজন।

'ঠিক করে বলো !' কর্কশ কণ্ঠে বললো নোলান।

'জানি না। এটুকু বলতে পারি, চূড়া পেরিয়ে এসেছি আমরা,

এখন দীর্ঘ ঢালে রয়েছি।'

'শোনো,' বললো নোলান, 'সময় থাকতেই আমাকে খবর দেবার জন্যে কাউকে পেছনে পাঠিয়ে সরে পড়বে। আর যাই করো, গুলি ছুঁড়তে যেয়ো না যেন।'

মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো গরুগুলো। ক্ষণে ক্ষণে ডাকছে দু-একটা, যেন এই অবিরাম পথ চলার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কানে লাগছে খুরের আওয়াজ।

গরুর পালের পাশের রাইডারদের অতিক্রম করার সময় ওদের গান গাইতে দেখলো নোলান, যেন গরুগুলোকে বোঝাতে চায় ওরা বন্ধু, শত্রু নয়।

পেছনের লোকগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে নোলান, এমন সময় ঘটলো অঘটন। হঠাৎ রাতের অন্ধকার চিরে দিলো একটা বুলেট, পরক্ষণে পেছন থেকে ভেসে এলো আরো কয়েকটা গুলির শব্দ। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবালো নোলান, সবচেয়ে কাছের লোকগুলোর উদ্দেশে ছুটলো।

'শেষ পর্যন্ত ওদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করো!' চিৎকার করে নির্দেশ দিলো ও। তিক্ত কণ্ঠে খিস্তি করে উঠলো, অক্ষম মনে হচ্ছে নিজেকে। ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার পালের দিকে এগোলো নোলান। চলার ওপরই হ্যাঁচকা টানে পিস্তল বের করলো, একসঙ্গে চললো ওর চিৎকার আর গুলি। হতচকিত গরুগুলোর ঠিক পেছনে পৌঁছে গেল ও। এবার দুপাশের রাইডারদের চিৎকার আর গুলির আওয়াজ কানে এলো। একটা স্ট্যাম্পিডের লক্ষণ বোধ হয় টের পেয়েছে ওরা।

মাত্র কয়েক মুহূর্তে, প্রায় চোখের পলকে, ঝড়ের গতি লাভ করলো গরুর পাল। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো নোলানের।

পেছনের গুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে দ্রুত ছুটছে জানোয়ারগুলো, ঠিক পথেই আছে। ঠিক মতো সামাল দিতে পারলেই কাজ হবে, ওয়্যাগন-হ্যামারের সব রাইডার এক হলেও ঠেকাতে পারবে না।

ঘোড়াকে ক্রমাগত আঘাত করে আরো গতি বাড়ালো নোলান, ছুটলো পাগলের মতো। কারো কথা ভাবছে না এখন। আস্তে আস্তে গরুগুলোকে পেছনে ফেলে যাচ্ছে ওর ঘোড়া, শিগগিরই সামনে পৌঁছে যাবে। এপাশের আতঙ্কিত গরুগুলোর আর্তনাদ খুরের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে।

গরুর সংখ্যা কমতে দেখে নোলান বুঝলো সামনে এসে গেছে। ঘোড়া ঘোরালো সে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো পুব দিকেই এগোচ্ছে গরুর পাল।

আবার ঝড়ের গতিতে ছুটলো নোলান, একেবারে সামনের গরুগুলোর পাশে ঘোড়া নিয়ে গেল, দিশাহারা জানোয়ারগুলো তাকালো না ওর দিকে, সরলো না এক ইঞ্চিও। এবার সামনে ছুটলো ও, ওর ঘোড়াটাও এখন ভয় পেয়েছে। গরুর পালের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। সবচেয়ে কাছের গরুটা ওর পিছু নিলো এবার। নোলান বুঝলো সফল হয়েছে ও। গরুগুলো এখন ছড়িয়ে পড়লেও গতিপথ বদলাবে না, যদি না বাধ্য করা হয়।

আর কতক্ষণ? জানে না নোলান। কিন্তু শেষ না দেখে যাবে না ও। কপালে ঘাম জমে উঠলো ওর, ভিজে গেল হাতের তালু।

ঘোড়ার খুরের সঙ্গে নুড়ি পাথরের টক্কর খাওয়ার আওয়াজ পেয়ে নোলান বুঝলো পাথুরে ব্যারিয়ার রিমের খাড়া ঢাল শুরু হয়েছে। সাঁই করে ডানে ঘোড়া ঘোরালো নোলান, নির্দয়ভাবে আঘাত হানলো ওটার পেটে। সামনে ধূসর পাথুরে রেখা হঠাৎ করে কালো অন্ধ-

কারে হারিয়ে গেছে।

এবার অন্যদিকে তাকালো নোলান, শব্দটা শুনতে পেলো প্রথমে, তারপর দেখলো। অনেকটা জায়গা জুড়ে তেড়ে আসছে গরুগুলো। রেকাবে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে কেবল কালো ঢেউ দেখে খিস্তি করে উঠলো। পিস্তল বের করে গুলি করতে শুরু করলো। সবগুলো গুলি শেষ হবার পরও এতটুকু সরলো না গরুগুলো।

আরো কমে এসেছে মাঝখানের দূরত্ব। স্যাডলে সোজা হয়ে বসলো নোলান, শিগগিরই ওই স্রোতের সঙ্গে মিশে যাবে ও।

হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে আবার আতঙ্কিত বোধ করলো নোলান। তারপরই হাজার হাজার খুরের শব্দ শুনলো ঠিক পেছনে। নোলান বুঝতে পারলো উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেছে ওর শরীর। তারপরই শূন্যে ভাসলো ও, ভুলে গেল সব, ঘোড়া আর গরুর আর্তনাদে চাপা পড়ে গেল ওর অন্তিম চিৎকার। পিস্তলটা খসে পড়লো হাত থেকে।

বারো

নরমা চলে যাবার পর হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে রবসন বুঝতে পারলো এখন ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ওর জন্যে নিরাপদ নয়। গালে হাত বোলালো ও, জমাট বাঁধা রক্ত মুখোশের মতো এঁটে বসেছে।

শেরিফের অফিসের সামনে বেশ কয়েকজন লোকের ভিড় দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত ওয়্যাগন-হ্যামার থেকে লুকাসের খোঁজে এসেছে। ফীড-স্ট্যাবলের দিকে পা বাড়ালো রবসন, চওড়া আইলের ঠিক মাঝ বরাবর হেঁটে পেছনের কোরালে চলে এলো, ওর ঘোড়াটা এখানে রয়েছে। শীতল অন্ধকারে গা থেকে শার্ট খুলে ট্রাফের পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুলো, ছড়ে যাওয়া জায়গায় পানির ছোঁয়া লাগতেই আগুন ধরে গেল যেন, তবে খানিকটা আরাম বোধ করলো। বুকেও পানির ঝাপ্টা দিলো। প্রতিবাদে কেঁপে উঠলো সমস্ত পেশী।

গা ধুয়ে পেছন-দরজায় এসে দাঁড়ালো রবসন, এখান থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ছ-সাতটা স্যাডলহর্স রয়েছে স্টলগুলোয়, ওদের ছন্দোময় খড় চিবানো আর মাটিতে পা ঠোকার আওয়াজ পাচ্ছে ও। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট, কিন্তু এখন রাস্তায় ওর চেহারা দেখালে আর শান্তিতে কোথাও খাওয়ার উপায় থাকবে না। ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডাররা ওকে দেখতে পেলে ডারউইনের উস্কানির মুখে খেপে গিয়ে তাড়া করবে, শেষ করে দিতে চাইবে। ওকে যতক্ষণ না দেখা যাচ্ছে ততক্ষণই কেবল ওদের সামলে রাখতে পারবে পিকেটরা। চওড়া আইলের দুপাশে স্টলের ছাদে খড়ের গাদার দিকে তাকালো রবসন, কালো অন্ধকার। ওখানে গাঢাকা দিলে কেমন হয়?

আইল ধরে সামনের দরজার কাছে একবার এলো রবসন, তারপর ফের ঘুরে চট করে একটা স্টলের ছাদে উঠে পড়লো।

একটু খুঁজতেই দালানের সামনের দিকে পছন্দসই জায়গা পেয়ে গেল ও, রোদ বৃষ্টির অত্যাচারে কয়েক জায়গায় ফাঁক হয়ে গেছে দেয়ালের কাঠ। একটা ফাঁকে চোখ রেখে হোটেল দেখতে পেলো, আরেকটু চোখ নামাতেই শেরিফের অফিস নজরে এলো। নীরব অন্ধ-

কার ওখানে। স্টোরের ভাঙা জানালার সামনে এখন জটলা নেই। শেরিফের অফিসের দরজায় নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল একটা ছায়া। নিশ্চয়ই মার্শাল পিকেট, জেলখানা পাহারা দিচ্ছে।

নরম খড়ে আরাম করে বসলো রবসন, স্রোতের মতো সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে ক্লান্তি। চিলেকোঠায় উষ্ণ পরিবেশে ঘুম নেমে আসতে চাইলো ওর দুচোখ জুড়ে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় ঝিমোনোরও সাহস হলো না। লিঙ্কিংয়ের ঘটনা আগেও চাক্ষুষ করেছে ও। প্রতিপক্ষকে জেলে রেখে স্যালুনে বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে মাতাল হতে থাকে দশ-বারোজন লোক, মদের নেশায় ক্রমে সাহসী হয়ে ওঠে তারা, খেপে ওঠে জেল ভেঙে শত্রুকে বের করে ফাঁসিতে লটকে দেয়ার জন্যে। গুলি চালিয়ে দু-একজনকে হত্যা না করা পর্যন্ত গোলমাল থামে না।

শিগগিরই হয়তো রিডেল, মারটেল অথবা নোলান হাজির হবে, সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠবে শহরে। ওয়াটকিনসকে জেল থেকে বের করা দরকার। রবসন একবার ভাবলো রাস্তা পেরিয়ে জেলে যাবে কিনা, পিকেটের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে ওয়াটকিনসকে উদ্ধার করে একসঙ্গে প্যালেস স্যালুনে অপেক্ষমাণ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে সরে পড়ার চেষ্টা করবে; প্রয়োজনে তাও করতে হবে ওকে।

সিগারেট না খেলে ঘুম তাড়ানো যাবে না, ভাবলো রবসন। সাবধানে পাইপে তামাক ভরে ধরালো; দেশলাইয়ের কাঠিটা দুহাতের আড়ালে রেখে নেভালো, সামান্য অগ্নিকণা থেকে নরক জ্বলে উঠতে পারে শুকনো খড়ে।

অপেক্ষায় কেটে গেল দুঘন্টা। হঠাৎ রবসন দেখলো ওয়্যাগনহ্যামারের জনা আষ্টেক রাইডার রাস্তা পেরিয়ে হোটেলের দিকে যাচ্ছে। হাতের ভাঁজে শটগান ফেলে ওদের অনুসরণ করছে শেরিফ

গ্রিসন। হোটেলে বেশিক্ষণ থাকলো না লোকগুলো, ফীড-স্ট্যাবলের দিকে এগিয়ে এলো। অসল্যার বোধ হয় আগেই দেখতে পেয়েছিলো, কথা বলার জন্যে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেয়ালের ফোকর দিয়ে গ্রিসনকে দেখতে পেলো রবসন, রাস্তার উল্টোদিকে একটা দালানের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। হঠাৎ নিচে ডারউইনের কণ্ঠস্বর শুনে শেরিফের কথা ভুলে গেল।

'লোকটাকে তো চেনো, কোথায় সে?'

'জানি না। তবে তার ঘোড়াটা এখনো এখানে আছে,' জবাব দিলো অসল্যার। ওদের একজন রাইডার ভেতরে ঢুকে তার কথা নিশ্চিত করলো।

'ওকে এখানে আসতে দেখেছি,' বললো ডারউইন।

'বুঝলাম এসেছে,' বললো অসল্যার, 'কিন্তু দুটো দরজা রয়েছে এই আস্তাবলে।'

'বোধ হয় ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে,' বললো কেউ একজন।

'তবু সার্চ করবো,' বললো ডারউইন, 'চিলেকোঠায় ওঠো।'

'ওপরে ম্যাচ কিংবা লণ্ঠন নিলে আর শহরে থাকতে পারবে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো অসল্যার।

'তা কে তাড়াবে শুনি?' জানতে চাইলো ডারউইন।

'আমি নই। শেরিফ আর মার্শালসহ এই শহরে যাদের ঘরবাড়ি আছে তারা। খড়ের গাদায় আগুন লাগলে হাওয়ায় উবে যাবে শহরটা।'

'ঠিক আছে,' খানিক বিরতির পর বললো ডারউইন, 'আলো ছাড়াই ওঠো,' একজন রাইডারকে নির্দেশ দিলো সে।

রবসনের উল্টোদিকের চিলেকোঠায় লাফিয়ে উঠলো লোকটা।

অন্ধের মতো খড়ের গাদায় বাড়ি মারলো কয়েকটা, তারপর চেঁচিয়ে ডারউইনকে জানালো, 'ব্যাটা এখানে যদি থাকেও খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।'

'নামো।' তিক্ত কণ্ঠে বললো ডারউইন। আইল ধরে পেছনে গেল ওরা। নীরবতা নেমে এলো আবার। এই নীরবতা বিপদের পূর্বলক্ষণ। আস্তাবলে ঢুকে ডারউইনের পেছন পেছন এগিয়ে গেল গ্রিসন, বুঝতে পারলো রবসন। অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অরভিল পিকেট। বিশ মিনিট অন্তর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাচ্ছে, কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকছে লালচে আভা, তারপর রঙধনুর আকারে রাস্তায় এসে পড়ছে কাঠিটা, ফের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে দরজাটা।

উত্তেজনার সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো রবসন। ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে অন্ধকার। এছাড়া আর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। মাঝরাতের দিকে ক্লান্ত একটা ঘোড়ায় চেপে প্রায় ঝড়ের বেগে রাস্তায় উঠে এলো এক লোক, ছুটলো একই গতিতে। ওকে একা এভাবে ছুটতে দেখে রবসন আশঙ্কা করলো বোধ হয় কোনো খারাপ খবর বয়ে এনেছে। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো ও। লোকটা প্যালেস স্যালুনের সামনে থেমেছে, আন্দাজ করলো। পরমুহূর্তে বোর্ড ওঅকে ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওয়্যাগন-হ্যামারের সব রাইডার তুফান তুলে এগিয়ে গেল, শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অচিরেই। সবার সামনে লুকাস।

চিলেকোঠা থেকে নেমে শেরিফের অফিসের দিকে পা বাড়ালো রবসন। বাতি জ্বলছে। বিমর্ষ চেহারায় ওকে স্বাগত জানালো পিকেট।

'বার-স্ট্র্যাপ আবার কি অঘটন ঘটালো?'

'কি জানি!' বললো রবসন। 'তুমি ঝটপট ওয়াটকিনসকে ছেড়ে

দাও।'

'ওরা কোনো চালাকি করছে না তো?'

'মনে হয় না।'

'ঠিক আছে,' বললো পিকেট, 'অ্যামোস আসুক।'

একটু পরেই ভেতরে ঢুকলো গ্রিসন। পেছনের দরজাটা খুললো, ওটার পরে আরো একটা দরজা ইস্পাতের; তালা মারা, সন্দেহ নেই। লণ্ঠন তুলে ধরলো পিকেট। চার-সেলের জেলে গিয়ে ঢুকলো গ্রিসন।

করিডরে এসে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ কোঁচকালো ওয়াটকিনস, ওর গানবেল্ট ফিরিয়ে দিলো পিকেট। 'জলদি কেটে পড়ো,' বললো সে, 'ফীড-স্ট্যাবলে আছে তোমার ঘোড়াটা।'

ওয়াটকিনস বললো, 'জেলে থাকতে খারাপ লাগেনি বটে, তবে আবার আসার ইচ্ছা নেই।'

শহর থেকে বেরিয়ে আসার পর ওয়াটকিনসকে সব খুলে বললো রবসন।

'নরমা কারটিনের সাক্ষীতেই আমাকে ছেড়ে দিলো অ্যামোস?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ কিছু বললো না ওয়াটকিনস, তারপর বললো, 'বিশ্বাস হচ্ছে না।'

লুকাসের সঙ্গে ওর মারপিটের কথা জিজ্ঞেস করলো ওয়াটকিনস। জানালো রবসন। তবে কোনো মন্তব্য করলো না র‍্যাঞ্চার।

'তারমানে মারটেলকে আমার নির্দেশ জানাওনি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'নোলান জানিয়েছে।'

'ওরা এখন কোথায়?'

রবসন বললো ওর জানা নেই।

'নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে,' বললো ওয়াটকিনস।

রবসন বললো ওরও তাই মনে হচ্ছে, কারণ ওয়াগন-হ্যামারের এক রাইডার একাকী ঝড়ের বেগে শহরে এসে ডারউইনসহ সবাইকে ডেকে নিয়ে গেছে।

'পরিষ্কার ঝামেলার গন্ধ,' বললো ওয়াটকিনস। অন্ধকারে রবসনের দিকে তাকালো। 'তোমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে গেলাম অথচ আমার লোকজন কে কোথায় কি করছে কিছুই বলতে পারছো না।'

ঘোড়া থামালো রবসন, ওয়াটকিনসও রাশ টানলো। রবসন বললো, 'দেখো, ওয়াটকিনস, কথাটা আগেও তোমাকে বলার চেষ্টা করেছি, আমার পক্ষে তোমার লড়াই চালানো সম্ভব নয়। আমাকে আমার মতো কাজ করতে বলেছো তুমি, আমি তাই করেছি।'

'টাকা লাগলে বলো তোমাকে মারটেলের সমান বেতন দেবো, ওকে তোমার অধীন করে দেবো।'

'কোনোটাই চাইনি আমি।'

'তাহলে কি চাও?'

'যেমন আছি তাই ভালো,' বললো রবসন, 'কিন্তু আরেকজনের লড়াই চালানোর কাজটি কোনোদিনই করতে পারবো না।'

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে সামনে এগোলো ওয়াটকিনস। ওর পাশে চলে এলো পল রবসন। চারদিকে নীরব অন্ধকার। মাঝে মাঝে কেবল পথের দুপাশে পাইনপাতায় ঝিরঝির কাঁপন তুলছে মৃদু হাওয়া। রবসন জানে এখন আর ওকে বার-স্ট্র্যাপের সাধারণ রাইডার হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে না। ওর সঙ্গে তেমন আচরণ করেনি ওয়াটকিনস, এখন তো জানিয়েই দিলো। এখানে নামপরিচয়হীন থাকার

সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে; এখন ইচ্ছা থাকলেও এখানকার সংঘাতে না জড়িয়ে থাকা যাবে না। অবশ্য তেমন কোনো ইচ্ছাও ওর নেই। তবে সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে পরিণামের দায় মাথা পেতে নেয়া সম্ভব নয়।

অন্ধকারে মৃদু কণ্ঠে আবার ওয়াটকিনস বললো, 'টাকায় সব কিছু কেনা গেলেও ভাগ্য বদলানো যায় না। ভেবেছিলাম তোমার সাহায্যে নিজের অবস্থাটা বদলানোর চেষ্টা করবো কিন্তু তা হবার নয়।'

'গতকাল প্যালেস স্যালুনে নিজের ভাগ্য কিনেছো তুমি,' বললো রবসন, 'হ্যাঁ, টাকায় ভাগ্যও বদলানো যায় বটে।'

ওর কথায় পরিহাসের ছোঁয়া থাকলেও লক্ষ্য করলো না ওয়াটকিনস।

'লড়াই ছাড়া আর কোনো উপায় আছে আমার,' বললো সে, 'নাকি ছিলো?'

রবসন বলতে চাইলো, আগেই অহঙ্কার ভুলে থাকা উচিত ছিলো ওর, কারণ প্রায়ই রক্তের বদলে তার মূল্য পরিশোধ করতে হয়; কিন্তু বললো না; ভাবলো বলে, লড়াইটা ওদের দুজনের, ব্যাপারটাকে সেভাবে রাখাই ভালো, কিন্তু তারপরই বুঝলো এসব বলা ভস্মে ঘি ঢালার সামিল।

'যার লড়াই তাকে চালাতে হয়,' অবশেষে বললো রবসন, 'কিন্তু তুমি সতর্ক না হলে লড়াই শেষে এখানে আর শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না কেউ।'

'আমার যুদ্ধে নামা উচিত বলতে চাইছো?'

'তা বলতে পারো।'

ঝাড়া এক মিনিট চুপ করে রইলো ওয়াটকিনস, তারপর ক্রোধের

সঙ্গে বললো, 'আমি কাপুরুষ নই, রবসন।'

'কেউ তা বলেনি,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলো রবসন, 'কিন্তু এখানে যারা লড়াই করতে যাচ্ছে তাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা নেই, স্রেফ বেন ওয়াটকিনসের এক টুকরো জমির খায়েশ মেটানোর জন্যেই মরতে হবে ওদের।'

'চুপ করো, রবসন!' কড়া গলায় বললো ওয়াটকিনস, 'এসব তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই না। আমি চিন্তা করিনি ভেবেছো?'

'তাহলে তোমার দায় আমার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছো কেন!' বললো রবসন।

'আচ্ছা, এখানে কেন এসেছো তুমি?' চট করে জানতে চাইলো ওয়াটকিনস।

জবাব দিলো না রবসন। ওয়াটকিনসও জোরাজুরি করলো না, যেন কোনো প্রশ্ন করেনি। ওরা একটা মোড়ে আসার পর রবসনের মনে পড়লো কথাটা, বললো, 'নোলান বলেছিলো তুমি যেন প্রেস্টনের ওখানে যাও, নোলানের খবর দিতে পারবে সে।'

'আগে র‍্যাঞ্চে যাবো আমরা,' বললো ওয়াটকিনস।

কয়েক মিনিট পর ঢালু রাস্তা হয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে বার-স্টির‍্যাপের সীমানায় আসার পর উজ্জ্বল কয়লার স্তূপ দেখতে পেলো ওরা, অন্ধকারে গোলাপী আভা ছড়াচ্ছে।

স্যাডলে নড়েচড়ে বসলো ওয়াটকিনস, টের পেলো রবসন।

'এই ঘটনার কথা তুমি জানতে?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো ওয়াটকিনস।

'নোলান আন্দাজ করেছিলো। তুমিও, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

ভস্মীভূত কেবিনের কাছে যাবার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না ওয়াটকিনসের মাঝে। যেন ওটার কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করছে। একটু পর অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে সে বললো, 'মনে হচ্ছে লক্ষণটা ভালো, বোঝা যাচ্ছে লাইন ক্যাম্পে মারটেলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি ব্যাটারা, আমাদের গরুর ওপর হামলা হয়নি, শেষে আর কিছু না পেয়ে কেবিনটা পুড়িয়ে দিয়েছে লুকাস।'

ঘোড়া হাঁকিয়ে উপত্যকা পেরিয়ে গাছপালার কাছাকাছি আসার পর আবার মুখ খুললো বেন ওয়াটকিনস। 'আমার পাঁচজন লোক নিয়েই ওর সঙ্গে লড়াই করার কথা ভাবছি আমি। বোধ হয় পারবো। আমার বন্ধুরাও এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোক, চাই না!' ভস্মীভূত কেবি-নের দিকে ইশারা করলো সে।

কয়েক ঘণ্টা জেলে আটক থাকায় হয়তো পরিস্থিতি নতুনভাবে বিচার করছে এখন ওয়াটকিনস, ভাবলো রবসন। আগে হলে এভাবে কথা বলতো না সে। ওর অনুমান ঠিক হতে পারে ভেবে খানিকটা খুশি লাগলো। একটা বিস্তীর্ণ ঢালু মাঠ পেরিয়ে এলো ওরা, ওটার ওপর দিয়ে উত্তর-পুবে এগোলো। উল্টোদিকে এসে ট্রেইল বরাবর আরো মাইলখানেক এগিয়ে মোড় ঘুরলো, পৌঁছে গেল একটা কেবি-নের উঠোনে।

ওদের আগমন প্রত্যাশিত, কারণ এক হাতে রাইফেল আর অন্য-হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মারটেল। ওর সঙ্গের লোকটা বেঁটে হলেও শক্তপোক্ত গড়ন, দুচোখে রুক্ষ দৃষ্টি; মাথার চুলগুলো ধূসর। প্রেস্টনের সঙ্গে রবসনের পরিচয় করিয়ে দিলো ওয়াটকিনস। হাত মেলালো ওরা।

'ব্যাপার কি বলো দেখি,' মারটেলকে বললো ওয়াটকিনস।

'হারামজাদারা এসেছিলো। নোলান আগেই আমাদের খবর পাঠিয়েছিলো, আমরা সব গরু সরিয়ে ফেলেছিলাম,' বললো মারটেল।

'লড়াই হয়েছে?'

'না, তবে ওরা আমাদের গরু রাউণ্ড-আপের চেষ্টা চালানোর সময় একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে ব্যাটাদের অস্থির করে তুলেছি আমরা। শেষ পর্যন্ত কেটে পড়েছে।'

'চোট পেয়েছে কেউ?'

'রিডেল। একটা বক্স-ক্যানিয়নে ওকে বাগে পেয়ে মেরে রেখে গেছে।'

'অ,' বললো ওয়াটকিনস।

'আমরা রাত পর্যন্ত খেটে গরুগুলো যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি। বেশির ভাগ গরুই বনের সীমানায় আছে এখন।'

'ভেতরে এসো, বেন,' বললো প্রেস্টন।

'রিডেলের লাশ কোথায়?'

'ওদিকে আছে,' শান্ত কণ্ঠে বললো মারটেল, 'জেসি আছে পাহারায়।'

স্যাডল থেকে নামলো ওয়াটকিনস, অনুসরণ করলো রবসন, এক সঙ্গে কেবিনে ঢুকলো ওরা।

মারটেল বললো, 'রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে একবার র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলাম আমি, দেখলাম ছাই ছাড়া কিছু নেই। সোয়ানসনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলো নোলান, আমরা যেন প্রেস্টনের এখানে অপেক্ষা করি। আমিও মনে করলাম ক্রিয়ারক্রিকে রবসন থাকলেই যথেষ্ট, তাই আর ওদিকে যাইনি।'

'মোটেও না,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো প্রেস্টন, 'ওটা আমার কথা

ছিলো, ওকে পিস্তলের মুখে আটকে রাখতে হয়েছে,' জানালো সে।

কেবিনটা চমৎকার করে গোছানো। চুলোয় মাংস চাপিয়ে দিলো প্রেস্টন। ওদের ক্রিয়ারক্রিকের ঘটনা জানালো ওয়াটকিনস। মিল আর রবসনের মারপিটের প্রসঙ্গ আসতেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে পলের দিকে তাকালো মারটেল। কিন্তু করুণা আর অসন্তোষ মেশানো দৃষ্টিতে ওকে দেখলো প্রেস্টন। রবসনের মনে পড়লো, লোকটা ওয়াটকিনসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও লড়াইতে ওর পাশে দাঁড়ায়নি, এ-ব্যাপারে তার আগ্রহও নেই।

এবার মারটেলকে নোলানের কথা জিজ্ঞেস করলো ওয়াটকিনস, কিন্তু নতুন কিছু বলতে পারলো না সেও।

'আমি তো জানতাম তোমাদের সঙ্গেই আছে ও,' বললো মারটেল।

সকালে বিদায় নেবার সময় নোলানের চেহারা মনে পড়লো রবসনের, তারপরই খেয়াল হলো রাতে তুফান বেগে ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডারদের ক্রিয়ারক্রিক ছেড়ে যাবার কথা; সন্দেহ রইলো না, ওই ঘটনার সঙ্গে নোলানের একটা সম্পর্ক আছে।

রান্না শেষ হলে মারটেল আর প্রেস্টনকে পাহারায় রেখে খেয়ে নিলো ওয়াটকিনস আর রবসন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো ওরা তিনজন, নোলানের জন্যে অপেক্ষায় রইলো প্রেস্টন।

হঠাৎ প্রেস্টনের চেয়ার টানার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রবসনের। রাত কত গভীর বুঝতে পারলো না। লক্ষ করলো আলো নিভিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে প্রেস্টন, বেরিয়ে গেল সে, খানিক পরেই ফিরে এলো।

উঠে পড়লো রবসন, টের পেয়ে ওয়াটকিনসও জাগলো। বাইরে

এসে ওস্তারঅলপরা নোলানের সঙ্গের সেই র‍্যাঙ্কারকে দেখতে পেলো ওরা, একটা কাহিল ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। ওয়াটকিনসের সঙ্গে কথা বলতে চাইলো সে। এগিয়ে গেল র‍্যাঙ্কার।

'নোলান এখানে আসতে বলেছিলো,' বললো আগন্তুক।

'ও কোথায়, সোয়ানসন?'

'মারা গেছে,' জানালো সোয়ানসন, 'আমার তাই ধারণা।' যদিও দুঃসংবাদ জানাচ্ছে তবু ওয়াটকিনসের দিকে তাকিয়ে সশব্দে হাসলো সে। 'এখানে তোমার বন্ধুর অভাব আছে তা আর বলতে পারবে না, কেন।'

'ব্যাপার কি?'

'ওয়্যাগন-হ্যামারের কমসেকম পাঁচ হাজার গরু এখন ব্যারিয়ার রিমের নিচে টাল হয়ে আছে,' জানালো সোয়ানসন।

ওয়াটকিনস শান্ত কণ্ঠে বললো, 'কি বললে?'

'ভুল শোনোনি। আজ দুপুর নাগাদ আমার সঙ্গে দেখা করে নোলান আমাকে তার পরিকল্পনাটা বলে। তারপর লোকজন জোগাড় করতে কষ্ট হয়নি মোটেই। দক্ষিণে লুকাসের চারণভূমিতে গিয়ে এক-পাল গরু খেদিয়ে সোজা রওনা হই রিমের দিকে। রিমের মাইল-খানেক দূরে থাকতেই আমাদের বাধা দিতে আসে ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডাররা; কিন্তু ও ব্যাটারা পেছন দিক থেকে আসায় শুরু হয় স্ট্যাম্পিড। নোলানকে শেষবার যখন দেখি, গরুগুলোকে লাইনে রাখার জন্যে ওগুলোর সামনে প্রাণপণে ছুটছিলো সে। রিমে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগেনি ওদের। সবগুলো গরু খাদে পড়ে অক্কা পেয়েছে।'

বোকার মতো হাসলো সোয়ানসন, থিস্তি করলো একবার। 'লুকা-সের এক রাইডারকে রেহাই দিয়ে ঠিক করিনি আমরা, ও শালারও

একই ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো, তাহলে আর ঝামেলাটা হতো না। ওকে বেঁধে রেখেছিলাম, কে জানে কিভাবে ছাড়া পেয়ে লুকাসকে গিয়ে খবর দিয়েছে। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হয়নি তার।'

'অন্য রাইডারদের কি মেরে ফেলা হয়েছে?' জানতে চাইলো ওয়াটকিনস, গাঢ় কণ্ঠস্বর। সোয়ানসনের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'তা কি আর বলতে!' জবাব দিলো সোয়ানসন।

পলকের জন্যে রবসনের দিকে তাকালো ওয়াটকিনস, বিচিত্র একটা শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে, ঝট করে পিস্তলের বাঁট খামচে ধরলো। এক লাফে এগিয়ে গেল রবসন, চেপে ধরলো ওয়াটকিনসের দুহাত। ক্রোধে যেন বোবা হয়ে গেছে র‍্যাঙ্কার, নিজেকে মুক্ত করার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে।

দাঁতে দাঁত চেপে সোয়ানসনের উদ্দেশে রবসন বললো, 'জলদি ভাগো!'

বিস্ময়ের চোটে পলকের জন্য আড়ষ্ট হয়ে রইলো সোয়ানসন, কি যেন বলতে চাইলো তক্ষুণি এগিয়ে গেল প্রেস্টন, জোরসে চাপড় লাগালো ঘোড়াটার পাছায়, চেঁচিয়ে বললো, 'সময় থাকতে পালাও!'

হতচকিত ঘোড়াকে কোনোমতে সামলে নিলো সোয়ানসন, চট করে ঘুরিয়ে অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

এবার ওয়াটকিনসকে ছাড়লো রবসন। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো র‍্যাঙ্কার, অবশেষে মারটেলকে পাশ কাটিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়লো।

ভেতরে ঢুকে লণ্ঠনটা নিঃশব্দে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো প্রেস্টন। ওয়াটকিনসের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে আগুন-ঝরা চোখে রবসনের দিকে তাকালো ওয়াটকিনস।

'এজন্যেই তখন নোলানের কথা বলোনি!'

ওয়াটকিনস আর মারটেলের দিকে তাকালো রবসন। ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে ওকে দেখছে বার-স্ট্র্যাপ ফোরম্যান। কিন্তু প্রেস্টনকে উত্তেজিত মনে হলো না, একটু যেন সতর্ক।

'আমার নামে এবার টি'টি' পড়ে যাবে—শুধু তোমার জন্যে!' বিবর্ণ কণ্ঠে বললো ওয়াটকিনস। 'ওই সাতজনের একজনও ওয়াগন-হ্যামার রাইডার ছিলো না। লুকাসের বন্ধুরা তাকে সাহায্য করতে গিয়েছিলো!'

'আমি এসবের কিছুই জানতাম না, ওয়াটকিনস,' বললো রবসন, রাগ প্রকাশ পেলো ওর কণ্ঠে। 'একটু হিসাব করে কথাবার্তা বলো,' ওয়াটকিনসকে সতর্ক করে দিলো ও।

'তুমি নিজের কায়দায় এ-লড়াইতে জিততে চাওয়াতেই মরতে হয়েছে সাতজন নিরীহ লোককে!'

'দেখ, ওয়াটকিনস, বোকার মতো কথা বলো না!' কেটে কেটে বললো রবসন। জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'নোলানের উদ্দেশ্য কি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না আমি, জানলে নিশ্চয়ই বাধা দিতাম।'

'তোমাকেই সব দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলাম আমি!' কাঁপা কাঁপা গলায় বললো ওয়াটকিনস।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল উঠোনে, কেবিনের সামনে থামলো ঘোড়াটা।

'পল রবসন!' ভেসে এলো নারী কণ্ঠের চিৎকার।

নরমা কারটিন!

এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইলো রবসন, তারপর পা বাড়ালো সামনে। হাত তুলে ওকে দরজার কাছে বাধা দিলো ওয়াটকিনস। চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো ওরা।

বাইরে গেল মারটেল, কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, 'রবসনের সঙ্গে কথা বলতে চায় ও—একা।'

'এখানে এসে বলে যাক না!' বললো ওয়াটকিনস।

'সব কিছু তোমার কথায় চলবে নাকি!' অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন।

ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে ওয়াটকিনসকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ও। খুন-রাঙা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো র‍্যাঞ্চার।

বাইরে এসে নরমার কাছে গেল রবসন। স্যাডল থেকে নামার আগেই কথা বলতে শুরু করলো মেয়েটা। 'পল, শিগগির পালাও! জলদি! তোমাকে ধরতে আসছে ওরা!'

'কারা?'

'স্লিবনরা। জঘন্য একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। শহরে গিয়ে শেরিফকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে লুকাস, তারপর মুনরোর গরু ছিনতাইয়ের সেই ঘটনার জন্যে তোমার নামে অভিযোগ তুলেছে, তোমার ভাইকে যেজন্যে ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো; ওয়াটকিনসের নামেও একটা হুলিয়া জারি করিয়েছে, ও নাকি সাতজন লোককে হত্যা করিয়েছে।'

'ঠিক বলছো তো?' জানতে চাইলো রবসন। ওর কাছে আসার পর নরমার কণ্ঠের উত্তেজনা খানিকটা স্তিমিত হলো।

'হ্যাঁ। পিকেট আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে সতর্ক করার জন্যে।'

'পিকেট?' পুনরাবৃত্তি করলো রবসন।

'ওরা তোমাকে পছন্দ করে বুঝতে পারোনি তুমি? তুমি নির্দোষ

ভালো করেই জানে ওরা। কিন্তু এছাড়া গ্লিসনের উপায় ছিলো না। লুকাসের নাকি অপূরণীয় একটা ক্ষতি হয়ে গেছে। জানো কিছু?'

'ওয়াটকিনসকে খবরটা দিতে হয়,' শান্তকণ্ঠে বললো রবসন।

'নিশ্চয়ই দেবে। পিকেট সেটাই বলেছে। ঘটনা কি, পল?'

'শিগগিরই শুনবে সব,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রবসন, 'রক্তের বন্যাই বয়ে যায় কিনা এবার!'

নরমা এখন ওর এত কাছে, তার নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে রবসন।

'এভাবে এখানে এসে ঠিক করোনি, নরমা। লুকাস এমনিতেই খেপে আছে, কি যে করে বসবে। লী এলেই তো পারতো।'

'উপকারের প্রতিদান নিজের হাতে দেয়াই আমার পছন্দ,' শান্ত কণ্ঠে বললো নরমা।

'কিন্তু আমি তোমাকে এখানে রেখে কি করে যাই,' বললো রবসন, 'কারণ তুমি আমাকে সতর্ক করতে এসেছো জানতে পারবে লুকাস, তারপর...'

'জানতাম এমন কিছু বলবে,' শান্ত কণ্ঠে বললো নরমা, 'ভয় নেই, আমার পাশের কামরায় এসে উঠেছে মার্শাল পিকেট। প্রয়োজনে খবর দিতে বলে রেখেছিলো আগেই। আজ ওকে ডেকে এনেছি, কারণ আমি জানি, আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কিছুতেই যেতে চাইবে না তুমি। কিন্তু এখন আর কোনো ভয় নেই আমার, পল।'

'হ্যাঁ, পিকেটের ওপর বিশ্বাস রাখা যায়। কিন্তু যাই বলো, বোকামি করে ফেলেছো তুমি।'

'তোমার আর সময় নেই, পল,' মৃদু কণ্ঠে বললো নরমা, 'তুমি কি করে ভাবতে পারলে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে তোমাকে যেতে দেবো। আমি আমার মতো করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম, পল।'

নরমার বাহু আঁকড়ে ধরলো রবসন। 'তোমার জীবনটা কি আমি বরবাদ করে দিলাম, নরমা?' বললো ও, 'আমার মুখের কথায় এক লোককে জেল থেকে উদ্ধার করেছো তুমি—লুকাসের সঙ্গে মারপিট করার আগে বুঝতেই পারিনি কি কঠিন একটা কাজে বাধ্য করেছি তোমাকে, কতটা ক্ষতি করেছি। লুকাসকে ভয় পেলেও তোমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিলো, কিন্তু এখন তোমাদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবো আমি। আজকের কথা লুকাস জানার পর আর কোনোদিন তোমাকে মেনে নিতে পারবে না।'

'যদি সেটাই চাই আমি, পল?' বললো নরমা।

হাত দুটো নামিয়ে আনলো রবসন। 'তুমি নিজেই জানো না কি বলছো।'

'লুকাস এখন আমার কাছে মূল্যহীন, পল,' স্থির কণ্ঠে বললো নরমা, 'কাল রাতে তোমাকে বিনা উস্কানিতে গুলি করেছে সে, তারপর আজ আমাকে সবার সামনে অপমান করেছে—এরপর আর ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি চাইছিলাম তোমাকে না জড়িয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে। কিন্তু তোমার যেখানে বিপদ, আমি কি করে বসে থাকি!'

'তুমি আমাকে চেনো না,' বললো রবসন, 'অচেনা কারো জন্যে এতটা করতাম না আমি।'

'তুমিও আমাকে জানতে না, পল, অথচ আমার জন্যে অনেক বেশি করেছো। তাহলে?'

'শোনো,' নিচু কণ্ঠে দ্রুত বললো রবসন, 'এখানে শান্তিতে বাস করছিলে তুমি, হঠাৎ আমি, এক ভাড়াটে বন্দুকবাজ এসে আমার নিজের স্বার্থে তোমার সাহায্যে আমার মনিবকে বাঁচিয়েছি। সোজা

কথা, অন্যায়ভাবে তোমাকে ব্যবহার করেছি। সুতরাং আমার কাছে কখনোই তোমার কোনো ঋণ ছিলো না। এখন আমার কারণে নিঃসঙ্গ হতে চলেছো তুমি, তোমার প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে বললো নরমা, 'সত্যি। কিন্তু আমি এমন একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম যেটা সারা জীবনেও শোধরানো যেতো না। আর কিছু না হোক তুমি আমার ভুল ধরিয়ে দিয়েছো, যে লোকটাকে ভালোবাসি বলে জানতাম, তুমি আসার পর দেখলাম আমাকে ভালোবাসা দূরে থাক, আমার প্রতি তিলমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই তার।' একটু থামলো নরমা, রবসন জবাব না দেয়ায় সে আবার বললো, 'সত্যি কথা, তোমাকে আমি চিনি না, তবু এটা বুঝতে পেরেছি, অন্যায় কিছু করার মানুষ তুমি নও, কাউকে কষ্ট—'

রবসন ওর মুখে হাত চাপা দিতেই চুপ করলো নরমা। পরমুহূর্তে হাতটা সরিয়ে নিলো পল।

অন্ধকারে হাসলো নরমা, ওকে কাছে টেনে নিলো রবসন, মেয়েটার চুলের ঘ্রাণ লাগলো নাকে।

'ওহ্, পল!' ফিসফিস করে বলে উঠলো নরমা।

নরমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে ওর চোখে কি যেন খুঁজলো রবসন, 'নরমা,' ফাঁসফেঁসে কণ্ঠে বললো ও, 'তোমাকে ভালোবাসার অধিকার নেই আমার, লুকাস কোনো বাধা নয়, অন্য জায়গায় বাঁধা পড়ে আছি আমি। আবার তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে যাবার কথাও ভাবতে পারছি না।'

'আমাকে না হয় তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো, পল।'

কিন্তু রবসনের চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওর এগারোজন বন্ধুর

চেহারা। ওকে বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে এসেছিলো ওরা। এখন কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু ওদের বিশ্বাসের মূল্য রাখতে হবে ওকে, বের করতে হবে হত্যাকারীকে, নইলে বিবেকের কাছে শান্তি পাবে না কোনোদিন। বিষণ্ন হয়ে উঠলো ওর মন।

'প্রশ্ন তা নয়,' আস্তে করে বললো রবসন, 'আমি এখানে কেন এসেছি তোমার জানা নেই, বলতেও পারছি না, এর মধ্যে তোমাকে টেনে আনতে চাই না আমি। যতক্ষণ আমার কাজটা শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ আর কিছু ভাবতে পারছি না। পালানোর ব্যাপারেও সায় পাচ্ছি না মন থেকে, কারণ আমি নিরপরাধ।'

'কিন্তু তোমাকে যে যেতেই হবে, পল! আমিও থাকবো তোমার সঙ্গে।'

'উঁহু', আমি একাই যাচ্ছি, তবে পরিস্থিতি শান্ত হলেই আবার ফিরে আসবো।'

'যাবে কোথায়?'

একটু ভাবলো রবসন। 'শুনেছি পর্বতমালার ওপাশে একটা শহর আছে। সিলভার ক্রিক রেঞ্জের উল্টোদিকের নচ দিয়ে বোধ হয় ওখানে যাওয়া যাবে।'

'একা!' বিষণ্ন কণ্ঠে বললো নরমা।

'আমি ঠিক ফিরে আসবো, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তখন সব খুলে বলতে কোনো বাধা থাকবে না। আমার কথা বিশ্বাস করো? অপেক্ষা করবে আমার জন্যে?'

'করবো,' সহজ কণ্ঠে বললো নরমা।

'এবার তাহলে শহরে ফিরে যাও,' আস্তে করে বললো রবসন, 'অরভিল পিকেট তোমার দিকে নজর রাখবে। আমার জন্যে অবশ্যই

পারবে তুমি।'

স্যাডলে চেপে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো নরমা।

'গুডবাই, পল।'

'গুডবাই,' মৃদু কণ্ঠে বললো রবসন।

অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল নরমার ঘোড়া। তারপরও কয়েক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো পল রবসন। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেলো, তারপর পা বাড়ালো কেবিনের দিকে, পিস্তল বের করে নিলো। দরজায় দাঁড়িয়েছিলো মারটেল, পথ ছেড়ে দিলো। চৌকাঠ পেরিয়ে আলোকিত কামরায় ঢুকলো ও, পিস্তলটা শক্ত করে ধরে মুহূর্তের জন্যে থামলো, তারপর বললো, 'ওরা তোমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে, ওয়াটকিনস। আমাদের সম্পর্ক বোধ হয় এখানেই শেষ।'

'ঠিক,' বললো ওয়াটকিনস, 'হাতে টাকা থাকলে এখুনি তোমার মজুরি চুকিয়ে দিতাম আমি।'

'তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা খুনের, ওয়াটকিনস,' বললো রবসন, 'সাত খুন! ধরতে পারলে নির্ঘাৎ লটকে দেবে।'

'এ লড়াই শেষ হোক, তারপর তোমার খোঁজে পথে নামবো আমি, রবসন!'

'তার প্রয়োজন হবে না, আবার ফিরে আসবো আমি,' বললো রবসন, দরজার বাইরে পা রাখলো, 'আমি যাবার আগে কেউ ঘরের বাইরে পা রাখবে না!'

তেরো

সরাসরি পর্বতমালার উদ্দেশে এগোলো রবসন, ভোরের দিকে সিলভার ক্রিক রেঞ্জে পৌঁছুলো। কোনো পিছুটান না রেখে এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু নরমার কথা ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারছে বেঁচে থাকলে আবার আসতে হবে ওকে। ওর অস্তিত্ব জুড়ে এখন নরমা, ওর কণ্ঠস্বর যেন বাজছে কানের কাছে, ওকে অনুভব করতে পারছে। জানে মেয়েটার প্রতি ও সুবিচার করতে পারেনি, দায়িত্ব শেষ হবার আগে ওভাবে ঘনিষ্ঠ না হলেও পারতো, অবশ্য এতে করে ওর প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হয়েছে। নরমা ওকে বুঝতে পেরেছে ভেবে স্বস্তি বোধ করলো রবসন।

রবসনের মনে পড়লো দুদিনেই একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলো ও, অবশ্য ওই পর্যায় পেরিয়ে আসতে পেরেছে, নরমা আর মিলনের উজ্জ্বল স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট আছে কেবল। কেন ওয়াটকিনসের জন্যে করুণা বোধ করলো ও, অসহায় জানোয়ারের প্রতি যেমন করুণা দেখায় লোকে। সহজে মানুষের আনুগত্য অর্জনের ক্ষমতা থাকলেও

তার মূল্য দিতে জানে না লোকটা। লুকাসের সঙ্গে তার দীর্ঘস্থায়ী বিরোধকে মাত্র একরাতে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে নোলান, অথচ যার জন্যে মৃত্যুকে বেছে নিলো বেচারা, সেই ওয়াটকিনস. তাকে ভুল বুঝলো, ওর আত্মত্যাগ কোনো সম্মান পেলো না।

সিলভার ক্রিক রেঞ্জ যেখানে পাথুরে ঢালের সঙ্গে মিশেছে সেখানে পৌঁছে ঘোড়া থামালো রবসন, পেছনে তাকালো একবার। নোলান বলেছিলো, লড়াই করার মতো একটা জায়গা; অনেক রক্তের বিনিময়ে কিনতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে রবসনের মনে হলো এখানে ওরও অধিকার আছে, শিফলিনরা এরই জন্যে রক্ত দিয়েছে। এখনো রবসনের জোর বিশ্বাস, সিলভার ক্রিকের দাবিদার দুই র‍্যাঞ্চারের একজন শিফলিনদের করুণ পরিণতির জন্যে দায়ী। আগামী দুদিনের মধ্যে পর্বতমালার ভেতর দিয়ে যদি ওপাশের শহরে পৌঁছানো যায় তাহলে আর সংশয় থাকবে না। শিফলিনদের গরুগুলোরও হয়তো হদিস মিলবে।

সামনে পাথুরে ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মানো পাছপালার ভেতর দিয়ে তাকালো রবসন। নোলান বলেছে ওপাশে শহর আছে, এছাড়া আর কিছু জানা নেই ওর। তবে ওপাশে যেতে পারলে হয়তো এই রেঞ্জ-ওয়ারের মূল কারণসহ অনেককিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পাথর আর বোল্ডারে ভরা ঢাল বেয়ে এগোনোর সময় গরুর পায়ের ছাপ দেখলো রবসন, এত ওপরেও গরু আসে, হয়তো ছড়িয়ে পড়া গরুর দল। আরো সামনে এগোলো ও, নদের বেশ ভেতরে যাবার পরেও খুরের ছাপ মিলিয়ে যায়নি দেখে রবসন একরকম নিশ্চিত হয়ে গেল এগুলো ছড়িয়ে পড়া গরুর পায়ের ছাপ হতে পারে না।

উপত্যকার লোকদের সম্পর্কে যা জানে মনে করার চেষ্টা করলো ও। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ওদের বিচার করতে চাইলো।

লুকাস লোকটা মেয়েদের গাল দিতে দ্বিধা করে না অথচ চুরির বেলায় আশ্চর্যরকম স্পর্শকাতর। মিথ্যাবাদী সে, বিশ্রী কৌশলে ওয়াটকিনসকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিলো। লুকাসের ঔদ্ধত্য চাতুর্য আর সাহসের কথা ভাবলো ও, লোকটার মধ্যে একটা অপরাধী মন রয়েছে। ট্রেইলহার্ড ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করা ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা তার আছে।

ওয়াটকিনসের কথা ভাবলো এবার। চারদিকে রুক্ষ পাহাড়ী ভূমির দিকে নজর বোলালো। এটা চোরাই গরুর ট্রেইল হয়ে থাকলে ওয়াটকিনসের পক্ষে এই পথ আবিষ্কার করা অসম্ভব, কারণ এর জন্যে প্রয়োজনীয় সাহস বা বুদ্ধি কোনোটাই তার নেই। এই গিরিপথের দখল পাওয়াই যদি ওদের দুজনের সংঘর্ষের মূল কারণ হয়, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে লুকাস মিলই চাইছে এটার অধিকার। এবং সে-ই শিফলিন আর, সম্ভবত, মুনরোর ট্রেইলহার্ড ছিনতাই করেছে। কিন্তু রবসন জানে ওর সন্দেহের বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই, আদালতে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। সুতরাং আগে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।

কথাটা মনে গেঁথে নিলো ও। একটা অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে এখন সে, পর্বতমালার কাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেছে ট্রেইলটা। পাহাড়গুলোর বিশাল কাঠামো দৃষ্টিসীমাকে আড়াল করে দিয়েছে।

সকাল থেকেই টানা ওপরে উঠে আসছিলো ও, শুভ্র তুষারে ঢাকা মাঠের কাছে পৌঁছে গেল। পাথরের ফাঁকে ফোকরে অদ্ভুত দর্শন কনিফার উঁকি দিচ্ছে। একধরনের শক্ত ঘাস, রবসনের অচেনা, মাটির দখল পেতে পাল্লা দিচ্ছে ওদের সঙ্গে।

দমকা হাওয়ার দাপট প্রতিটি ক্যানিয়নে, ঠাণ্ডায় হিহি কাঁপছে রবসন। দুপুরের দিকে পাথুরে দেয়াল আর গভীর ক্যানিয়নের অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেললো ও। এঁকেবেঁকে এগোলো বারবার কিন্তু পাহা-

ড়ের ঘের থেকে বেরোতে পারলো না। প্রতিদিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে প্রায় মুছে যাওয়া ট্রেইলটাই ওর একমাত্র ভরসা। মাঝে মাঝে অবশ্য ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। মসৃণ জায়গাগুলোয় প্রচুর ছাপ ফেলে গেছে একপাল গরু। ট্রেইলটা যেখানে সংকীর্ণ, জড়াজড়ি করে এগিয়েছে গরুগুলো, ফলে পাথরের অমসৃণ খাঁজে রোম আটকে গেছে।

ট্রেইল ধরে একটা গভীর ক্যানিয়নের প্রান্তে এসে নিচে তাকিয়ে একটা বাছুরের লাশ দেখতে পেলো রবসন। স্যাডল থেকে নেমে ক্যানিয়নের স্যাঁতসেঁতে তলদেশে চলে এলো ও। বরফগলা পানির একটা ক্ষীণ ধারা বয়ে যাচ্ছে এখানে। পানির ওপরই পড়ে আছে লাশটা, পচে ফুলে উঠেছে। ওটার বামদিকের পাছার ওপর থেকে চৌকো আকারের একটুকরো চামড়া তুলে ফেলা হয়েছে, সেই সঙ্গে উধাও হয়েছে ব্র্যাণ্ডও।

ব্র্যাণ্ড গোপন করার মতো সাবধানতা অবলম্বন করেছে কেউ একজন, তারমানে চোরাই গরুই নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ-পথে, ভাবলো রবসন। ঠাণ্ডায় হিহি করতে করতে হাঁটু গেড়ে বসলো রবসন, দ্রুত হয়ে উঠেছে ওর নাড়ির গতি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই বাছুরটার কানের পেছনে হাতড়ে চিহ্ন খুঁজলো রবসন। নেই। ব্যাটারা বড়ই সাবধান!

এখানে কারো আসার সম্ভাবনা নেই জেনেও সতর্কতায় ঢিল দেয়নি। এতটা সাবধান যে লোক তার পরিচয় বের করা কষ্টকর হবে, ভাবলো রবসন।

বিকেল বেলা দুটো আকাশছোঁয়া খাড়া ক্লিফের মাঝখানে একটা ন্যাড়া মাঠে পৌঁছুলো ও, একদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা ক্রিক বয়ে যাচ্ছে শুধু। মাঠে চক্কর দিয়ে ক্যাম্পফায়ারের ছাই খুঁজে পেলো

রবসন। অর্থাৎ প্রথম দিন এখানে যাত্রা বিরতি করেছিলো পালটা। ঘোড়ার পিঠে করে আনা কাঠ জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে এখানে ক্ষুধার্ত একপাল গরু এক রাত আটকে রাখা সম্ভব।

আবার ক্যানিয়নের অরণ্যে প্রবেশ করলো রবসন। রাতে ট্রেইল থেকে খানিকটা দূরে ক্যাম্প করলো। সঙ্গে খাবার নেই, স্লিকার ছাড়া শোবার জন্যে কোনো বিছানাও নেই। ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে একটু দলাইমলাই করে দিলো, তারপর একটা পাথুরে চাতালের নিচে স্লিকার পেতে শুয়ে পড়লো, ভোরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। রাতেও এগোনো যেতো, কিন্তু ট্রেইল হারানোর ঝুঁকি নিতে চাইলো না ও। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টের পেলো না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু অবাক হলো। অবশ্য লুকাসের সঙ্গে মারপিটের পর আসলে বিশ্রামের তেমন সুযোগ পায়নি, ক্লান্ত ছিলো। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে, খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। সকালের আলোয় আবার ট্রেইলে নামলো ও। বৃষ্টির সুবাস মাখা বাতাস বইছে, রোদের আঁচ লাগছে মুখে।

রুক্ষ শীতল পথে যতো এগোচ্ছে ততই মনে হচ্ছে এই পথ বুঝি শেষ হবার নয়। দিনভর পাহাড় চূড়ায় কালো মেঘের আনাগোনা চোখে পড়লো। শেষ বিকেলের দিকে রবসন টের পেলো গত কয়েক ঘণ্টা যাবত আসলে নিচের দিকে নামছে ও। কিছুক্ষণ পরেই গাছপালার সীমানা নজরে এলো, তারপর ছোটছোট ঝোপ। অবশেষে পাহাড়ী দেয়াল ছাড়িয়ে এলো রবসন। প্রথমে মেঘে ঢাকা পাহাড় শ্রেণীর মাঝখানে স্রেফ একটা ফোকর দেখা গেল, আরো খানিকটা এগোনোর পর বুঝতে পারলো নিচে পাহাড়ের মাঝখানে ওটা একটা উপত্যকা। সবুজের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, পাইন আর জুনিপারের

অরণ্য, বৃষ্টি মাথা পেতে নেবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আবছা ট্রেইল অনুসরণ করে পাহাড়ের নিচে পৌঁছে আরেকটা ট্রেইলে উঠে এলো পল, নতুন করে ডুবে গেল ভাবনায়।

তবে যা দেখার আগেই দেখে নিয়েছে। উপত্যকার তলদেশে পুরোনো কর্দমাক্ত একটা রাস্তা পেলো রবসন, ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে ; ছ থেকে দশ ঘোড়ায় টানা ওয়্যার ওয়্যাগন চলাচল করছে। উপত্যকা বরাবর এগোলো ও, কেন জানে না। চারদিক থেকে আরো ডজনখানেক ট্রেইল এসে মিশেছে রাস্তার সঙ্গে। রাস্তার পাশে প্রশস্ত ক্রিক দেখতে পেলো রবসন। দুপাশের অভিশপ্ত পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে খাড়া কুয়াশাচ্ছন্ন ঢালে অস্পষ্ট কয়েকটা ছাপরা চোখে পড়লো, আলো জ্বলছে ওখানে।

বিশাল ওয়্যার ওয়্যাগনগুলোর কেউই ওর দিকে তাকাচ্ছে না, তার মানে কাউহাণ্ডরা এখানে নতুন নয়।

উপত্যকাটা যেখানে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেখানেই শহরটা পেলো রবসন, কর্দমাক্ত রাস্তার দুধারে গড়ে ওঠা বসতি, বাড়িগুলো বোর্ডের তৈরি, কয়েকটা তাঁবুও আছে। সর্বত্র ব্যস্ততার রেশ। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে এগিয়ে যাচ্ছে ওয়ার ওয়্যাগনগুলো, আশপাশের সবাইকে অকথ্য ভাষায় গাল দিচ্ছে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে। মাথার ওপরের কুয়াশা এখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তবে সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

সংকীর্ণ রাস্তা ধরে ফীড-স্ট্যাবলে চলে এলো রবসন, এক কিশোরকে ক্লান্ত ঘোড়ার দায়িত্ব দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোলো। চারদিকে প্রস-পেক্টর, ক্যাটলম্যান, ভবঘুরে, মাইনারসহ নানান ধরনের মানুষের ঢল। কোলাহল। রাস্তার উল্টোদিকের জীর্ণ দর্শন অ্যাসে অফিসের

সাইনবোর্ড থেকে রবসন বুঝতে পারলো শহরটার নাম সিয়েনেগা।

গন্তব্যে পৌঁছে এখন কি করবে বুঝতে পারছে না রবসন। এই শহরে আর মাইনিং ক্যাম্পে গরু সরবরাহকারীদের নাম সরাসরি জিজ্ঞেস করা যাবে না ; আবার যদি মাংস বিক্রেতা হিসাবে পরিচয় দিতে যায়, সেক্ষেত্রেও মুশকিল হতে পারে, মাংস চেয়ে বসলে যোগান দিতে পারবে না, উল্টো ওর উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবে। হঠাৎ নিজের নামের কথা মনে পড়লো ওর, ক্লিয়ারক্রিকে ওর নামে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবলো। ওর সন্দেহ অনুযায়ী মুনরোর গরু এখানে আনা হয়ে থাকলে রবসন নামটা এখানে পরিচিত হতে বাধ্য।

শহরের সবচেয়ে বড় স্যালুনটার নাম বোনানজা। কোলাহলের শব্দ ভেসে আসছে ওখান থেকে, অর্থাৎ ভালোই ব্যবসা চলছে। স্যালুনে ঢুকলো রবসন। ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে মেহগনি কাঠের নকশা করা বার, বাম দিকে কামরার বাকি অংশ বারের তুলনায় বিবর্ণ। বারের পেছনে একটা প্রমাণ সাইজের আয়না রয়েছে।

মৃদু কৌতুকের সঙ্গে রবসন লক্ষ্য করলো আয়নার ঠিক নিচে তিনটা বুলেটের ফুটো লুকানোর জন্যে ব্যাকবারে কায়দা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে গ্লাসগুলো।

জুয়োর টেবিলগুলোয় পুরোদমে খেলা চলছে। বারে এসে হুইস্কি চাইলো রবসন।

বারটেণ্ডার হুইস্কি নিয়ে এলে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার জন্যে কেউ কোনো খবর রেখে গেছে ? নাম রবসন।'

'তোমার নাম ?'

'হ্যাঁ। রবসনের নামে কোনো খবর আছে ?'

রবসনের অনুমান ঠিক হলো, অন্য তিন বারটেণ্ডারের সঙ্গে কথা

বললো সে, রবসনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো তারা। অসন্তুষ্ট বারটেণ্ডার একজন বেয়ারাকে ডেকে বেকার বসে থাকা পার্সেন্টেজ-গার্ল-দের মাঝে খবরটা ছড়িয়ে দিতে বললো।

'শিগগিরই জানা যাবে, মিস্টার,' মৃদু কণ্ঠে বললো বারটেণ্ডার।

অপেক্ষা করতে লাগলো রবসন, হুইস্কি উষ্ণ করে তুলছে ওকে। তামাক আর অ্যালকোহলের গন্ধ লাগছে নাকে। বারের শেষ প্রান্তে ইংরেজি 'এল' হরফের মতো বাঁক নিয়েছে কামরা, ওখানে টেবিল-গুলোয় পুরুষদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে কিছু মেয়ে। এককোণে বেসুরে বাজছে পিয়ানো, হৈচৈয়ে চাপা পড়ে যাচ্ছে তার আওয়াজ।

বারের ওপর কনুই রেখে ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দেখছিলো রবসন, হঠাৎ পেছন থেকে একটা নারী কণ্ঠ জানতে চাইলো, 'তোমার নাম রবসন?'

ঘুরে দাঁড়ালো রবসন, শ্যামলা বর্ণের মেয়েটার আশ্চর্য কমনীয় চেহারা, মায়াভরা কালো দুটি চোখ; পরনে সস্তাদরের কাপড়।

'হ্যাঁ,' বললো রবসন।

'আমার জন্যে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দাও, তারপর একটা টেবিলে বসি. চলো।'

ফরমাশ দিয়ে মেয়েটার সঙ্গে একপাশে চলে এলো রবসন। কোণের একটা টেবিলের পেছনে অমসৃণ বেঞ্চে বসলো।

'তোমার লোক আগেই চলে যায়নি তো?' জানতে চাইলো মেয়েটা।

'আমার মনে হয় আসেইনি,' বললো রবসন। ড্রিঙ্ক এলো, কিন্তু স্পর্শ করলো না কেউ।

'ওরা আর আমাদের বিরক্ত করবে না এখন,' বললো মেয়েটা, মদের

গ্লাসের দিকে ইশারা করলো। সরাসরি কিছুক্ষণ রবসনকে জরিপ করলো সে, অবশেষে আবার বললো, 'তুমি দেখতে ঠিক ওর মতো।'

'ম্যাট?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমার ভাই।'

'ছিলো,' শুধরে দিলো রবসন, 'ওকে হত্যা করা হয়েছে।'

ভাবলেশহীন চেহারায় মাথা দোলালো মেয়েটা। 'জানি। আচ্ছা, তেরেসা নামে কোনো মেয়ের কথা কখনো বলেছে ও?' জবাব দিলো না রবসন, মেয়েটা আবার জানতে চাইলো, 'কিংবা তিওনেটা? এটাই আমার আসল নাম। আমি আসলে ইটালিয়ান, কিন্তু এখানে সবাই স্প্যানিশ নাম পছন্দ করে, সেজন্যে ও নামটা লাগাতে হয়েছে।'

'গত দুবছরের মধ্যে আমাদের দেখাই হয়নি,' বললো রবসন, 'আগে কখনো বলে থাকলেও আমার খেয়াল নেই।'

'নাহ্, অত আগে ওর সঙ্গে আমার তেমন জানাশোনা ছিলো না,' দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো তেরেসা, বিষণ্ণ ছায়া পড়লো চেহারায়, বোঝা যাচ্ছে সে ক্লান্ত।

'তুমি যে ড্রিঙ্ক স্পর্শই করছো না!' অবশেষে বললো তেরেসা।

'না। তোমাকে আরেকটা দিতে বলবো?'

'তোমাদের কথা বলার ধরনও এক,' শান্তভাবে বললো তেরেসা, কিঞ্চিৎ তিক্ততার ছোঁয়া কণ্ঠে। খানিক পর একটু নির্লিপ্ত কণ্ঠে আবার বললো, 'তুমি কি এই শহরটাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলে?'

'বলা যায়, হ্যাঁ।'

'তারপর খোঁজ পেলে কিভাবে, ম্যাথু যে এখানে ছিলো কার কাছে শুনলে?'

'নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর বাতিক ছিলো ওর, একজনের

কাছে শুনলাম ওকে নাকি এখানে দেখা গেছে।'

'অ,' বললো তেরেসা, আবার হতাশার ছায়া পড়লো তার চেহারায়, 'তা শহরের খোঁজ পেলে, এবার কি করবে?'

'জানি না,' নির্বিকার ভাবে বললো রবসন, 'শহর সম্পর্কে আরো খোঁজখবর নিতে হবে।'

'তারমানে খবর খুঁজতে তখন নিজের নামটা প্রচার করতে চেয়েছো তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে বললো রবসন, 'কিন্তু দেখা গেল ওর সঙ্গে পরিচয় থাকার কথা স্বীকার করতে রাজি নয় কেউ।'

'ওদের চিনলে তোমারও পরিচয় করার ইচ্ছা থাকতো না।'

হুইস্কির গ্লাস নাড়াচাড়া করছিলো রবসন, থেমে গেল। এমন কিছুই জানতে চাইছিলো। ম্যাটের সঙ্গীদের মেয়েটা চেনে!

'গরু ছিনতাই করে পালিয়েছিলো ওরা ম্যাথুকে ফেলে, না?' সহজ কণ্ঠে বললো রবসন।

চট করে ওর দিকে তাকালো তেরেসা। 'হ্যাঁ, ইচ্ছা করে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে!'

'অমন হয়। আমার বেলায়ও হয়েছে।'

আবার হেলান দিলো তেরেসা, সহসা সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার চোখে। 'তাহলে ওদের খোঁজে আসোনি তুমি?'

প্রায় নিষ্ঠুর চোখে তেরেসার দিকে তাকালো রবসন। 'ম্যাথু এখন অতীত। আমি হয়তো ওর বন্ধুদের খোঁজেই এসেছি, কিন্তু তুমি যা ভাবছো সেজন্যে নয়।'

'ম্যাথুর বদলা নিতে নয়?'

'না।'

দীর্ঘ নীরবতার পর তেরেসা আবার বললো, 'তাহলে কেন?'

হাতের ফাঁকে গ্লাস ঘোরাতে লাগলো রবসন, তেরেসার দিকে তাকালো না। 'কিছু জিনিস বিক্রি করতে চাই,' বললো ও।

উঠে দাঁড়াতে গেল তেরেসা, কিন্তু হাত ধরে টেনে আবার তাকে বসিয়ে দিলো রবসন। 'আগে সব শোনো। বড় হবার পর কখনো দুএকঘন্টার বেশি কথাবার্তা হয়নি আমার ম্যাথুর সঙ্গে, ওকে বলতে গেলে আমি চিনিই না। কে জানে হয়তো ওভাবে মরাই ওর জন্যে উচিত হয়েছে!'

'কিন্তু ও তোমাকে ভালোবাসতো!' আন্তরিক কণ্ঠে বললো তেরেসা।

অন্যদিকে মুখ ঘোরালো রবসন, যাতে মেয়েটা ওর আড়ষ্ট হয়ে ওঠা চেহারা দেখতে না পায়। একটু পর শব্দ করে কর্কশ হাসি হাসলো ও, তীক্ষ্ণ চোখে তেরেসার দিকে তাকালো। 'তোমার কথা শুনে বুক ভেঙে যাচ্ছে আমার!' কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরিয়ে বললো; বিদ্রূপে বেঁকে উঠলো ঠোঁট, সামনে ঝুঁকলো, 'আচ্ছা, তোমার মতো একটা বাজারে মেয়ের কথায় আমি লড়াই করবো কিভাবে ভাবতে পারলে?'

রবসন কথা শেষ করার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে তেরেসা, এবার চটাশ করে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলো ওর গালে, তারপর গটগট করে চলে গেল। ওর পায়ের শব্দে আশপাশের টেবিলের সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। ঝটপট করে ওদের একবার দেখলো রবসন; তারপর আবার গ্লাসের দিকে মন দিলো, যেন রগচটা কোনো কাউপাঞ্চার মদ গিলে অপমান ভোলার চেষ্টা করছে।

কিন্তু মনে মনে ভাবছে মেয়েটার সামনে হঠাৎ ভোল পাল্টে ঠিকই করেছে ও। ম্যাথু রবসনকে ভালবাসতো তেরেসা, ওকে হারিয়ে

মেয়েটা দুঃখ পেয়েছে বোঝা যায়। বারে নিজের নাম বলেছে ও, অনেকেরই নামটা শোনা স্বাভাবিক। এখন ম্যাথু রবসনের প্রেমিকা তার ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করার কথা জানাজানি হলে ও যাদের সন্ধানে এসেছে এখানে তারাও জেনে যাবে, সেক্ষেত্রে ম্যাথুর মতো ওকেও পিঠে গুলি খেয়ে মরতে হবে। সেজন্যেই শত্রুদের চেনে কিনা বোঝার জন্যে যতক্ষণ লাগে ঠিক ততক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলেছে তারপর খেপিয়ে দিয়েছে আঘাত করার জন্যে, যাতে সবাই ব্যাপারটা দেখে। এখন এই ঝগড়ার কথা রটলেও ও যে প্রতিশোধ নিতে এসেছে তা আর ভাববে না কেউ।

স্যালুনে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেললো রবসন, বার ঘেঁষে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এলো। ভাবছে, আজ রাতেই আবার তেরেসার সঙ্গে দেখা করে ম্যাটের সঙ্গীদের খোঁজ নিতে হবে।

কাছের ক্যাফেটার দিকে তাকালো রবসন। ঠিক জায়গায় এসেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে এত উদগ্রীব ছিলো যে খিদের কথা মনেই ছিলো না এতক্ষণ।

ক্যাফেটা ছোট, আগাগোড়া লম্বা একটা কাউন্টার রয়েছে শুধু। কাউন্টারের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে খাবারের ফরমাশ দিলো ও। তারপর চুপচাপ বসে তেরেসার সঙ্গে দেখা করার আগপর্যন্ত কি করে সময় কাটাবে ভাবতে লাগলো।

দুজন লোক ক্যাফেতে ঢুকতেই তাদের দিকে তাকালো রবসন। ক্যাটলম্যানদের মতো চেহারা। বেঁটেখাটো মাঝবয়সী লোকটার পরনে ট্রাউজারস, পায়ে হাফ বুটস। মাথায় স্টেটসন। কোমরে ঝুলছে পার্ল-হ্যাণ্ডেড সিক্স-গান। লালচে হাসিহাসি চেহারা; কথা বললে বা হাসলে অসংখ্য ভাঁজ পড়ছে। তার সঙ্গের লোকটা বয়সে তরুণ,

শান্ত স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে। একটা স্লিকার তার গায়ে, বৃষ্টির পানি লেগে থাকায় চিকচিক করছে।

এক নজরেই এসব দেখে নিলো রবসন। সম্ভবত শহরের সচ্ছল কোনো র‍্যাঞ্চার তার কাউহ্যাণ্ডকে সঙ্গে করে এসেছে, ভাবলো ও। ক্যাফের চীনা মালিক রান্নাঘরের দরজা থেকে উঁকি দিয়ে নবাগতদের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলো, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

লোকদুটোকে বিশেষ গুরুত্ব দিলো না রবসন। সহসা খেয়াল হলো ওর দুপাশে এসে বসেছে দুজন; না তাকিয়েই বুঝলো ওরা কারা, কি ওদের উদ্দেশ্য—ওকেই নিতে এসেছে!

চোদ্দ

ওদের উদ্দেশ্য টের পাবার কথা বুঝিয়ে দেবে কিনা মুহূর্তের জন্যে ভাবলো রবসন, পরক্ষণে বিরত রাখলো নিজেকে। দিনের আলো এখনো মিলিয়ে যায়নি, রাস্তায় লোকজন গিজগিজ করছে, এ-অবস্থায় জোর করে ওকে নিতে পারবে না এরা।

চীনা বাবুর্চি খাবার সাজিয়ে দিলো টেবিলে, চেহারা শান্ত রেখে খেতে শুরু করলো রবসন। লক্ষ্য করলো বয়স্ক লোকটা বাবুর্চির

উদ্দেশে ঘাড় দুলিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করছে। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো বাবুর্চি।

মুখের কাছে খাবার তুলে হঠাৎ থেমে গেল রবসন, বাবুর্চির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি এখানেই থাকো।'

শব্দ করে হাসলো বেঁটে বুড়ো।

'সাক্ষী হিসাবে চীনারা সুবিধার নয়,' বললো রবসন, 'তবু আমাদের কাজ চলবে। কি চাও তোমরা বলে ফেলো।'

'এসব তোমার কাছে নতুন নয় বলে মনে হচ্ছে,' বললো বুড়ো।

'যা বলার বলে ফেলো!'

'আগে খেয়ে নাও, রবসন। আমি মার্ক অগডেন, টাউন মার্শাল। ও আমার ডেপুটি, জেরাল্ড।'

'তোমাদের পরিচয় জেনে তেমন খুশি হতে পারছি না,' বললো রবসন। ভাবছে, ঘৃণাবশত তেরেসা ওর নামে নালিশ করে বসলো কিনা।

আবার হাসলো মার্শাল। 'স্বাভাবিক। খেয়ে নাও, তারপর একবার আমার অফিসে যেতে হবে তোমায়।'

আবার বাবুর্চির দিকে তাকালো রবসন। 'বললাম না এখানে থাকতে!'

বাবুর্চি আর দুই ল-ম্যানের নীরব জরিপ অগ্রাহ্য করে ধীর স্থির-ভাবে খেয়ে চললো রবসন। খাওয়া শেষ করে পাইপ বের করে ধরালো, দাম মেটালো খাবারের, তারপর মার্শালকে বললো, 'চলো, আমি তৈরি।'

তিনজন একসঙ্গে রাস্তা বরাবর আধব্লকের মতো এগোনোর পর একটা আলোকিত অফিস কামরায় ঢুকলো। বিশাল কামরাটা ফাঁকা,

একপাশে দোতলায় যাবার সিঁড়ি; জেলটা ওপরে, ভাবলো রবসন।

সবার পেছনে ছিলো জেরাল্ড, ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিলো সে। অবশ্য রাস্তার দিকের পর্দাবিহীন জানালায় তাকালে যেকেউ ভেতরে লোকের উপস্থিতি বুঝতে পারবে।

'বসো,' রবসনকে বললো মার্শাল অগডেন, ডেস্কের সামনে রাখা তিনটা পিঠউঁচু চেয়ারের একটা দেখালো ইশারায়।

বসার পর চেয়ারটা কাত করে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিলো রবসন, নেড়েচেড়ে কোলের কাছে নিয়ে এলো পিস্তলটা।

'স্রেফ রেয়াজের খাতিরে জানতে চাইছি,' বললো অগডেন, 'শুনলাম তুমি নাকি কোন এক লোকের খোঁজে এসেছো এখানে, কথাটা ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

ডেস্কে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলের সঙ্গে রবসনকে জরিপ করলো মার্শাল। 'কাকে খুঁজছো?'

'এক লোকের সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহে যাবার কথা ছিলো আমার,' নির্বিকার গলায় জবাব দিলো রবসন, 'আজ থেকে দুবছর আগে মেক্সিকোতে তার সঙ্গে পরিচয়, ওখানেই আমরা ঠিক করি এখান থেকে রওনা হবো।'

একটুও হাসলো না মার্শাল। 'ম্যাথুর সঙ্গে তোমার তেমন তফাৎ নেই, তাই না?'

'কি জানি,' মৃদু হেসে বললো রবসন।

চোখ রাঙালো এবার মার্শাল। হাই তুললো পল রবসন। কেশে গলা পরিষ্কার করে কবাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো জেরাল্ড।

'ইয়াকি কিন্তু অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে,' শান্ত কণ্ঠে বললো

অগডেন।

'অতিরিক্ত কৌতূহলও তাই,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলো রবসন।

'আইনের লোকদের কিছুটা কৌতূহল থাকতেই হয়।'

'তা ঠিক,' সায় দিলো রবসন।

এক মুহূর্তের জন্যে চুপ রইলো মার্শাল, যেন কি বলবে স্থির করতে পারছে না। অবশেষে বললো, 'তোমার ভাইকে এখানে সুনজরে দেখা হতো না।'

নীরবে মাথা দোলালো রবসন।

'ওর মারা যাবার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানো?' আবার বললো মার্শাল।

'রাসলিং করতে গিয়ে মরেছে,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন।

'হ্যাঁ,' বলে একটু হাসলো অগডেন, মনে মনে শব্দ বাছছে। 'উচিত সাজা হয়েছে শয়তানটার। যদি কোনো কারণে আমার মনে হয় ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী লোকদের খুঁজছো তুমি, তোমার বড় অসুবিধা হয়ে যাবে।'

বিস্ময়ভরা চোখে মার্শালের দিকে তাকালো রবসন। 'কি বলছো,' শান্ত কণ্ঠে বললো ও, 'আমি তো জানি মুনরোর রাইডাররাই ফাঁসিতে লটকে হত্যা করেছে ওকে।'

'ঠিক,' শান্ত কণ্ঠে বললো মার্শাল অগডেন। 'তবে অনেকে বলা-বলি করে ওর দলের লোকেরা নাকি ওকে ইচ্ছা করে অসহায় অবস্থায় পেছনে ফেলে এসেছিলো, যাতে পালাতে না পারে, লড়াই করতে বাধ্য হয়, সেজন্যে ঘোড়াটাও নিয়ে আসে তারা।'

মৃদু ভুরু নাচালো রবসন। 'বলতে চাইছো সেই লোকগুলো এই শহরেই আছে?'

'তা বলিনি,' স্থির কণ্ঠে বললো মার্শাল অগডেন। 'আমি বলেছি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তুমি ওদের খোঁজ শুরু করলে ভালো হবে না। বদলা নেবার মতো কিছু হয়নি।'

'তাই বলো,' বললো রবসন। 'বুঝেছি।'

'বুঝলেই ভালো।'

রবসন বুঝতে পারছে, ওকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যাতে কারো ব্যাপারে নাক না গলায়। বোঝা যাচ্ছে, ম্যাটের এককালের বন্ধুরা এ-শহরেই থাকে, অগডেনরা তাদের শুধু চেনেই না বরং আগলে রাখার দায়িত্বও নিয়েছে। এর একটাই অর্থ থাকতে পারে: এরা দুজনই মুনরো আর শিফলিন-হার্ড ছিনতাইকারীদলের সদস্য। কিন্তু এসব ভাবনা চেহারায় ফুটতে দিলো না ও।

নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো, 'আমাকে ভুল বুঝেছো তোমরা।'

'মানে?' জানতে চাইলো অগডেন।

'আ,' বুটের ডগার দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বলতে শুরু করলো রবসন, 'ম্যাট নামে আমার একটা ভাই ছিলো বটে, কিন্তু বড় হবার পর ওর সঙ্গে দুবারের বেশি দেখা হয়েছে কিনা আমার মনে নেই। সে কিভাবে কার হাতে কেন মরেছে তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। ওর বেঁচে থাকাও আমার কাছে মূল্যহীন। জীবনে বহু জায়গায় গিয়েছি, ওর কারণে কোথাও কোথাও নাম ভাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি, কারণ আমার আগেই ওসব জায়গায় এমন ঝামেলা করে গিয়েছিলো ম্যাথু, রবসন নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো লটকে দিতো আমাকে।'

মুখ তুলে মার্শালের দিকে তাকালো ও। 'তুমি হয়তো বলতে চাইছো এখানে ওর অনেক শত্রু ছিলো, আমি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করছি না, কিন্তু ম্যাথু সম্পর্কে যেসব শুনেছি, আমার তো মনে হয়,

আমার নাম শোনামাত্র ওরা সবাই ধেয়ে আসবে, আমাকে খোঁজ করার কষ্ট করতে হবে না। ম্যাট এমন ছিলো, লোকে শুধু তাকে নয় তার বংশকে পর্যন্ত ঘৃণা করতে শুরু করতো। সত্যি বলতে কি আমার নাম রবসন, এটা যদি জানাজানি না হবার ব্যবস্থা নিতে পারো খুব উপকার হবে, আমার বিপদের আশঙ্কা কমবে।'

রীতিমত বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল এবার মার্শাল। একবার জেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে ফের রবসনের দিকে চোখ ফেরালো, লালচে অমায়িক চেহারায় সতর্ক ভাব ফুটে উঠলো।

'তাহলে এখানে এসেছো কেন?' সোজাসাপ্টা জানতে চাইলো অগডেন।

'আসলে একটা টেক্সাস ট্রেইল-হার্ডের আগেভাগে এসে পড়েছি,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো রবসন, 'ওরা পুবে যাবার সময় আবার আমাদের মিলিত হবার কথা। এখানে এসে দোষ করেছি কোনো?' মার্শাল আর ডেপুটির চেহারা জরিপ করলো রবসন, ওরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে কিনা দেখার জন্যে, কিন্তু হতাশ হতে হলো, আরো সতর্ক হয়ে উঠলো তারা।

'এই শহরটা ট্রেইলের বেশ—অনেক দূরে,' বললো অগডেন।

'হতে পারে,' বলে আর কথা বাড়ালো না রবসন।

'বিচিত্র ব্যাপার,' চট করে বললো অগডেন, 'যাক গে, তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই।'

'বলো?'

'শুনলে তোমার মঙ্গল হবে,' বললো অগডেন।

'আমি শুনছি।'

'প্রয়োজনের বেশি এক মুহূর্তও এখানে থেকো না, সম্ভব হলে

এক্ষুনি ভাগো,' আস্তে করে বললো মার্শাল।

মাথা দোলালো রবসন। 'এসব উপদেশ কম শুনিনি। তবু ধন্যবাদ।'

'নিশ্চয়ই,' মৃদু অমায়িক কণ্ঠে বললো মার্শাল।

উঠে দাঁড়ালো রবসন। 'আর কিছু বলবে?'

'না,' বললো অগডেন।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো জেরাল্ড। ওদের বিদায় জানিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো রবসন, বোনানজার উদ্দেশে পা বাড়ালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক, ইতিমধ্যে বাতি জ্বলে উঠেছে কয়েকটা দোকানে।

মার্শালের সতর্কবাণীর কথা ভাবলো রবসন। ম্যাথু প্রসঙ্গে ওর নির্জলা মিথ্যাভাষণ অগডেনরা হজম করেছে কিনা বোঝার উপায় নেই, হয়তো করেছে। রবসন নিশ্চিত অগডেনরা ট্রেইল-রাসলার-দলের সদস্য। নিশ্চয়ই সে ওদের আলোচনার খবর বন্ধুদের জানাবে। তাহলে দুটো লাভ হবে ওর: ও ম্যাথু হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় ভাববে না কেউ; এবং ওরা ধরে নেবে আরো একটা গরুর পাল আসছে এদিকে। ম্যাথু যে কারণে মারা গেছে ঠিক তেমনি একটা কাজে ওকে সাহায্য করার জন্যে লোক খুঁজতে এখানে এসেছে ও, কথাটা অগডেন বিশ্বাস করলে ওদের আস্থা অর্জন সহজ হবে। যাই হোক, এখন তেরেসার সঙ্গে দেখা করতে হবে ওকে, জানতে হবে মেয়েটা রাসলার-দের নামধাম জানে কিনা। শহর ছাড়ার জন্যে মার্শালের হুঁশিয়ারিকে কথার কথা ভেবে ও নিয়ে আর মাথা ঘামালো না।

বোনানজায় ঢুকে দেখলো লোকজনে গিজগিজ করছে, প্রায় সবাই মাইনার, চারদিকে কোলাহল। কিভাবে তেরেসার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, ভাবলো ও, সরাসরি কথা বলা যাবে না; কোনো চিরকুট

পাঠানোও ঠিক হবে না, অচেনা বাহককে বিশ্বাস করবে কিভাবে? তাছাড়া চিরকুটটা ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে খাড়া করা হতে পারে।

জুয়ার টেবিলগুলোর দিকে এগোতে গিয়ে হঠাৎ একটা টেবিলে তেরেসাকে দেখতে পেলো রবসন, কামরার একধারে দুজন লোকের সঙ্গে বসে আছে। মেয়েটাও কামরার চারদিকে তাকাচ্ছে, হয়তো ওকেই খুঁজছে ভেবে চট করে বারের দিকে ফিরলো রবসন। বেশির ভাগ খদ্দের এখন জুয়ার টেবিলে, বার প্রায় ফাঁকা, শেষ প্রান্তে দাঁড়ালো ও, হুইস্কির ফরমাশ দিলো।

একটু পরেই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তেরেসা, একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে বারের দিকে এগোলো। হুইস্কি জরিপ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো রবসন।

তেরেসা পাশে দাঁড়াতেই তাকালো ও, চোখাচোখি হলো ওদের।

'হ্যালো,' বললো রবসন।

পাথরের মতো কঠিন দৃষ্টিতে ওকে মাপলো তেরেসা, তারপর সঙ্গীর দিকে চোখ ফেরালো। নিজের বোকামির জন্যে মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিলো রবসন। একটা চিরকুট লেখা থাকলে এখন অনায়াসে ওর হাতে গুঁজে দেয়া যেতো! সঙ্গীর সঙ্গে এখন রসিকতায় ব্যস্ত তেরেসা, লোকটার কি এক কথায় হাসিতে ভেঙে পড়লো সে।

আলতো করে গ্লাসটা ধরে রেখেছিলো রবসন, আচমকা ধাক্কায় ছলকে পড়লো অনেকখানি হুইস্কি। চট করে ঘাড় ফেরালো ও, ছোটখাট এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। অমায়িক চেহারা, হাসছে অপরাধীর মতো।

'দুঃখিত, মিস্টার,' বললো সে, তারপর বারটেণ্ডারের দিকে তাকালো, 'একে আরেকটা হুইস্কি দাও, জর্জ।'

রবসন কিছু বলার আগেই গ্লাসে মদ ঢেলে দিলো বারটেণ্ডার, দাম মিটিয়ে দিলো বেঁটে। সোজা হয়ে দাঁড়ালো লোকটা, বাদামী চেহারা তার, হাড়ের গায়ে চামড়া লেপ্টে আছে, গ্লাস উঁচু করে রবসনের গ্লাসের সঙ্গে ঠেকালো সে।

হেসে তার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করলো রবসন।

'তুমিও নতুন নাকি?' জানতে চাইলো লোকটা।

'হ্যাঁ' সূচক জবাব দিলো রবসন।

'তাহলে তো তোমার কাছে সাহায্য মিলবে না,' বললো লোকটা।

'হয়তো না,' সায় দিলো রবসন, 'তবু শুনি কি ব্যাপার?'

'ইয়ে, তোমাকে দেখে তো কাউম্যান বলেই বোধ হচ্ছে,' বললো লোকটা, রবসনের পরনের পোশাক জরিপ করলো। 'আমিও। আমার সঙ্গে কিছু টাকা ছিলো, মদে আসক্তি নেই, পোকার খেলার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু এখানকার মাইনাররা পোকার বোঝে না। একটা টেবিল অবশ্য আছে, ওই যে, কিন্তু স্টেক আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভাবছিলাম কোনো ক্যাউম্যানের দেখা পেলে হয়তো কম-স্টেকের খেলার খবর মিলতো, কিন্তু এখন কোনো আশা দেখছি না।'

বারে ভিড় পাতলা বলে বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে ব্যাক-বারে ঠেস দিয়ে এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলো বারটেণ্ডার, সেই আগের লোকটাই। বেঁটে লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। 'কয়েকটা ব্যাকরুম আছে এখানে,' মাথা হেলিয়ে স্যালুনের পেছন দিকে ইঙ্গিত করলো। 'ক্লেবর্নের সঙ্গে আলাপ করো, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

'ক্লেবর্ন কে?' জানতে চাইলো লোকটা।

কামরার এদিক ওদিক নজর বোলালো বারটেণ্ডার, তারপর বললো, 'ওই যে ওই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কালো কোট পরা শাদা-

চুলো লোকটাকে দেখছো, সে এই স্যালুনের মালিক।'

মাথা দুলিয়ে সেদিকে পা বাড়ালো লোকটা। ক্লেবর্নের সঙ্গে কথা বললো, মাথা দোলালো ক্লেবর্ন, তারপর টেবিলে গিয়ে পরপর তিনটা লোকের সঙ্গে আলাপ করলো। প্রত্যেকে মাথা দোলালো, তারপর একসঙ্গে ব্যাকরুমে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো বেঁটে লোকটা, যেন সহসা একটা কথা মনে পড়ে গেছে, বারের দিকে এগোলো সে। রবসন বুঝে গেল ওর কাছেই আসছে। খেয়াল হলো তেরেসা নেই, ফের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বারটেণ্ডার।

এতক্ষণে রবসন বুঝলো পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। ওকে চিনিয়ে দেয়ার জন্যেই বারে এসেছিলো তেরেসা, তারপর বেঁটে এসে তাক লাগানো অভিনয় করেছে। ওকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে তৈরি ছিলো বারটেণ্ডার; ক্লেবর্নের সম্মতি, লোকগুলোকে রাজি করানো—সব পূর্ব-পরিকল্পিত। ওকে ব্যাকরুমে নিয়ে যাবার নিখুঁত পরিকল্পনা এটা।

বেঁটে লোকটা কাছে আসার আগেই জবাব তৈরি করে ফেললো রবসন।

'হঠাৎ মনে হলো,' বললো লোকটা, 'তুমিও হয়তো খেলতে চাইবে। চলো। ক্লেবর্ন ব্যাকরুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

'আমার পকেটে মাত্র বারো ডলার আছে,' সহজ গলায় বললো রবসন।

'আরে, আমার কাছে মাত্র পনেরো, ওটা কোন ব্যাপার নয়।'

'তাহলে ঠিক আছে,' বললো রবসন।

লোকজনের ভিড় কাটিয়ে ওকে অনুসরণ করলো রবসন। দোতলার সিঁড়ির নিচে দেয়ালে একটা করিডরের উদ্দেশে এগোলো ওরা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা।

'গেল কোথায় সবাই?'

'খেয়াল করিনি,' বললো রবসন।

করিডর ধরে এগোলো লোকটা। প্রথম দরজার কাছে থেমে কবাট খুলে উঁকি দিলো, একটা পোকার টেবিল থেকে মুখ তুলে তাকালো পাঁচজন লোক, বিড়বিড় করে ক্ষমা চাইলো লোকটা, ভিড়িয়ে দিলো দরজাটা। দ্বিতীয় দরজা খুলেও উঁকি দিলো, তারপর কবাটটা হাট করে খুলে রবসনকে ঢুকতে ইশারা করলো।

কামরায় পা রাখলো রবসন। পেছন-দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন লোক, নীরবে জরিপ করছে ওকে। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে তেরেসা। মাথার ওপর ঝোলানো লণ্ঠনের চোখ-ধাঁধানো আলোর নিচে সবুজ একটা টেবিল রাখা।

পেছনে দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেলো রবসন।

'তোমাদের খবর পেতে কতক্ষণ লাগবে ভাবছিলাম,' তেরেসার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো ও।

'এই লোকটাই?' জানতে চাইলো একজন।

'হ্যাঁ,' বললো তেরেসা।

পেছন-দেয়ালের গায়ে দরজাটা ইতিমধ্যে দেখেছে রবসন, বোধ হয় বাইরে যাবার পথ, ভাবলো ও। ওদিক দিয়েই এসেছে তেরেসা, ওর চুলে বৃষ্টির ফোঁটা লেগে রয়েছে।

পেছনে না তাকালেও রবসন বুঝতে পারলো বেঁটে লোকটা পিস্তল তাক করে রেখেছে ওর দিকে, কবাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। সেই সঙ্গে বুঝলো তেরেসাকে আরো আগেই সত্যি কথাটা জানানো উচিত ছিলো, বড্ড দেরি হয়ে গেছে!

পনেরো

প্রেস্টনের কেবিন থেকে ফিরে যাচ্ছে নরমা কারটিন, অন্যমনস্ক, কোনো-দিকে চাইছে না। সহসা নিঃসঙ্গতার মানে যেন অনুভব করতে পারছে ও। বারবার রবসনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রবসনের অসমসাহস আর মহত্ব আকৃষ্ট করেছে নরমাকে, ভালবেসে ফেলেছে নিজের অজান্তেই। রবসনের এখানে আগমনের কারণ জানে না ও, জানতে চায়ও না। নরমা জানে রবসনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে ওকে। ফিরে আসবে বলে কথা দিয়েছে সে।

সহসা ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে আসতেই চমকে উঠলো নরমা, চট করে ট্রেইলের পাশে গাছপালার আড়ালে চলে এলো, স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়ার মুখ চেপে ধরলো যাতে ওটা ডেকে না ওঠে।

আওয়াজ ঘোড়ার আওয়াজে বোঝা গেল দুজন ঘোড়সওয়ার আস-ছে। গ্রিসন আর পিকেট যাচ্ছে ব্যর্থ মিশনে। চলে গেল ওরা। রবসন এদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে ভেবে গর্বে বুক ভরে উঠলো নর-মার।

আবার ট্রেইলে আসার পর গম্ভীর হয়ে গেল নরমা। লুকাসের ছায়া

যেন তাড়া করছে ওকে, আরেকটু হলেই লোকটাকে বিয়ে করে বসতো। এতদিন জানতো লোকটা ওকে ভালোবাসে। আচ্ছা, কি করে এমন একটা ভুল করতে পারলো ও? ভাবলো নরমা। এতগুলো দিন নিজের আসল চেহারা লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো লুকাস, কিন্তু রবসন আসতেই বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র নখ। ওকে চিনতে ভুল করেনি পল, তাই ওর নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে যেতে চায়নি।

পিকেটরা ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কিনা একবার ভাব-লো নরমা। নাহ্, তিনজন একসঙ্গে শহরে ফিরলে জানাজানি হবেই এবং কি ঘটেছে বুঝতে কষ্ট হবে না লুকাসের। কিন্তু ও রবসনদের সতর্ক করতে গিয়েছিলো এটা জানতে দেয়া যাবে না লুকাসকে, কারণ এর ফলে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সে। পরে নিজেই লুকাসকে সব বলবে ও, বলবে রবসনকে ভালোবাসে বলেই ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কাজটা করেছে। রবসন যদি পাশে থাকতো, একটুও ভয় ছিলো না, কিন্তু এখন সে একা, মনের ভেতর কেমন যেন করছে!

কিন্তু ভয় লাগলেও নরমা জানে পিকেটের জন্যে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না, একাই ফিরতে হবে শহরে। আচ্ছা, লুকাস যদি এখনো শহরে থাকে? পিকেটরা বেরিয়ে আসার পর যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাকে? জানার উপায় নেই। ঝুঁকি নিতেই হবে!

ট্রেইল ধরে শহরে ঢুকলো না নরমা কারটিন, রিজ বরাবর মাইল খানেক এগিয়ে তারপর উপত্যকায় নেমে শহরে প্রবেশ করলো।

নীরব অন্ধকার চারদিকে, কেবল দোকানগুলোর পেছনে দু-একটা বাতি জ্বলছে। হোটেল অতিক্রম করার সময় লবির ডেস্কে রাখা লণ্ঠনটা দেখতে পেলো, আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে। ফীড-স্ট্যাবলে ঢুকলো নরমা, রাতে এক কিশোর থাকে এখানে, তার হাতে তুলে দিলো

ঘোড়াটা।

'আজ কোনো ঝামেলা হয়েছে, জিম ?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'না, মিস কারটিন। ঘণ্টাখানেক আগে ওয়াগন-হ্যামারের কয়েকজন রাইডার এসেছে শুধু, কিন্তু ওরা তেমন কোনো ঝামেলা করেনি।'

অন্ধকারে ছেলেটার আবছা অবয়ব দেখতে পাচ্ছে নরমা, তার মানে ছেলেটাও ওকে দেখতে পাচ্ছে না। এবার ও জানতে চাইলো। 'আসলে কি হয়েছে আজ, জিম ? নিশ্চয়ই জানো তুমি।'

দীর্ঘক্ষণ কথা বললো না ছেলেটা, তারপর জবাব দিলো, 'জানি, ম্যাম।'

'বলো তো ?'

কিন্তু জবাব দিলো না জিম।

নরমা আবার বললো, 'দুঃখিত, জিম, বোধ হয় জানতে চাওয়া ঠিক হয়নি।'

'তা নয়,' অন্ধকারে আস্তে করে বললো জিম, 'নোলান নামে বার-স্প্র্যাপের এক রাইডার কয়েকজন লোককে সঙ্গে করে ব্যারিয়ার রিমের ওপর থেকে ওয়াগন-হ্যামারের প্রায় সব গরু নিচের খাদে ফেলে দিয়েছে। কেবল তাই নয়, মিস কারটিন—'

'আর কি ?'

'স্ট্যামপিড করার আগে যারা গরু পাহারা দিচ্ছিলো তাদের সাত-জনকে মেরে ফেলেছে !'

আতঙ্কিত হয়ে পড়লো নরমা।

'বলো কি, ওরা তো ভুল করেছে !' ওয়াটকিনসের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারির কারণ বুঝতে পারলো এবার।

'এবার তা টের পাবে ওয়াটকিনস, ম্যাম,' ধরা গলায় বললো জিম,

'আমার বাবাকেও হত্যা করেছে ওরা। ওই সাতজনের একজনও ওয়াগন-হ্যামারের রাইডার ছিলো না, অথচ কাউকে রেহাই দেয়া হয়নি, হত্যা করা হয়েছে পেছন থেকে গুলি করে, আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ না দিয়ে !'

সামনে গিয়ে জিমের কাঁধে হাত রাখলো নরমা। 'আমি সত্যি দুঃখিত, জিম। তবে আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে বেন ওয়াটকিনস নির্দোষ। যদিও ঠিক জানি না। তবে নিশ্চয়ই জানো আজ সারাদিন জেলে ছিলো ও ?'

'জেলে যাবার আগেই হয়তো নির্দেশ দিয়ে এসেছে !' জোর গলায় বললো জিম।

ওর কাঁধে চাপ দিলো নরমা। 'এবার সবাই রক্তের নেশায় মেতে উঠবে, তুমিও কি…?'

'অবশ্যই !' দৃঢ় কণ্ঠে বললো জিম।

'সেক্ষেত্রে তোমার জন্যে আমার দুঃখ করা ছাড়া কিছু করার নেই,' আস্তে করে বললো নরমা। 'শুভরাত্রি, জিম।'

'শুভরাত্রি, মিস কারটিন।'

অন্ধকারে রাস্তা পেরোনোর সময় টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো মেলা-নোর চেষ্টা করলো নরমা। প্রেস্টনের কেবিনে পৌঁছে বেন ওয়াটকিন-সের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলো ও, এজন্যেই কি পল ব্রবসনের সঙ্গে তর্ক করছিলো সে। জেনেও ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা ওর কাছে চেপে গেছে পল। আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইলো নরমার মনে, অনেক কষ্টে দমন করলো। কোথাও নিশ্চয়ই ভুল হয়ে গেছে। পিকেট তো ওয়াটকিনসকেও সাবধান করে দিতে বলে দিয়েছিলো, তাই না ? তার মানে গ্লিসন বা পিকেট কেউই ওকে অপরাধী ভাবছে

না। কিন্তু ঘটনাটা জানাজানি হবার পর আগুন জ্বলে উঠবে পুরো এলাকায়। কথাটা ভাবতেই বুকের রক্ত হিম হওয়ার অবস্থা হলো নরমার। এবং সেই আগুনে ঘি ঢালবে লুকাস মিল, বেন ওয়াটকিনসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর রক্ত আর ক্রোধকে কাজে লাগাবে।

একটু আগেও কিছুটা স্বস্তি বোধ করছিলো নরমা, কিন্তু এখন আবার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ইশ, রবসন যদি এখন থাকতো পাশে! কিন্তু রবসনের জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে ওকে, জয় করতে হবে আতঙ্ককে।

হোটেলে ঢুকলো নরমা, জুতোর প্রতিধ্বনি যেন জানিয়ে দিলো কতটা ক্লান্ত সে। জিমের কাছে ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদটা শোনার পর নিঃসঙ্গতার অনুভূতি চলে গেছে ওর।

ডেস্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় লণ্ঠনের আলো আরো কমিয়ে ওটাকে দেয়ালের পাশে নামিয়ে রাখলো নরমা, তারপর নিজের কামরায় ঢুকলো। কোথায় কি আছে জানে, অন্ধকারে অবলীলায় এগিয়ে গিয়ে আলো জ্বাললো। পাশের কামরায় লী জেগেছে কিনা ভাবলো। পিকেট যখন আসে তখন ও ঘুমাচ্ছিলো, তাই জাগায়নি। লী কে তো সব জানানো দরকার। কিন্তু লীর ঘুম ভাঙাবে না স্থির করলো নরমা, দুর্বল শরীর বেচারার, ঘুমোক।

খাটের পাশের স্ট্যাণ্ডের ওপর রাখা লণ্ঠনের কাছ থেকে সরে এলো নরমা, বাম হাতের গ্লাভ খুলছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ও, ড্রেসারের দিকে তাকিয়ে রইলো বোকার মতো। সব কটা ড্রয়ার খোলা। তছনছ হয়ে আছে জিনিসপত্র। জানালার কাছে রাখা ট্রাঙ্কটাও খোলা, কাপড়চোপড় অবিন্যস্ত হয়ে আছে। আতঙ্কে শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর। দৌড়ে ট্রাঙ্কের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো নরমা, ত্রস্ত

হাতে তল্লাশি শুরু করলো। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ওর হাত, কাপড়ের স্তূপ থেকে একটা চিঠির বাণ্ডিল তুলে নিলো।

রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারায় উঠে দাঁড়ালো নরমা, ভয় আর উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর করে; ছুটে করিডরে বেরিয়ে এলো ও, উদভ্রান্তের মতো ঢুকলো লীর কামরায়।

'লী! লী! সব জেনে গেছে ওরা! সব!'

অন্ধকার কামরায় কোনো সাড়া নেই। থামলো নরমা, লীর জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলো কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু জবাব নেই। দ্রুত খাটের দিকে এগিয়ে গেল নরমা, ধাক্কা দিলো ভাইকে। 'লী! লী!'

একটুও নড়লো না লী। শিরশির করে হিমেল স্রোত বয়ে গেল নরমার মেরুদণ্ড বেয়ে।

টেবিল হাতড়ে দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে একটা কাঠি বের করতে গিয়ে ফেলে দিলো, আরেকটা কাঠি বের করে জ্বাললো, তাকালো বিছানার দিকে।

পরক্ষণে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ চিরে দিলো রাতের নিস্তব্ধতা।

জ্বলছে দেশলাইয়ের কাঠি, আলোর দিকেই চেয়ে আছে লী কারটিন, কিন্তু কিছুই দেখছে না সে। তার কপালে একটা বীভৎস গর্ত—বুলেটের!

বৃদ্ধা কুক দরজায় এসে দাঁড়ানোর আগে আর কিছু বুঝতে পারলো না নরমা। দোরগোরায় তার আবছা কাঠামো দেখতে পেলো। মহিলার হাতে লণ্ঠন, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চেহারা। তার কাছে দৌড়ে গেল নরমা।

চিৎকার শুনে ছুটে এলো জিম। ইশারায় ওকে বিছানা দেখালো মিসেস কুনী, তারপর বললো, 'শিগগির পিকেটকে খবর দাও!'

নরমাকে নিয়ে নিজের কামরায় চলে এলো মহিলা। বিছানার ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়লো নরমা, পাগলের মতো কাঁদছে। লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রাখলো মিসেস কুনী, নরমার দিকে তাকিয়ে রইলো, সহানুভূতি ঝরে পড়ছে দৃষ্টিতে। বিছানায় এসে বসলো মহিলা, রেলিংয়ে হেলান দিয়ে কাছে টেনে নিলো নরমাকে।

এই অবস্থাতেই ওদের আবিষ্কার করলো অরভিল পিকেট আর অ্যামোস গ্রিসন। অফিস আর বাসায় ওদের না পেয়ে হতাশ হয়ে চলে আসার সময় ওদেরকে শহরে ফিরে আসতে দেখে ডেকে এনেছে জিম।

ইশারায় ওদের বাইরে অপেক্ষা করতে বললো মিসেস কুনী, তারপর উঠে এসে দরজা আটকে দিলো।

অন্ধকার করিডরে দাঁড়িয়ে পিকেটের দিকে তাকালো গ্রিসন।

'এ-ঘটনার সঙ্গে লড়াইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই,' শান্ত কণ্ঠে বললো সে।

'হ্যাঁ,' বললো পিকেট, 'আমিই বোধ হয় দায়ী এ-জন্যে, অ্যামোস।'

'তা কেন হবে! এমন কিছু ঘটবে বলে কেউ আশঙ্কা করেনি।'

নীর কামরায় ফিরে গেল সে। করিডরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো পিকেট। একটু পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো নরমা কারটিন। টুপি খুলে কথা শুরু করতে গেল পিকেট, তার আগেই ও বললো, 'ঠিক আছে, অরভিল। ওখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি।'

করিডর ধরে এগিয়ে গেল নরমা। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ পিকেট, তারপর মিসেস কুনীর কামরায় ঢুকে অপেক্ষা করতে লাগলো। একটু পরেই ফের মিসেস কুনীর কামরায় ফিরে এলো নরমা, বেরিয়ে গেল মিসেস কুনী। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো পিকেট, আরো বিমর্ষ হয়ে উঠেছে তার চেহারা।

নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসলো নরমা।

'কিছু বলবে?' জানতে চাইলো মার্শাল।

মাথা দোলালো নরমা। ব্লাউজের ভেতর লুকানো চিঠির বাণ্ডিলটা স্পর্শ করলো, কান্না চেপে পিকেটের প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'তোমার চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না, অরভিল। ওকে ওভাবেই পেয়েছি।'

প্রয়োজনের সময় রাখঢাক ছাড়াই কথা বলতে পারে পিকেট, এই মুহূর্তে তেমনই ইচ্ছা করছে। 'তুমি বেরিয়ে যাবার সময় হয়তো লুকাসের কোনো লোক দেখেছিলো, লুকাস খবর পেয়ে তোমার উদ্দেশ্য আঁচ করে নিয়েছে, এভাবেই বদলা নিয়েছে হয়তো।' নরমার চেহারা জরিপ করলো পিকেট, মেয়েটা যখন মুখ তুলে তাকালো, ওর জন্যে গর্ব বোধ করলো।

'আচ্ছা, অরভিল, তুমি তো সবই জানো, লুকাস এমন কাজ করতে পারে?'

'তোমার কি মনে হয়?'

'আমার তো বিশ্বাস হতে চায় না। ওকে চিনতে ভুল করেছি বটে, কিন্তু এত বড় ভুল হবার নয়।'

কিছু বললো না পিকেট, নরমা আর কিছু বলে কিনা শোনার জন্যে অপেক্ষা করলো।

'এটা নিশ্চয়ই ডাকাতি,' কণ্ঠকে সহজ রেখে বলার চেষ্টা করলো নরমা। 'আমার ড্রেসার আর ট্রাঙ্ক এলোমেলো করে রেখে গেছে ওরা।'

'ঢুকেই লক্ষ্য করেছি আমি,' বললো পিকেট, দেখলো নরমার চেহারায় বিস্ময় আর শঙ্কার একটা ছায়া খেলে গেল। মনে মনে খেপে উঠলো পিকেট, কিন্তু কিছু করার নেই, তবু সহজ কণ্ঠে সে বললো, 'কিন্তু

লীকে কেন হত্যা করা হলো? তোমার কামরায় ডাকাতি করতে এসে ঘুমন্ত লীকে ওর কামরায় ঢুকে হত্যা করতে যাবে কেন?'

'জানি না,' বললো নরমা।

একটু রুক্ষ হলো পিকেটের কণ্ঠস্বর। 'নিশ্চয়ই এমন কিছু জানতে পেরেছে ওরা যেজন্যে লীকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, আমি কি ভুল বললাম?'

পিকেটের দিকে না তাকিয়েই নরমা বললো, 'হতে পারে, আমি—'

'কথা লুকিয়ো না,' আন্তরিক কণ্ঠে বললো পিকেট। 'তুমি জানো সেটা কি। ওটা আনার জন্যেই আবার কামরায় ফিরে গিয়েছিলে তুমি।' লম্বা একটা দম ফেললো পিকেট, খাটের ওপর বসলো, হুইাঁটুর মাঝখানে রাখলো টুপিটা, তারপর কথোপকথনের ঢঙে বললো, 'আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে তোমরা ছ ভাই-বোন এখানে এসেছিলে, কেউ জানে না কোত্থেকে, তোমরা অবশ্য পুবের কথা বলেছো। এই হোটেলটা কিনেছো, সবাই ভেবেছে এখানে বসতি করার উদ্দেশ্যেই এসেছো তোমরা। কিন্তু আমার ধারণা অন্য কোনো কারণ আছে তোমাদের এখানে আসার পেছনে।'

সতর্ক চোখে ওকে জরিপ করলো নরমা, কিছু বললো না।

আবার কথা বললো পিকেট। 'কারো মুখে শুনে বা জায়গাটা পছন্দ করো বলে এখানে আসোনি তোমরা। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এসব বহুবার ভেবেছি আমি, কিন্তু জিজ্ঞেস করিনি।' টুপিটা একটু নাচালো সে। নরমার সতর্ক চেহারার দিকে তাকালো। 'জানি, কেন কোত্থেকে এখানে এসেছো বলবে না তুমি। বেশ, তাহলে কি ধরে নেবো আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই তোমার?'

নরমা বললো, 'অরভিল, আমি—'

হাত তুলে ওকে বাধা দিলো পিকেট। 'ইচ্ছা না থাকলে কিছু বলার দরকার নেই।' হাতটা আস্তে নামিয়ে মৃদু হাসলো। 'মাঝে মাঝে একটু বেশি কৌতূহল চেপে বসে আমার, চেপে যাবার ক্ষমতাও রাখি। দক্ষ মার্শাল হবার স্বপ্ন কোনোকালেই দেখিনি, কারণ সেজন্যে অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় নিতে হয়। এটা অবশ্য অনেকে বেছে নেয়, কারণ কিছু কিছু সমস্যা এভাবে চেপে যাওয়াই ভালো। ক্ষমতা থাকলে, কেউ যদি সেপথ বেছে নিতে চায়, তাকে সুযোগ দেয়া যেতে পারে অবশ্য, তবে সবাইকে নয়, সবার সে ক্ষমতাও নেই। বুঝেছো? হত্যাকাণ্ড মানেই খারাপ, শাস্তিযোগ্য, লী সম্পর্কে আমি যতদূর জানি, এভাবে অপঘাতে মারা যাবার মতো কোনো অপরাধ সে করতে পারে না। আমার ধারণা কি ভুল?'

'না,' অস্পষ্ট কণ্ঠে বললো নরমা।

'তারপরও আমার সাহায্য চাও না?'

চট করে উঠে দাঁড়ালো নরমা, দুহাত বুকে চেপে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল, কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার পিকেটের কাছে ফিরে এলো। খাটের পায়ার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'হ্যাঁ, অরভিল, আমি তোমাদের সাহায্য চাই, তবে অন্য ব্যাপারে।'

'বেশ।'

'এখান থেকে এখন পালাতে চাই আমি,' শান্ত কণ্ঠে আস্তে করে বলতে চাইলো নরমা, 'কেন, সেটা তোমাকে বলা যাবে না, অরভিল। লীর কবর দেয়ার কাজটা শেষ হলেই আমি চলে যাবো।'

'রবসনের কাছে নিশ্চয়ই,' শান্ত কণ্ঠে বললো পিকেট।

'হ্যাঁ।'

নরমার দিকে তাকালো পিকেট। 'কিছু একটার ভয় করছো তুমি।'

'হ্যাঁ।'

'আমি থাকতেও?'

'তুমিও হয়তো এখন কিছু করতে পারবে না,' জবাব দিলো নরমা, দিশাহারা ভাব কণ্ঠে, লুকাতে পারলো না।

'আসল ব্যাপারটা কি কিছুতেই বলা যায় না?' চট করে জানতে চাইলো পিকেট।

দুহাতে মুখ ঢাকলো নরমা। 'ওহ্, অরভিল! আমি বলতে পারবো না, শুধু শুধু বিপদে পড়ে যাবে শেষে! আমি এখন সব ভুলে যেতে চাই!' আবেদনভরা চোখে পিকেটের দিকে তাকালো নরমা। মেয়েটার জন্যে সহানুভূতি বোধ করলো মার্শাল।

'আমি বাঁচতে চাই, অরভিল। কিছুদিন আগে হলেও হয়তো পরোয়া করতাম না, কিন্তু এখন আমি মরতে চাই না।' অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করলো নরমা, তারপর কিছুটা শান্ত কণ্ঠে বললো, 'অনেক সময় জীবনে একটু সুখের জন্যে কাউকে কাউকে চুরি এমনকি যুদ্ধ করতে হয়, কথাটা মানো?'

'অনেকের বেলায় কথাটা খাটে।'

'আমি তেমনি একজন, অরভিল। হয়তো তোমার কাছে এসব কথা সস্তা ঠেকতে পারে—লী ওখানে মরে পড়ে আছে আর আমি এসব বলছি—কিন্তু ও এখন সব সাহায্যের অতীত; ওকে যেজন্যে হত্যা করা হয়েছে ঠিক সে কারণেই আমাকে পালাতে হচ্ছে। এসব ভুলে যেতে চাই আমি। পলকে আমি ভালোবাসি, ওর সঙ্গে যদি আবার ফিরে আসতে পারি, হয়তো লড়াই করতে পারবো। কিন্তু এই মুহূর্তে বাঁচতে হলে যেভাবে হোক ওর কাছে যেতে হবে আমাকে।'

'মানে তোমাকেও হত্যা করা হতে পারে?' জানতে চাইলো

পিকেট।

'হ্যাঁ।'

'অযথা ভয় পাচ্ছো না তো?' নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মার্শাল।

'না,' বললো নরমা, 'বিশ্বাস করো, অযথা ভয় নয়, ও ঘরে লীর লাশই তার প্রমাণ।'

মাথা দোলালো পিকেট, নিজের হাতের আঙুলগুলো জরিপ করতে লাগলো, অবশেষে নরমার দিকে না তাকিয়েই বললো, 'একটা কথা তোমাকে বলে রাখা দরকার, তুমি যার কাছে যাচ্ছো, আইন কিন্তু তাকে খুঁজছে। ও আবার এখানে এলে গ্রেপ্তার করা হবে।'

'ওর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বিশ্বাস করো?'

'না। কিন্তু কথা সেটা নয়। কোত্থেকে খোদা মালুম, কুৎসিত চেহারার এক লোককে নিয়ে এসেছিলো আজ লুকাস, লোকটা বলেছে ম্যাথু রবসন মুনরো-হার্ড ছিনতাই করার সময় সে মুনরোর সঙ্গে ছিলো, পলও ছিলো ওদের দলে; সে-ই নাকি রুইডোসো ট্রেইল ধরে আমেরিকানে যাবার বুদ্ধি দিয়েছিলো মুনরোকে। রবসনদের সাঙ্গপাঙ্গরা আগে থেকেই ওত পেতেছিলো ওখানে ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে।'

'এসব বিশ্বাস হয় তোমার?' নিচু কণ্ঠে জানতে চাইলো নরমা।

'না। কিন্তু রবসনকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আসল সমস্যা হলো রবসন এ-শহরে আসামাত্র ওকে খুন করার জন্যে ধেয়ে আসবে লুকাস। এসব তোমাকে বলছি, কারণ ওরই কাছে যেতে চাইছো তুমি, এখানে যার স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার নেই। সত্যিই কি ওর কাছে যেতে চাও?'

'অবশ্যই।'

নরমার দিকে তাকিয়ে থেকে হাতের টুপিটা ঘোরাতে লাগলো

পিকেট, মনে মনে সাহস জমা করলো, অবশেষে বললো, 'প্রেস্টনের কেবিনে মারটেলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

কিছু বললো না নরমা।

'কথাটা তোমাকে জানানো জরুরি,' বললো পিকেট, 'তাই না বলে পারছি না।'

'কি?'

'মারটেল কিরে কেটে বলেছে রবসনই নোলানের হাতে স্ট্যামপিড করিয়েছে। এ কারণেই ওকে বিদায় করে দিয়েছে ওয়াটকিনস।'

'মিথ্যে কথা,' বললো নরমা।

'আমি যা শুনেছি সেটাই বললাম,' বললো পিকেট।

'তোমরা বিশ্বাস করেছো কিনা?' জানতে চাইলো নরমা।

'প্রেস্টন অবশ্য ভিন্ন কথা বলেছে।'

পিকেটের কাঁধে হাত রাখলো নরমা। 'অরভিল, পলকে পালানোর সুযোগ দিয়ে এখন ভুল করেছো বলে মনে হচ্ছে তোমার?'

পিকেট বললো, 'না। তোমার যদি তা মনে না হয়, না।'

'তাহলে ওকে বিশ্বাস করো, অরভিল। ও-ই এখন আমার একমাত্র ভরসা। আমার মনে হয় এখন ও-ই তোমাদের সাহায্য করতে পারে, জানি না তুমি তা মানো কিনা। একমাত্র ওর পক্ষেই লীর খুনের বদলা নেয়া সম্ভব—ও ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

ষোল

ডেভ ওয়েল্‌ফকে কফিন বানানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, ওর দোকানে অপেক্ষা করছে মার্শাল পিকেট আর শেরিফ গ্রিসন। মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলছে। একটা বেঞ্চে বসে আছে ওরা, পেছনে কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় কাজ করছে ডেভ, তার রুক্ষ কঠিন দুহাতে অদ্ভুত লাগছে যন্ত্রপাতিগুলো। নরমার সঙ্গে আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রিসনকে বললো পিকেট, নীরবে শুনলো শেরিফ, মাথা দোলালো কেবল। পিকেটের কথা শেষে নীরবতা বিরাজ করলো কিছু সময়ের জন্যে।

'ভাইকে দারুণ ভালোবাসতো নরমা,' বললো গ্রিসন, 'কিন্তু সে খুন হওয়ামাত্র পালিয়ে যাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে মেয়েটা, এতেই বোঝা যায় প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সে।'

নীরবে মাথা দোলালো পিকেট, হাতের ফাঁকে কাগজ মুড়িয়ে সিগারেট বানালো, ঝোলালো ঠোঁটে।

ধুসর আলো ফুটে উঠছে বাইরে, ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে।

'শেষ পর্যন্ত,' বললো পিকেট, 'আমরা যে ওকে রক্ষা করতে পারবো না বুঝে গেছে নরমা।'

'হুম। হয়তো এ-ই ভালো,' বললো গ্লিসন, 'মানে, যদি রবসনের দেখা পায়।'

পিকেট এবার বললো, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় এখানকার লোকগুলো নারী হত্যা করবে?'

'তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি অরভিল,' বললো গ্লিসন, 'কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি অনেক কিছুই এখন আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে, কে যে কি করে বসবে বোঝার উপায় নেই।'

'লীর হত্যাকারীরা ওকেও হত্যা করবে বলে আশঙ্কা করছে নরমা,' বললো পিকেট, 'ওর এই ভয় অমূলক?'

'সহজে ভয় পাবার মেয়ে নরমা নয়,' বললো গ্লিসন, 'তাছাড়া মিথ্যে কথাও সে বলে না।'

অর্থহীন একটা শব্দ করলো পিকেট, ভাবছে। খানিক পর ডেভকে জিজ্ঞেস করলো, 'আর কতক্ষণ?'

'এই তো হয়ে এসেছে, আর মিনিট বিশেক।'

'আমি তাহলে যাচ্ছি,' বললো পিকেট।

ফীড-স্ট্যাবলে এসে দেখলো বাকবোর্ডের সঙ্গে ঘোড়া জুড়ে দেয়া হয়ে গেছে। কবর খোঁড়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলো সে। 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দিলো জিম।

'ওখানকার মাটি নরম,' ব্যাখ্যা করলো সে, 'বেশি সময় লাগেনি।' এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'আমাকেও তো একই কাজ করতে হবে!'

জিমের কঠিন চেহারার দিকে তাকালো অরভিল পিকেট।

'তোমার মাকে বোধ হয় জানানো হয়নি ব্যাপারটা,' বললো সে, 'আমারই গিয়ে জানিয়ে আসা উচিত।'

হিংস্র চেহারায় পিকেটের দিকে তাকালো জিম, 'ওটা আমিই

জানাতে পারবো। তুমি তোমার কাজ করো, আটক করার ব্যবস্থা করো ওয়াটকিনসকে; ব্যাটা ফের যাতে বেরোতে না পারে সেটা আমি দেখবো!'

কোনো ভাবান্তর হলো না পিকেটের চেহারায়, চুপ করে রইলো।

ঘুরে দাঁড়ালো জিম, কিছুটা লজ্জিত।

'বাকবোর্ডটা ডেভের ওখানে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি চলে যেয়ো তুমি,' ওকে বললো পিকেট।

আবছা আলোয় রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ঢুকলো সে। নরমাকে কামরাতেই পাওয়া গেল। বিছানার ওপর বসেছিলো, পিকেট কড়া নাড়তেই ডাকলো ভেতর থেকে। ভেতরে পা রাখলো মার্শাল। মোটা উলের ব্লাউজ, জ্যাকেট আর বাকস্কিন স্কার্ট পরে তৈরি হয়ে আছে নরমা।

চোখে অশ্রু নেই, তবে বিষণ্ণ দৃষ্টি নজর এড়ালো না পিকেটের।

'একটু যদি দেরি করতে,' বললো সে, 'একজন পাদ্রি আনার চেষ্টা করা যেতো।'

'তুমি ছাড়া ওকে ভালো করে চিনতোই না কেউ, ওর জন্যে কেউ মেকি কান্না কাঁদুক, আমি চাই না।'

'ঠিক আছে,' বললো পিকেট, 'শান্ত হওয়ার চেষ্টা করো।'

'আমি শান্তই আছি,' বেসুরো গলায় বললো নরমা।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই পেছন-দরজার কাছে এসে পড়বে বাকবোর্ডটা,' জানালো মার্শাল, 'এক কাজ করো, মিসেস কুনীকে বলো তোমার জন্যে নাশতার ব্যবস্থা করতে।'

'আচ্ছা।'

নরমার দিকে তাকাতেই মনটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো পিকেটের। ভাই-

য়ের আকস্মিক মৃত্যুতে অনেকটা ভেঙে পড়েছে, অবশ্য সামলে নিতে দেরি হবে না ওর। কথাটা ভেবে একটু স্বস্তি বোধ করলো মার্শাল।

'তুমি চলে গেলে এই হোটেলটার কি ব্যবস্থা হবে?' জানতে চাইলো সে।

'মিসেস কুনীই চালাক, ওর পারার কথা। আমার কিছু যায় আসে না।'

বেরিয়ে গেল নরমা। হোটেলের সামনে থেকে ঘোড়া নিয়ে হেঁটে অফিসে চলে এলো মার্শাল, হিচরেইলে বাঁধলো ঘোড়াটা। আরো ফর্সা হয়ে এসেছে চারদিক, লণ্ঠনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। গানর‍্যাকের সামনে এসে দাঁড়ালো সে, রাইফেল আর কারবাইনগুলো দেখলো কিছুক্ষণ, তারপর একটা উইনচেস্টার তুলে নিয়ে ওটা ভাঁজ করে দেখলো শেল ঢোকানো আছে; সোজা করে নিয়ে মহড়া দিলো একবার, তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে এসে স্যাডল-স্ক্যাবার্ডে ঢোকালো কারবাইনটা। স্ক্যাবার্ডটা অপেক্ষাকৃত ছোট অস্ত্রের মাপে তৈরি বলে বেরিয়ে রইলো কুঁদোটা। কি করা যায়, একটু ভাবলো পিকেট, তারপর মন থেকে দূর করে দিলো সমস্যাটা।

কফিন নেবার জন্যে বাকবোর্ডটা ডেভের দোকানের সামনে পৌঁছে গেছে দেখে আবার হোটেলে ফিরে এলো পিকেট।

মিসেস কুনীকে পেয়ে তাকে অনুরোধ করলো নরমার সঙ্গে কবরস্থানে যাবার জন্যে। খানিক পর মিসন এলো। একসঙ্গে দীর্ঘ করিডর ধরে পেছন-দরজায় চলে এলো দুজন, ডেভের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। বাকবোর্ড নিয়ে দরজার মুখে এসে থামলো ডেভ।

কফিনসহ ভেতরে চলে গেল ওরা, অ্যাপ্রনের পকেটে হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে সঙ্গে গেল ডেভ। একটু পর কফিনে পেরেক ঠোকার শব্দ

ভেসে এলো, চোখ কোঁচকালো পিকেট, নরমার প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। হাতুড়ির বিকট শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে সারা হোটেলে।

'আরো অনেকগুলো কফিন বানাতে হবে আমাকে,' ফিরে এসে বললো ডেভ, 'একদিনে শেষ হবে না বোধ হয়।' একটু ভেবে আবার বললো, 'কে জানে, বেশ কিছুদিনই হয়তো চলবে এভাবে।'

কফিন এনে বাকবোর্ডে তোলা হলো।

ডেভ বললো, 'লাগলে বলো, আমি নিয়ে যাই বাকবোর্ডটা।'

সায় দিলো পিকেট। অ্যাপ্রন খুলে বাকবোর্ডের আসনের নিচ থেকে একটা কালো কোট বের করে গায়ে চাপালো ডেভ।

এসব ওর কাছে পুরোনো হয়ে গেছে, ভাবলো পিকেট।

'হোটেলের সামনে চলে যাও, ডেভ,' বললো সে, 'এখুনি আসছি আমরা।'

নরমা আর মিসেস কুনীসহ রওনা হলো ওরা। পিকেট আর মিসনের মতো নরমা একটা ঘোড়ায় চেপেছে। ডেভের পাশে বসেছে মিসেস কুনী। ওরা যখন প্রধান সড়ক ছেড়ে দক্ষিণে মোড় নিলো তখন চারদিক ঝকঝক করছে। শহরের মাইলখানেক দূরে উপত্যকার বাইরে পাহাড়সারির দিকে গেছে রাস্তাটা। ওখানে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা চওড়া মাঠের মতো আছে, পাহাড় থেকে বেরিয়ে থাকা চাতালের মতো; সবুজ ঘাসে ছাওয়া, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে জন্মেছে গাছপালা। ওটাই কবরস্থান।

ভোরের সূর্য মাত্র মাঠের উল্টোদিকের রিজের চূড়া স্পর্শ করেছে। এমনি সময়ে মাঠের কাছে পৌঁছুলো ওরা। গাছপালার ফাঁকে পাইন কাঠের ক্রস দেখা যাচ্ছে। একটু ভেতর দিকে ভেজা মাটির একটা স্তূপ দেখে সেদিকে এগোলো ডেভ, খানিকটা দূরে থাকতেই থামালো

বাকবোর্ড।

পিকেট আর গ্রিসনের মতো সেও খুলে ফেললো টুপিটা। ওয়্যাগনের মেঝে থেকে দড়ি বের করে সদ্য খোঁড়া কবরের একপাশে দুটো গাছের সঙ্গে দড়ির দুই প্রান্ত বাঁধলো, তারপর কবরের উল্টোদিকে এসে দড়ি-দুটোর অন্য দুই প্রান্ত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

পিকেট আর গ্রিসন ধরাধরি করে ওয়্যাগন থেকে কফিন নামিয়ে দড়ির ওপর বসালো, টানটান করে রাখলো ডেভ দড়িদুটো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নরমার দিকে তাকালো অরভিল পিকেট।

'দেরি করো না, অরভিল,' বললো নরমা।

গাছ থেকে দড়ি খুলে নিলো পিকেট, তারপর ডেভের সঙ্গে মিলে ধীরে ধীরে নামাতে শুরু করলো।

এগিয়ে এসে নিচের দিকে তাকালো নরমা, তিরতির করে ঠোঁট কাঁপছে তার। নীরবে ওকে অনুসরণ করলো সবাই।

একমুঠো মাটি তুলে নিলো নরমা।

'খোদা তোমার আত্মার শান্তি দিন,' প্রায় সহজ কণ্ঠে বললো সে, তারপর বিমর্ষ চেহারায় কবরে ফেললো মাটির ঢেলাটা। চট করে অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো পিকেট।

ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল নরমা কারটিন। পিকেটের সঙ্গে তার কাছে গেল ডেভ; শেরিফও যোগ দিলো ওদের সঙ্গে।

'আমিই মার্কার বসানোর ব্যবস্থা করবো, মিস কারটিন,' বললো ডেভ।

'ধন্যবাদ, ডেভ,' পিকেটদের দিকে তাকালো নরমা, 'তোমরা আমার জন্যে অনেক করলে!'

বাকবোর্ড নিয়ে মিসেস কুনীকে শহরে ফিরে যেতে বলে বাকবোর্ডের

কাছে গেল ডেভ, একটা বেলচা বের করে নিলো।

নরমার উদ্দেশে পিকেট বললো, 'এখুনি যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ। আর শহরে যেতে চাই না, অরভিল।'

মিসেস কুনীর গালে চুমু খেয়ে বিদায় জানালো নরমা, চাপ দিলো হাতে, তারপর স্যাডলে উঠে বসলো।

'অ্যামোস খানিকটা এগিয়ে দেবে তোমাকে,' বললো পিকেট।

একটু থামলো নরমা। 'বেশ। তবে বেশি দূর না। একাই যাবো।'

পিকেটের সঙ্গে বিদায়ী করমর্দন করলো সে, ওর চোখে পানি দেখতে পেলো মার্শাল। কিন্তু ঘোড়া ঘুরিয়ে নেয়ার আগে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো মেয়েটা, তারপর শেরিফের সঙ্গে এগোতে শুরু করলো।

ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো পিকেট। বাকবোর্ড নিয়ে শহরের পথ ধরলো মিসেস কুনী। পিকেট লক্ষ্য করলো, বেশ ওপরে উঠে এসেছে সূর্য, কবরের কাছে এসে দাঁড়ালো সে। কবর ভরাট করতে লেগে গেছে ডেভ।

কাজ থামিয়ে মার্শালের দিকে তাকালো সে।

'এখুনি ফিরে আসবে অ্যামোস,' তাকে বললো পিকেট, 'ওকে শহরে ফিরে যেতে বলে দেবে। আমি শহরের দিকেই গেছি বলবে।'

শান্ত চেহারায় ওকে অনুসরণ করলো ডেভ, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি, পিকেটের কথায় মাথা দুলিয়ে সায় দিলো সে।

'আমি কোন্ দিকে যাচ্ছি ভুলে যেয়ো, কেমন?'

আবার মাথা দোলালো ডেভ। ঘোড়া নিয়ে পিকেটকে পাহাড়ের দিকে এগোতে দেখলো।

খাড়া ঢাল বেয়ে নিজের ইচ্ছায় ঘোড়াকে উঠতে দিলো পিকেট। রিজের চূড়ায় উঠে একটানা কিছু সময় দক্ষিণে এগোনোর পর টাটকা

ট্র্যাকের দেখা পেলো সে। স্যাডল থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ট্র্যাক অনুসরণ করে এগোলো। ঢাল বরাবর নিচে নেমে গেছে ছাপ, ট্র্যাকের শেষ মাথায় এসে গাছপালার ভেতর দিয়ে তাকাতেই দেখলো গোরস্থান, অবিরাম কবরে মাটি ফেলছে ডেভ। এখানে দাঁড়িয়ে কেউ একজন নজর রাখছিলো, ভাবলো পিকেট।

'নরমার আশঙ্কা অমূলক নয়,' স্বগতোক্তি করলো সে।

দ্রুত ঘোড়ার কাছে ফিরে এলো পিকেট। রিজের ওপাশে ঢাল একটা খোলা মাঠে গিয়ে মিশেছে, তারপরই রয়েছে আরেকটা রিজ। পিকেটের মনে পড়লো দুটো রিজই দক্ষিণে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। অপর রিজের উদ্দেশে এগোলো পিকেট, গাছপালার আড়ালে আড়ালে। রিজের চূড়ায় উঠে ঢাল বেয়ে অন্যপাশে নেমে এলো সে, তারপর রিজ বরাবর মাইলদুই এগোলো। রিজের উচ্চতা কমতে শুরু করতেই স্যাডল থেকে নেমে পড়লো পিকেট, এবার বিশাল উইনচেস্টার হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোলো।

রিজের ঢালে একটা বোল্ডারের অরণ্যে এসে থামলো পিকেট। রিজ আর দক্ষিণের একটা আকাশছোঁয়া মেসার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া অস্পষ্ট একটা ট্রেইল দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। উইনচেস্টারটা নামিয়েরেখে রুমাল বের করে মুখ মুছলো পিকেট। হাঁপ ধরে গেছে, দম নেবার জন্যে বসে পড়লো সে।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্রেইলের দিকে। ঠিক দশ মিনিট পর নরমাকে দেখতে পেলো পিকেট। জোর কদমে এগোচ্ছে ওর ঘোড়া। ঋজু ভঙ্গিতে স্যাডলে বসেছে নরমা, চমৎকার লাগছে, ভাবলো পিকেট। নরমাকে অনুসরণ করলো তার দৃষ্টি। মাঝে মাঝে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে, কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা যাচ্ছে আবার। ওর

অদৃশ্য হবার জায়গাগুলো বিশেষভাবে খেয়াল করলো পিকেট। একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুলো নরমা, দীর্ঘ কয়েক মুহূর্তের জন্যে সোজা ওর দিকেই এগোলো। জায়গাটা মনে গেঁথে নিলো পিকেট।

হাত বাড়িয়ে উইনচেস্টারটা তুলে নিলো সে, ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাক করলো। তারপর রাইফেল রেখে সিগারেট বের করে ধরালো, শীতে কাঁপছে, সূর্যের আলো এদিকে আসতে ঢের দেরি।

দশ মিনিট যেতে না যেতে আবার সামনে ঝুঁকলো পিকেট। সিগারেট ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো একবার, মাথার টুপিটা খুলে রেখে উইনচেস্টারের ওপর হাত রাখলো। ট্রেইল ধরে আগে বাড়ছে লোকটা, সতর্ক ভঙ্গিতে স্যাডলে বসেছে, নরমার তুলনায় ধীর তার গতি।

স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকে জরিপ করলো পিকেট। সিগারেট তুলে নিয়ে লম্বা করে টান দিয়ে আবার নামিয়ে রাখলো সে, তারপর উপুড় হয়ে শুলো, নড়েচড়ে স্থির হয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটার দিকে একবার তাক করলো উইনচেস্টার, অপেক্ষা করতে লাগলো।

রাইফেলের কুঁদো কাঁধে ঠেকিয়ে ওটার কাঠে গাল ঠেকালো পিকেট, চাপে গাল লেপ্টে যাওয়ায় একটা চোখ বুজে এলো। ব্যারেল বরাবর সামনে চোখ রাখলো সে। আগন্তুক গাছপালার আড়াল ছেড়ে বেরোনোমাত্র তার বুক নিশানা করলো, তখুনি মনে পড়লো ঢাল থেকে নিচের দিকে গুলি করলে গুলিটা কিঞ্চিৎ ওপর দিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যারেলটা একটু নিচু করলো সে, লক্ষ্যস্থির করলো আবার। লোকটার পেটের দিকে চেয়ে আছে এখন উইনচেস্টারের নল। নিজের অজান্তেই ট্রিগারে চাপ দিয়ে বসলো পিকেট, গুলির বিকট শব্দে চমকে উঠলো। লাফিয়ে উঠলো ব্যারেলটা, চোখের সামনে থেকে উধাও হলো আগন্তুক, কিন্তু

পিকেট নিশ্চিত গুলি ফসকায়নি।

উঠে নিচের দিকে তাকালো পিকেট। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে আগন্তুক, ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পাশে।

সিগারেট তুলে টান লাগালো পিকেট. নাহ্, নিভে গেছে। আবার ধরালো, সেই সঙ্গে আগেরবার ধরানোর কথা মনে পড়লো। আগের দেশলাইয়ের কাঠিটা খুঁজে দুটো কাঠি একসঙ্গে পকেটে রেখে দিলো সে। গুলির খালিখোসা বের করতে গেল না আর. কোনো চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না নিশ্চিত হয়ে ঘোড়ার দিকে পা বাড়ালো।

আগন্তুকের পরিচয় জানার কোনো আগ্রহ বোধ করছে না সে। লোকটা মারা গেছে, এব্যাপারে তার মনে কোনো সংশয় নেই। তার পরিচয়ও আঁচ করতে পারছে। ডারউইনকে হত্যা করার ইচ্ছা বহুদিন যাবৎ পোষণ করে আসছিলো সে, আজ সেটা পূরণ করতে পেরে অদ্ভুত এক আত্মতৃপ্তি বোধ করছে।

'নরমাকে এ সুযোগটা দেয়ার দরকার ছিলো,' ভাবলো মার্শাল পিকেট।

আকাশের দিকে তাকালো সে।

আজ আর বৃষ্টি হবে না বোধ হয়।

সতেরো

নিঃশব্দে কেটে গেল কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। রবসন বুঝতে পারলো আত্মরক্ষার খাতিরে ওর কথা ফাঁস করে দিয়েছে তেরেসা। সন্দেহ নেই, এরাই ট্রেইল-রাসলার দলের সদস্য। মেয়েটা এদের জানিয়েছে ভাই হত্যার বদলা নিতে এখানে এসেছে ও।

লম্বা একটা দম নিলো রবসন। দলনেতাকে খুঁজে বের করলো। ঘরে ঢোকার পর তেরেসাকে প্রশ্ন করেছিলো লোকটা। বারবার তার দিকে তাকাচ্ছে সবাই, অপেক্ষা করছে কখন সে মুখ খুলবে।

সবার মতো সে-ও কাদামাখা ওভারঅলস পরে আছে, গায়ে ফ্লানেলের শার্ট, মাথায় নোংরা স্টেটসন ; পায়ে হাফ-বুট। কোমরে হোলস্টারসহ পিস্তল ঝুলছে। কারো মুখে দাড়ি নেই, কিন্তু এই লোকটা দাড়ি কামায়নি, দুচোখে নেশাগ্রস্তের দৃষ্টি, চর্বিসর্বস্ব চেহারা, থলথলে ; একটু ফাঁক হয়ে আছে মোটা ঠোঁট দুটো। লোভাতুর চোখজোড়া দেখলে শুয়োরের কথা মনে পড়ে যায়।

'বসো !' আদেশ করলো লোকটা।

চেয়ার টেনে বসে পড়লো রবসন। বসলো লোকটাও। আগের

মতোই দাঁড়িয়ে রইলো তেরেসাসহ অন্যরা।

'শুনলাম তুমি নাকি তোমার ভাইয়ের বন্ধুদের খুঁজছো?' তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো লোকটা।

'কে বলেছে, অগডেন?' সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রবসন।

'ওর কাছে শুনেছি,' বললো লোকটা, 'তারপর তেরেসাও বলেছে। আসলেই ম্যাথুর সঙ্গীদের খোঁজ করছো?'

'অবশ্যই,' চট করে বললো রবসন,'আমার খোঁজ পেতে একটু বেশি সময় নিয়ে ফেলেছো তোমরা।'

'সাবধান, ক্লাউস!' শান্ত কণ্ঠে বললো তেরেসা।

বিস্মিত চেহারায় তার দিকে তাকালো রবসন, তারপর ক্লাউসের দিকে ফিরলো।

'ও-ই তেরেসা?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো ও।

কুৎসিত হাসলো ক্লাউস। 'হ্যাঁ।'

দুপাশে দুহাত মেলে দিলো রবসন। 'ঠিক আছে, তাহলে এসো কাজের কথা শুরু করি। দিন তারিখসহ গরুর পালের সব খবর আমার কাছে পাবে তোমরা—এমন কি মোট কজন লোক থাকছে, তা-ও। তোমরা যদি—'

'আরে, দাঁড়াও,' বাধা দিলো ক্লাউস, 'কিসের কথা বলছো শুনি?'

আবার তেরেসার দিকে তাকালো রবসন, কুঁচকে উঠলো ভুরু, তারপর ক্লাউসের দিকে ফিরে বললো, 'বলেনি মেয়েটা?'

ছোট্ট করে হাসলো ক্লাউস। 'ও তো বললো ম্যাথুর বন্ধুদের খুঁজ-ছো তুমি, আর কিছু না।'

'মিথ্যে বলেনি।'

চুপ করে রইলো সবাই এক মুহূর্ত, তারপর ক্লাউস বললো, 'তেরেসা

বলেছে ম্যাথু হত্যার বদলা নিতে এখানে এসেছো তুমি, আমাদের পেলেই নাকি দফারফা করে ছাড়বে।

এবার কঠিন দৃষ্টিতে তেরেসার দিকে তাকালো রবসন। 'তোমার মতলবটা কি?'

'লোকটা এখন ভান করছে, ক্লাউস,' হিংস্র কণ্ঠে বলে উঠলো তেরেসা, 'আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ামাত্র ম্যাথুর বন্ধুদের খোঁজ খবর নিতে শুরু করে, জানতে চায় আমি কাউকে চিনি কিনা, আমি যেই বললাম চিনতেও পারি, কি দরকার? জবাব না দিয়ে পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করে সে।'

এই মিথ্যার তুলনা হয় না! বিশ্বাসযোগ্যভাবেই পরিবেশন করেছে মেয়েটা। রবসন বুঝতে পারছে, তেরেসা ধরে নিয়েছে শেষ পর্যন্ত ও এই লোকগুলোর দেখা পাবেই, তখন হয়তো এদের প্রতি তার আক্রোশের কথা ফাঁস হয়ে যাবে, তাই আগেভাগে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। মেয়েটার জন্যে সহানুভূতি বোধ করলেও রবসন বুঝলো মিথ্যা দিয়েই এই মিথ্যার মোকাবিলা করতে হবে।

আবার যখন কথা বললো ও, সহানুভূতির লেশমাত্র নেই কণ্ঠে, বিশ্বাসযোগ্য সুরে বলতে শুরু করলো, 'বোকা মেয়ে, নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছো তুমি। আসলে তুমিই প্রথমবারে আমার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছো, বদলা নেয়ার কথাও বেরিয়েছে তোমার মুখ থেকেই। বলেছো, আমি হত্যা করতে রাজি থাকলে তুমি সবাইকে চিনিয়ে দেবে। আমি অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আমার গালে একটা চড় কষে বেরিয়ে এসেছো। তারপর তোমার বেঈমানির কথা ফাঁস করে দিতে পারি ভেবে আমি মুখ খোলার আগেই যাতে ওরা আমাকে

শেষ করে দেয় সেজন্যে একগাদা মিথ্যাকথা লাগিয়েছো। অগডেন আর জেরাল্ড যে এদের লোক, তা-ও তোমার কাছে শুনেছি আমি। ওদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, এখন ওরা জানে কেন এখানে এসেছি আমি। ভেবেছিলে ওদের উল্টো বুঝিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবে!'

হেলান দিয়ে বসলো রবসন, তারপর বললো, 'নিজের ফাঁদে নিজে পড়েছো তুমি, এবার বলো কি বলার আছে।'

আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে তেরেসার চেহারা, কিন্তু নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারালো না। ক্লাউসকে বললো, 'ওকে বিশ্বাস করলে নির্ঘাত প্রাণে মারা যাবে, ক্লাউস!'

'অগডেনকে জিজ্ঞেস করে দেখ,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন, 'তাহলেই বুঝবে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য। আমি তো এখানে ঢোকার সময় মনে করেছিলাম এই মেয়েটা তোমাদের সত্যি কথা জানিয়েছে, বলেছে আমি তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। অগডেনকে জিজ্ঞেস করে দেখ।'

টেবিলের ওপর তাল ঠুকতে লাগলো ক্লাউস, ভাবছে। একটু পর আস্তে আস্তে তেরেসার দিকে ফিরলো, জানতে চাইলো, 'তুমি না বললে অগডেনের কথা ও কি করে জানলো?'

'অগডেনের কথা বলেছিলাম তো!' মরিয়া হয়ে মিথ্যা বললো তেরেসা, 'আমি ওকে বলেছি অগডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এক-সঙ্গে কাজ করতে; কারণ ও যাদের খুঁজছে অগডেনও তাদেরই খোঁজ করছে। আমি জানতাম ও কোনো ঝামেলা করার আগেই অগডেন একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে। কিছুটা আশা ছিলো আমার।'

দৃঢ় কণ্ঠে বিরোধিতা করলো রবসন। 'মিথ্যা বলছো তুমি! তোমার কথা ছিলো ম্যাথুর মৃত্যুর জন্যে যারা দায়ী অগডেন আর জেরাল্ড

তাদের দলের; যেই আমি বললাম ম্যাথুর জন্যে নয় নিজের একটা বিশেষ কাজে ওদের সাহায্য চাইতে এসেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার গালে চড় কষে দিয়েছো তুমি!' থাপ্পড় দেয়ার প্রসঙ্গে জোর দিলো ও, কারণ এটাই ওর বক্তব্যের পক্ষে জোরালো প্রমাণ। 'সন্দেহ থাকলে,' ক্লাউসকে বললো ও, 'তখন যারা বারে ছিলো তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখ। সবাই দেখেছে।'

'ঠিক, আমি দেখেছি, ক্লাউস,' বললো একজন, 'কোণের টেবিলে বসেছিলো ওরা।'

মুহূর্তের জন্যে শক্ত হয়ে বসে রইলো ক্লাউস, তারপর উঠে তেরেসার সামনে দাঁড়ালো। 'তোমাকে বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। ভেবেছিলাম এতদিনে হয়তো ম্যাথু হারামীটার কথা ভুলে গেছ, ভুল করেছি।'

তেরেসার চোখে আতঙ্কের ছায়া দেখতে পেলো রবসন, বুঝতে পারছে কোণঠাসা অবস্থা হয়েছে ওর। নিজেকে রক্ষা করা এখন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ওর জন্যে। ইচ্ছা হলো সতর্ক করে দেয় ওকে, বলে পালিয়ে যেতে, নইলে এরা ওকে মেরে ফেলবে! এসব অবশ্য আগে থেকেই জানে মেয়েটা। জেনেশুনেই খেলায় মেতেছিলো।

এবার সহজ কণ্ঠে হাসলো তেরেসা। 'ঠিক আছে, ক্লাউস। ম্যাথুকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে একবার আমার উপকার করেছিলে, যদিও মাত্র অল্প কিছুদিন একসঙ্গে ছিলাম আমরা, ওই কদিনেই ওকে ভালো-বেসেছিলাম, সেসব দিনের কথা ভুলিনি আমি। তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দিতে চেয়েছিলাম আজ। পিঠে গুলি খেয়ে যখন মরবে, হয়তো বুঝবে ভুল করেছো, কিন্তু তখন কিছুই করার থাকবে না।'

আলতো মাথা দুলিয়ে দরজায় দাঁড়ানো বেঁটে লোকটাকে ইশারা করলো ক্লাউস।

বেঁটে লোকটা তেরেসাকে বললো, 'চলো।'

গর্বিত পদক্ষেপে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল তেরেসা। সে বাইরে পা রাখতেই ক্লাউস বললো, 'ওকে চোখের আড়াল করো না, গাফ।'

ওরা যাবার পর আবার বসলো ক্লাউস, কৌতূহলের সঙ্গে জরিপ করলো রবসনকে। 'ওর কথা শুনে একটু ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম,' যেন ব্যাখ্যা করতে চাইছে, ভাবের বালাই নেই কণ্ঠে। 'তবে তোমাকে ঠিক সাবধানী লোক বলতে পারছি না,' একটু থেমে সোজাসাপ্টা বললো সে।

'আমি যথেষ্ট সাবধান,' বললো রবসন।

'তুমি যে আমাদের প্রস্তাব দিতে চাচ্ছো, আমরা ইউএস মার্শাল নই জানছো কিভাবে?'

'সেক্ষেত্রে বলবো আমি ধাপ্পা দিচ্ছিলাম,' সহজ কণ্ঠে বললো রবসন।

'কি রকম?'

'আমি জানতাম নিজেকে বাঁচানোর জন্যে হয়তো আমার নামে মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করবে মেয়েটা, তোমাকে দেখেই ধরে নিলাম তোমরা ম্যাথুর বন্ধু হতে পারো, তাই চটপট প্রস্তাবটা দিয়ে বসেছি,' মৃদু হাসলো রবসন। 'তা নাহলে কি আর কিছু বলার সুযোগ মিলতো?'

'মনে হয় না,' চট করে বললো ক্লাউস। 'বলে যাও।'

কাঁধ ঝাঁকালো রবসন। 'আমার কথাটা খুবই সহজ। বিক্রির ব্যবস্থা যদি করতে পারো আমি মালের খবর দিতে পারবো।'

'কিসের মাল?' সতর্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ক্লাউস।

হেলান দিলো রবসন। 'বেশ, আগে বলো তুমি কি বুঝছো?'

ক্লাউসের পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলোর একজন একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো, বাকিরাও অনুসরণ করলো তাকে। পালা করে ক্লাউস আর রবসনের দিকে তাকাচ্ছে ওরা, নীরব।

অবশেষে ক্লাউস বললো, 'আমাদের সম্পর্কে কি জানো তুমি? হয়তো তোমার কথা আমাদের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না।'

'তা হতে পারে,' বললো রবসন।

দীর্ঘ বিরতির পর আবার কথা বললো ক্লাউস। 'গরুর কথা বোঝাচ্ছো?'

'একটা পালের রুইডোসোয় পৌঁছার সময়টা জানি আমি, আগামী দিন তিনেকের মধ্যেই আসছে। ওই পালের সঙ্গে মোট কজন লোক আছে, ওরা কোথায় যাত্রাবিরতি করবে—সব জানি। চাইলে তোমরা যাতে জায়গা মতো লোক বসাতে পারো তারও ব্যবস্থা করতে পারবো।'

বদলে গেল ক্লাউসের দৃষ্টি, সন্দেহ আর লোভ খেলা করছে চোখে। 'আমাকে—আমাদের এসব বলছো কেন?' বললো সে।

'জানি না,' সহজ কণ্ঠে বললো রবসন, 'তুমিই বলো।'

'এসব তুমি কি করে জানলে?' জানতে চাইলো ক্লাউস।

'ওদের সঙ্গে নদীর কাছে আমার যোগ দেয়ার কথা। আমেরিকানের দিকে না গিয়ে গরুর পাল কলর‍্যাডো মাইনিং-ক্যাম্পে পৌঁছানোর জন্যে একটা সহজ ট্রেইল বের করার দায়িত্ব দিয়ে আগেই আমাকে পাঠানো হয়েছে, এই মুহূর্তে আমার ট্রেইল খোঁজার কথা।'

'কতগুলো?' জানতে চাইলো ক্লাউস।

'প্রায় তিনহাজারের মত।'

আড়চোখে এক সঙ্গীর দিকে তাকালো ক্লাউস, নিরাসক্ত চেহারা। রবসনের উদ্দেশে বললো, 'কোথায় আসতে হবে কিভাবে জানলে ?'

'পয়েন্ট লোমার কাছে মুনরোর গরু ছিনতাই করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলো ম্যাট, কাছেপিঠে শহর আছে দুটো, ক্লিয়ারক্রিক আর সিয়েনেগা ; বাকিটুকু ওই মেয়েটাই বুঝিয়ে দিয়েছে।'

'এবার বলো,' বললো ক্লাউস, 'আমরা কিভাবে—আচ্ছা, এটা যে ফাঁদ নয় তার কি প্রমাণ আছে তোমার কাছে ?'

'কিছু না,' স্বীকার করলো রবসন, 'আমার কাছে সব শোনার পর তোমরা যে আমাকে খতম করবে না তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে ?'

আস্তে আস্তে কণ্ঠে একটু ব্যঙ্গ ঝরিয়ে ক্লাউস বললো, 'আরে দূর, তা কেন করতে যাবো, ব্যবসা করতে যাচ্ছি না আমরা !'

'ঠিক। ব্যবসা। যার স্বার্থ তাকেই দেখতে হবে,' শীতল কণ্ঠে বললো রবসন।

ঝাড়া এক মিনিট ওকে নীরবে জরিপ করলো ক্লাউস।

'আমাকে বিশ্বাস করে বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে তোমাদের, বুঝি,' আবার বললো রবসন, 'কিন্তু চিন্তা করো, কাজটা শেষ হবার পর আরো বেশি ঝুঁকি বইতে হবে আমাকে। ঠিক কি না ?'

রবসনের কথা অগ্রাহ্য করলো ক্লাউস, মৃদু কণ্ঠে বললো, 'তাই তো মনে হচ্ছে। হয়তো ঠিক জায়গাতেই এসেছো তুমি।'

মাথা দোলালো রবসন।

'শোনো,' বললো ক্লাউস, 'আমার পক্ষে—' পরক্ষণে থেমে গেল সে, চট করে আবার বলতে শুরু করলো, 'তোমার দাবীটা কি ?'

'আগেই আমার নামে তিন ভাগের এক ভাগ টাকা ব্যাঙ্কে জমা

দিতে হবে।'

'বেশি হয়ে যাচ্ছে না ?' একটু বিরতির পর বললো ক্লাউস।

'দুহাজার গরুর দাম পাচ্ছো তোমরা,' পাল্টা জবাব দিলো রবসন। 'আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো, আমার কথা মিথ্যা হলে অনায়াসে প্রতিশোধ নিতে পারবে তোমরা। আর আগেই ব্যাঙ্কে আমার নামে টাকা জমা হয়ে যাওয়ায় টাকার লোভে আমাকে হত্যা করার সুযোগ হবে না তোমাদের। অবশ্য আমাকে খুন করাটা ভুল হয়ে যাবে, কারণ ভবিষ্যতেও আরো অনেক পালের খবর আনতে পারবো আমি।'

মৃদু হাসলো ক্লাউস। 'আগেই সব ভেবে রেখেছো দেখছি ?'

'যে ব্যবসার যা রীতি,' ঠাণ্ডা স্বরে বললো রবসন। 'আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারবো না, খামোকা ওসব বাজে আলাপের দরকার কি ?'

এবার সশব্দে হাসলো ক্লাউস। রবসনের মনে হলো লোকটার হাসির সঙ্গে বিদ্বেষ মিশে আছে।

নির্বিকার ঢঙে রবসন আবার বললো, 'তবে তোমাদের বসের সঙ্গেই কেবল বিস্তারিত আলোচনায় যাবো আমি, অন্য কারো সঙ্গে নয়।'

উবে গেল ক্লাউসের হাসি। 'আমাদের কোনো বস্ নেই, রবসন। আমিই এখানকার বস্, আমার কথায় চলে সব, আর কারো পরোয়া করি না।'

প্রশ্রয়ের হাসি হাসলো রবসন, আবার বললো, 'তোমাদের বসের সঙ্গেই কেবল কথা বলবো আমি।'

'বললাম তো, আমিই এখানকার বস্ !' বললো ক্লাউস, সঙ্গীদের দিকে না ফিরেই ওদের জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিক কিনা, বলো তোমরা ?'

সবাই সায় দিলো।

মাথা নাড়লো রবসন। 'খারাপ লক্ষণ। মাথা ঠাণ্ডা হোক, তার-পর আবার তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে।'

চট করে উঠে দাঁড়ালো ক্লাউস, কঁকিয়ে উঠলো চেয়ারটা। 'এখুনি সব বলবে তুমি, মিস্টার!'

'এই মুহূর্তে আমাকে হত্যা করলে মোটা টাকা হারাতে হবে তোমাদের,' বসে থেকেই শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন, 'তোমাদের বোধ হয় খুব একটা আগ্রহ নেই,' আবার বললো ও।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লো ক্লাউস। 'তোমার তো আছে। এতসব জানার পর এখান থেকে তুমি যাতে যেতে না পারো তার ব্যবস্থা করবো আমরা।'

'তা বটে,' বললো রবসন, 'বলো চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি কারো বেতন খাটা কর্মচারীর সঙ্গে আলাপে যাচ্ছি না। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? আমরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ কারো কাজে আসছি না—বিরাট দাঁও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।' মৃদু হেসে কাঁধ ঝাঁকালো রবসন। 'কিন্তু অপেক্ষা করার ইচ্ছা আমার নেই, ভেবে দেখ, এখনো সমঝোতায় আসতে পারি আমরা।'

নীরবে ওর দিকে চোখ গরম করে তাকালো ক্লাউস। 'আমি এই আউটফিটের বস্ নই, তোমার এ-কথা মনে হলো কেন?' জানতে চাইলো সে।

সামনে ঝুঁকলো রবসন, শান্ত কণ্ঠে বললো, 'চেহারা দেখেই মনের অবস্থা বুঝতে পারি আমি, ক্লাউস। তুমি যদি বস্ হতে বিনা প্রশ্নে আমার প্রস্তাবটা লুফে নিতে; অথচ এখন পর্যন্ত হ্যাঁ-না কিছুই বলোনি। বসের অনুমতি ছাড়া তোমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভবও নয়।' আবার হেলান দিয়ে বসলো রবসন। 'তোমার সঙ্গে কোনো

আলাপে যাচ্ছি না আমি, এটাই সোজা কথা। আমাকে তোমাদের বসের কাছে নিয়ে চলো।'

খিস্তি করলো ক্লাউস, চেহারায় হালছাড়া ভাব ফুটিয়ে তুললো রবসন। গাল থামিয়ে ক্লাউস জানতে চাইলো, 'আমার যদি সত্যি একজন বস্ থাকে এবং তোমাকে তার কাছে না নিই, কি হবে?'

মৃদু হাসলো রবসন। 'তেমন কিছু করার মতো হন্দ বেকুব তুমি নও। এখানে চার-চারজন লোক আমার লোভনীয় প্রস্তাবটা শুনেছে। এমন একটা মওকা ওরা ছেড়ে দিতে চাইবে মনে করো? তোমার বোকামি মেনে নেবে?'

ক্লাউস জবাব দেয়ার আগেই ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো রবসন। 'সকাল পর্যন্ত আছি আমি, ক্লাউস, ততক্ষণেও যদি মত না পাল্টায়, পুরো ব্যাপারটাই ভুলে যেয়ো। আমাকে তোমার বসের কাছে নিয়ে যাবে, নয়তো কথাবার্তা এখানেই খতম।'

'তাই?' নরম গলায় বললো ক্লাউস। 'ভুলে যাচ্ছো কেন, এই শহরটা আমাদের, এখানে যেকোনো মুহূর্তে যাচ্ছেতাই ঘটে যেতে পারে।'

'আমার কিছুই হবে না, ক্লাউস,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন। 'মনে রেখো টাকার প্রশ্ন যেখানে জড়িত—অনেক টাকা—সেখানে এদের কেউই তোমার গোঁয়ার্তুমি মেনে নেবে না।' পকেট থেকে তামাক বের করতে করতে ও আবার বললো, 'কর্মচারী হিসাবে তুমি বিশ্বস্ত বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কর্মচারী কর্মচারীই, এই ধরনের কারো সঙ্গে চুক্তিতে যাওয়া যায় না। আগামীকাল সকাল পর্যন্ত সময় পাচ্ছো তুমি, তারপর আর এ-বান্দাকে পাবে না,' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে বুকে টোকা দিলো ও।

বুঝতে পারছে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ওদের বস্ যদি সিলভার ক্রিকের দাবীদারদের একজন—পর্বতমালার ওপাশের বাসিন্দা হয় তাহলে এত অল্প সময়ে ওর সংবাদ নিয়ে যেতে পারবে না কেউ। সুতরাং হয় এরা ওকে ওদের বসের কাছে নিয়ে যাবে নয়তো মেরে গুম করে ফেলবে লাশটা।

ক্লাউসের অগ্নিদৃষ্টি অগ্রাহ্য করে পাইপ ধরালো ও।

'এই শহরে হোটেল-টোটেল আছে?' জানতে চাইলো।

কেউ জবাব দিলো না।

রবসন আবার বললো, 'হোটেলেই পাবে আমাকে। চলি।'

দরজা খুললো রবসন, শিরশির করছে মেরুদণ্ডের কাছে, স্বাভাবিক পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো ও, মুহূর্তের জন্যে থেমে একবার পেছনে তাকালো, নীরবে ওকে জরিপ করছে সবাই। মৃদু হাসলো রবসন, তারপর আস্তে করে আটকে দিলো কবাট।

করিডরের মুখে এসে ইচ্ছা থাকলেও থামলো না রবসন, জানে আশ-পাশে কোথাও আছে বেঁটে গাফ, নজর রাখছে। দাঁড়ালেই বুঝে যাবে তেরেসাকে খুঁজছে ও। তেরেসাকে ওর দরকার। মেয়েটাকে দেখলো ও, কিন্তু ভাবান্তর হলো না চেহারার। কামরার আরেক দিকে একাকী একটা টেবিলে বসে আছে তেরেসা, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ওকে দেখলো।

তেরেসাকে বাঁচতে দেয়া হবে না, বলে দেয়ার দরকার করে না। কিছুতেই রেহাই পাবে না ও। আইন যেখানে শত্রুকে ছায়া দিচ্ছে, কার কাছে আশ্রয় চাইতে যাবে?

জমজমাট কামরার মাঝামাঝি আসার পর গাফকে দেখতে পেলো রবসন। বারে দাঁড়িয়ে আয়েস করে মদে চুমুক দিচ্ছে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যাতে তেরেসার ওপর নজর রাখা যায়। যেভাবেই হোক

মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে, ভাবলো রবসন, কিন্তু কিভাবে বুঝতে পারলো না।

জুয়ার টেবিলগুলোয় কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো ও, শেষে একটা ফারো টেবিলের সামনে থামলো। খেলার দিকে নজর নেই। ক্ষণে ক্ষণে মুখ তুলে খেলোয়াড় আর দর্শকদের জরিপ করছে। ঠিক উল্টোদিকে প্রায় মাতাল এক মাইনার আগুন মেজাজ নিয়ে খেলছে, যত হারছে ততই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। তার পাশে ঘ্যানঘ্যান করছে একটা মেয়ে, লোক-টার পকেটে টাকা থাকতে থাকতে ফুসলানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু খেলা ছাড়তে রাজি নয় মাইনার, যেন রোখ চেপে গেছে। সহানুভূতির দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখছে হাউস-ম্যান।

মেয়েটাকে জরিপ করলো রবসন, উত্তেজিত হয়ে উঠলো তলে তলে, উপায় মিলে গেছে মনে হচ্ছে। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো ও, কেউ দেখলে ভাববে ওর অবস্থান থেকে পরিষ্কার খেলা দেখা যাচ্ছে না। এবার দর্শকদের পাশ কাটিয়ে এগোতে শুরু করলো ও, একটু পর পর থেমে টেবিলের দিকে তাকাচ্ছে। অবশেষে মাইনার আর সেই মেয়েটার পেছনে চলে এলো, দর্শকদের ঠেলে সামনে বাড়-লো, মেয়েটার ঠিক পাশে থামলো। শুনতে পেলো মেয়েটা মাইনারকে বলছে, 'বলেছিলে এটাই শেষ দান।'

জবাব দিলো না লোকটা। মাইনারের কান বাঁচিয়ে মেয়েটার উদ্দেশে রবসন বললো, 'ওর কিন্তু সত্যি সত্যি এবার খেলা বাদ দেয়া উচিত।'

দীর্ঘাঙ্গিনী মেয়েটা ভরাট চেহারায় ওর দিকে তাকালো, হতাশ কণ্ঠে বললো, 'ফতুর হওয়ার আগে নড়ানো যাবে না।'

হাসলো রবসন, ওকে সম্ভাব্য খদ্দের ভেবে প্রত্যুত্তরে হাসলো মেয়ে-

টাও। আগেই কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে নিয়েছিলো রবসন, তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝখানে ওগুলো এমনভাবে বসালো যাতে মেয়েটার বাহু স্পর্শ করে, তারপর ওর দিকে না তাকিয়েই বললো, 'নিতে চাও?'

মুদ্রাগুলো দেখলো মেয়েটা। এই ফাঁকে দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে বেঁটে গাফের দিকে তাকালো রবসন।

'আলবৎ,' ফিসফিস করে বললো মেয়েটা।

মুদ্রাগুলো মেয়েটার হাতে গছিয়ে দিলো রবসন, তারপর বললো, 'দেয়ালের কাছে একা বসে আছে তেরেসা, দেখতে পাচ্ছো?'

তেরেসার দিকে একবার তাকালো মেয়েটা। 'হ্যাঁ।'

'লোকটার খেলা শেষ হলে ওকে নিয়ে ওই টেবিলে চলে যাবে—'

'কেন?'

'ওকে বলবে হৈচৈ শুরু না হওয়া পর্যন্ত যেন ওখান থেকে না নড়ে। গোলমাল শুরু হওয়ামাত্র চটপট হোটেলে গিয়ে রবসনের নামে একটা কামরা ভাড়া করে যেন। বুঝতে পেরেছো আমার কথা?'

'হ্যাঁ।'

'কামরা ভাড়া করে সোজা ওখানে গিয়ে বসে থাকতে হবে ওকে।'

'ব্যস?'

'না। ওকে বলবে আমাকে সন্দেহ হলে যাবার সময় একটা পিস্তল কিনে নিতে,' মেয়েটার হাতে আরো কিছু টাকা গুঁজে দিলো রবসন, 'এতেই হবে,' বললো ও।

'আচ্ছা,' মুদ্রাগুলো নিয়ে বললো মেয়েটা। 'আর কিছু?'

মেয়েটাকে আরো কয়েকটা মুদ্রা দিলো রবসন। 'এগুলো রাখো, একজোড়া লাল মোজা কিনো, ওগুলো দেখলে মুখ বন্ধ রাখার কথা

মনে থাকবে তোমার।'

এখন আর রবসনের দিকে তাকিয়ে নেই মেয়েটা, হাসছে। একটু অপেক্ষা করলো রবসন; তারপর পিছু হটে আরেকটা টেবিলের দিকে পা বাড়ালো। কিছুক্ষণ খেলা দেখে চলে এলো বারে। এখনো তেরেসার ওপর চোখ রাখছে গাফ।

গাফের পাশেই দাঁড়ালো রবসন, ফ্যাকাসে হাসলো বেঁটে।

'তোমাকে দেখে কাউয়ান বলে মনে হয় না,' শুষ্ক কণ্ঠে বললো রবসন, 'এসো, আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করো।'

'পোকার যখন খেলা গেল না, ড্রিঙ্কে আপত্তি নেই।'

হাসলো রবসন। বার মিররের দিকে তাকালো, আশপাশে যারা ড্রিঙ্ক করছে, তাদের চেহারা জরিপ করলো। রাত ক্রমশ বাড়ছে, সেই সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে স্যালুনের পরিবেশ, নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে সবাই। বিশালদেহী লালচে চেহারার এক মাইনারকে বেছে নিলো রবসন, লোকটার পায়ে হাফবুট, মাথায় হ্যাট, ঢকঢক করে হুইস্কি খাচ্ছে, যেন পানি। এছাড়াও আরো দুজনকে বেছে রাখলো ও। দুজনই তাগড়া চেহারার, অবিরাম মদ খাচ্ছে। সোনালি চুলো মেয়েটা মাইনারকে নিয়ে তেরেসার টেবিলের দিকে পা বাড়াতেই গাফ বললো, 'একটা জিনিস বুঝছি না, পোকার খেলার কথা তুমি আদৌ বিশ্বাস করেছিলে কিনা।'

রবসন বললো, 'এক গ্লাস মদ নষ্ট করে খাতির জমানোর চেষ্টাটা খুবই বাজে, কবে না জানি কিছু বলার আগেই দুচারটা দাঁত হারাতে হয় তোমাকে।'

শব্দ করে হাসলো গাফ। 'আমার ধারণা আমাদের মতলব আগেই বুঝে গেছ তুমি।'

'তোমার মতো কেউ আসবে আমি জানতাম।'

মাতাল লোকটা বার থেকে সরে কামরার চারদিকে তাকাচ্ছে, লক্ষ্য করলো রবসন। সঙ্গীর উদ্দেশে কি যেন বললো লোকটা, তারপর পা বাড়ালো টেবিলগুলোর উদ্দেশে। বার অতিক্রম করে ওদিকে যেতে হবে। লোকটা ওর কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো রবসন, তারপরই কায়দা করে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে সামনে পা ঠেলে দিলো। ভুল হলো না কোনো। ওর পায়ে পা লেগে দড়াম করে আছড়ে পড়লো মাতালটা।

হাত থেকে গ্লাস নামিয়ে রাখলো রবসন। কোনোমতে উঠে বসলো মাইনার।

'দেখে চলতে পারো না!' অপমানের সুরে টেনে টেনে বললো রবসন।

উঠে দাঁড়ালো মাইনার, রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা।

'ইচ্ছা করে ল্যাঙ মেরেছো তুমি।' ভারি কণ্ঠে গর্জে উঠলো সে।

'ব্যাটা মাতাল!' লোকটাকে উস্কে দেয়ার জন্যে ব্যঙ্গের হাসি হাসলো রবসন। বারের সবাই তাকালো ওদের দিকে।

কম কথার মানুষ মাইনার। ঘুসি পাকিয়ে রবসনের দিকে তেড়ে এলো সে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিলো রবসন। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো দু-জনের। দুহাতে মাইনারের হাতদুটো তার শরীরের সঙ্গে চেপে ধরলো পল। শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি। চোখের পলকে চারপাশ থেকে সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দিলো সবাই। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো শক্তি ধরে লোকটা, লড়ছেও সেভাবে, মাথা দিয়ে গুঁতো মারার চেষ্টা করছে রবসনকে। দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু তার হাত দুটো রবসনের সাঁড়াশী চাপে আটকা পড়ে আছে, সুবিধে করতে পারছে

না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল স্যালুনের প্রায় সবাই ওদের মার-পিট দেখতে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। হাসাহাসি করছে ওরা, চিকচিক করছে চেহারা, উত্তেজনায়। দর্শকদের ঘেরের মধ্যে পড়ে গেছে গাফ, বেরিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ধাক্কা দিয়ে মাইনারকে দূরে ঠেলে এক কদম পিছিয়ে এলো রবসন। 'শান্ত হও, দোস্ত,' আন্তরিক কণ্ঠে বললো ও, 'তোমার যা অবস্থা, মারপিট করে পোষাবে না।'

'একশো বার পোষাবে!' বলে উঠলো একজন, হা হা করে হাসলো।

আবার তেড়ে এলো মাইনার। ওকে আগের মতো চেপে ধরলো রবসন। ঘুসি মারার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো মাইনারের। লড়াইয়ের অবস্থা দেখে এবার হাসাহাসি শুরু করলো সবাই।

মাইনারকে ফের ঠেলে সরিয়ে দিলো রবসন, হাসলো, খানিকটা হাঁপাচ্ছে।

'একটু দম নাও,' বললো ও, 'তারপর একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করবো আমরা।'

পুরো ব্যাপারটা যে একটা কৌতুক এতক্ষণে বুঝতে পারলো মাই-নার, বত্রিশপাটি দাঁত বের করে হাসলো।

'নিশ্চয়ই।'

লোকটার সঙ্গে হাত মেলালো রবসন, একসঙ্গে বারে এসে দাঁড়া-লো। হাসতে হাসতে সরে যেতে শুরু করলো সবাই। ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিলো রবসন। দম ফিরে পেতে খানিকটা সময় লাগলো ওদের। এই ফাঁকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তেরেসার টেবিলের দিকে তাকালো। নেই।

লোকজনকে ঠেলে করিডরের দিকে যাবার চেষ্টা করছে গাফ, দেখতে পেলো। মাইনারের দিকে ফিরলো ও, হেসে গ্লাসটা উঁচু করে ধরলো লোকটা। গ্লাসে চুমুক দিলো রবসন।

ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে জুয়ার টেবিলের দিকে পা বাড়ালো মাইনার। খানিক অপেক্ষা করলো রবসন। বারটেণ্ডার ওর ওপর নজর রাখতে পারে। মিনিটখানেক পরও যখন কেউ ওর সঙ্গে কথা বলতে এলো না, কোলাহলে মেতে উঠলো আবার স্যালুন, মদের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এলো ও।

বাইরে এসে একজন পথচারীকে হোটেলের ঠিকানা জিজ্ঞেস করে নিলো, তারপর টিপটিপ বৃষ্টি মাথায় করে প্যাচপ্যাচে কাদা ভেঙে কয়েকটা দালান পেছনে ফেলে একটা বড়সড় দালানের কাছে এসে পৌঁছুলো।

ভেতরে ঢুকে বুড়ো ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলো রবসন নামে কেউ উঠেছে কিনা।

মাথা দোলালো বুড়ো। 'পল রবসন। মেয়ে মানুষের এরকম নাম জীবনেও শুনিনি!'

কামরার নাম্বারটা জেনে নিলো রবসন, সিঁড়ি টপকে উঠে এলো দোতলায়। কামরার দরজায় এসে দেখলো কবাটের নিচের ফাঁক গলে সূক্ষ্ম আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। আস্তে টোকা দিলো ও।

'এসো,' জবাব এলো ভেতর থেকে।

এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলো রবসন, তারপর চট করে খুলে ফেললো দরজাটা।

ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে নরমা, একটু ফাঁক হয়ে আছে ওর ঠোঁট।

'আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না, পল!' নরম কণ্ঠে বললো সে।

আঠারো

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো রবসন, তারপর খাটে এনে বসালো নরমাকে।

'আমার খোঁজ পেলে কিভাবে?' আস্তে করে জানতে চাইলো।

'নচ দিয়ে আসবে বলেছিলে তুমি, আমিও তাই করেছি। আস্তাবলে তোমার ঘোড়াটা দেখেই বুঝে ফেলেছি এখানেই আছো তুমি।'

'নতুন কিছু ঘটেছে নাকি ক্লিয়ারক্রিকে?' জিজ্ঞেস করলো রবসন।

লী হত্যাকাণ্ডের কথা রবসনকে জানালো নরমা। 'ওখানে আমার আর কিছু নেই, পল। তোমার কাছে আসা ছাড়া আমার উপায় ছিলো না, বুঝতে পারছো?' চুপ করে গেল নরমা।

আস্তে মাথা দোলালো রবসন, কিন্তু ওর গম্ভীর চেহারা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো মেয়েটা।

'পল, আমি কি ভুল করেছি? ক্লিয়ারক্রিকে আইন তোমাকে খুঁজছে, ঠিক, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই—মরতে হলেও।'

হেসে নরমার সব দ্বিধা দূর করে দিলো রবসন, ওর পাশে বসে

পড়লো।

'কে মেরেছে লীকে?'

'পল,' আস্তে করে বললো নরমা, ওর প্রশ্ন এড়িয়ে আবার জানতে চাইলো, 'আমি ভুল করিনি তো?'

'না। আসলে আমার ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে তোমাকে জড়াতে চাইনি। সব ঝামেলা চুকিয়ে তারপর তোমার কাছে যাবার ইচ্ছা ছিলো।'

'কিন্তু পল, আমি যে তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তুমি যেভাবে আছো সেভাবেই আমার পছন্দ।'

উঠে ধীর পদক্ষেপে খাটের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো রবসন, তারপর নরমার দিকে তাকালো।

'লীর হত্যাকারীর পরিচয় তুমি জানো?' আবার জানতে চাইলো রবসন।

নরমা না-সূচক জবাব দিলে বললো, 'লুকাস নয় তো? তুমি আমাকে সতর্ক করতে গিয়েছিলে দেখে ফেলেনি তো সে?'

অনিবার্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, বুঝতে পারলো নরমা। কিন্তু পিকেটের কাছে যেমন চেপে গেছে, কারণটা ভিন্ন হলেও, রবসন-কেও বলা যাবে না। 'না,' বললো ও, 'লুকাস এমন কিছু করতে পারে, আমার বিশ্বাস হয় না।'

সরাসরি নরমার চোখের দিকে তাকালো রবসন, শান্ত কণ্ঠে বললো, 'তাহলে ওর হত্যার কারণটা নিশ্চয়ই জানো?'

'হ্যাঁ,' খাট থেকে উঠে ওর কাছে এলো নরমা, হাত রাখলো ওর কাঁধে, 'তোমাকে মিথ্যা বলবো না, জানি। কিন্তু কে বা কারা খুন করেছে জানি না। আর কিছু জানতে চেয়ো না। লী মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে

ওসব শেষ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সবই বলবো তোমাকে, কিন্তু এখন নয়।'

রবসনকে ও ঝামেলায় ফেলতে চায় না, রবসন কথাটা বুঝতে পেরেছে কিনা জানতে ইচ্ছা হলো নরমার। বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই মেনে নিতে কষ্ট হবে ওর, ভাবলো মেয়েটা। কিন্তু ইতিমধ্যে রবসনের দৃষ্টি থেকে প্রশ্ন উধাও হয়েছে, গম্ভীর হয়ে উঠেছে চোখ, চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝা যাচ্ছে না।

রবসনের পেছনে মৃদু নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠলো নরমা। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা। ফিসফিস করে উঠলো নরমা, 'দরজা—পল!'

পাঁই করে ঘুরলো রবসন, নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করলো নরমাকে, পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরেছে হাত।

পরক্ষণে বললো, 'এসো, তেরেসা,' নামিয়ে নিলো হাতটা।

ভেতরে পা রাখলো তেরেসা, হাতের উদ্যত পিস্তল ড্যাবড্যাব করে রবসনের বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। দরজা বন্ধ করে কবাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো সে।

'তোমাকে নিয়েই মরবো আমি,' শীতল কণ্ঠে বললো তেরেসা, 'ব্যস।'

এক পাশে সরে দাঁড়ালো রবসন, বললো, 'এ হচ্ছে নরমা কারটিন।'

বিড়বিড় করে কি যেন বললো নরমা। তেরেসার ঠাণ্ডা দৃষ্টি ওকে ছুঁয়ে গেল একবার, ভাবান্তর হলো না চেহারায়।

রবসন জানতে চাইলো, 'তোমাকে অনুসরণ করছে কেউ?'

'করার দরকার আছে? ওদের পছন্দসই জায়গাতেই তো এসেছি। এমনভাবে সব সাজিয়েছো তুমি যাতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকা-

সেই আমাকে হোটেলে ঢুকতে দেখে অগডেন।'

'কিন্তু দেখেনি, না?' চট করে জিজ্ঞেস করলো রবসন।

মৃদু হাসলো তেরেসা। 'না। পেছন দিয়ে এসেছি। তোমাকে নাগালে পেতে চেয়েছি আমি, জানতাম এখানে পাওয়া যাবেই।'

'তোমাকে ফাঁদে ফেলতেই স্যালুন থেকে এত কষ্ট করে উদ্ধার করে এনেছি বলতে চাও?' জিজ্ঞেস করলো রবসন।

'হ্যাঁ,' সরাসরি জবাব দিলো তেরেসা।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে নরমা।

রবসন বললো, 'ওরা তোমাকে হত্যা করার কথা ভাবছে, তেরেসা, তোমাকে এ-শহর ছেড়ে পালাতে হবে।'

'জানি তা,' বললো তেরেসা, 'পরোয়া করি না। তোমাকে নিয়েই মরবো আমি।'

'দাঁড়াও, গুলি করার আগে আমার কথা শোনো!' বললো রবসন।

'শুনবো। এখানে আমার সেটাও একটা কারণ—তোমার কাকুতি-মিনতি দেখতে চেয়েছি,' বললো তেরেসা।

'দরজার কাছ থেকে সরে এসো,' বললো রবসন।

কিন্তু নড়লো না তেরেসা।

রবসন আবার বললো, 'বাইরে কেউ ওত পেতে থাকলে যে কোনো মুহূর্তে গুলি করে বসতে পারে!'

একটু ভাবলো তেরেসা, তারপর দরজা ছেড়ে সরে এলো, আরেকদিকের দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। হাঁপ ছাড়লো রবসন।

'নরমা,' বললো ও, 'খাটে গিয়ে বসো।'

ওর দিকে তাকালো নরমা। তেরেসাকে জরিপ করছে রবসন। আতঙ্কে জবুথুবু হয়ে খাটের কিনারে বসে পড়লো নরমা।

তেরেসার উদ্দেশে রবসন বললো, 'বিকেলে বারে আমার কাছে এসে মস্ত বোকামি করে ফেলেছিলে তুমি। ম্যাটের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা অজানা নেই কারো। আমার নামও ওরা শুনেছে। তখন তোমাকে খেপিয়ে দিয়ে যদি চড় না খেতাম, এতক্ষণে দুজনকেই মরে পড়ে থাকতে হতো।'

'বলে যাও,' বললো তেরেসা।

এক মুহূর্ত ভাবলো রবসন, কুঁচকে আছে ভুরু। অবশেষে বললো, 'ঠিক আছে, একটা কথা বলি তোমাকে, হয়তো আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। ম্যাটের পর এগারোজন লোক মারা গেছে। ম্যাটের হত্যাকারীরাই ওদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। বুঝতে পারছো আমার কথা?'

'পরিষ্কার করে বলো!'

'আমি এখানে এসেছি,' বললো রবসন, 'ধোঁকা দিয়ে ওদের দলে ঢুকে আসল লোকটার পরিচয় জানার জন্যে, যাতে ম্যাটসহ প্রতিটি মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া যায়।'

'তাই বুঝি ম্যাটের সঙ্গীদের চিনিয়ে দেয়ার কথা বলায় আমাকে ক্লাউসের হাতে ধরিয়ে দিয়েছো?' বিদ্রূপ ঝরে পড়লো তেরেসার কণ্ঠে।

'বারে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ তো বলেছি। তুমিই বলেছিলে এরা খুনী, ইচ্ছা করে ম্যাটকে মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছিলো। তো, আমাদের একসঙ্গে বসে আলাপ করার খবরটা চাপা থাকতো না, আগেই বারে নাম বলে দিয়েছিলাম আমি। তুমি যদি স্বাভাবিকভাবে বিদায় নিতে কি দাঁড়াতো ব্যাপারটা?'

ওর কথা তেরেসা বিশ্বাস করেনি, বুঝতে পারলো রবসন, তবে

কিছুটা মনোযোগী হয়ে উঠেছে।

নরমা আর তেরেসাকে রুইডোসোর তীরে গরু হারানো থেকে শুরু করে সব খুলে বললো এবার রবসন। বললো প্রতিশোধ নেয়ার কোনো উপায় দেখছিলো না, শেষে তেরেসার কাছে ম্যাথুর মৃত্যুর ঘটনা শুনে বুঝেছে এই দলটার সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারলেই হয়তো শিফলিন-হার্ড ছিনতাইকারীদের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

সন্ধ্যার ঘটনারও ব্যাখ্যা দিলো রবসন। নরমা লক্ষ্য করলো বদলে যাচ্ছে তেরেসার চেহারা। টের পেলো থরথর করে কাঁপছে নিজের শরীর, এই প্রথম বুঝতে পারলো কতটা আতঙ্কিত সে।

'ক্লাউসের সঙ্গে ওখানে ঢুকেই বুঝতে পারলাম,' বললো রবসন, 'আমার পরিচয় জানিয়ে দিয়েছো তুমি। তখন অভিনয় করা ছাড়া উপায় ছিলো না। আমি এমন ভাব করলাম যেন আরেকটা গরুর পাল ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি চেয়েছিলাম তোমার কথা ওরা অবিশ্বাস করুক, নইলে আমি বাঁচতে পারতাম না। ম্যাট হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সব আশা উবে যেতো তোমার।'

তেরেসার চেহারা জরিপ করলো রবসন, বুঝতে পারছে এতক্ষণে ওর কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে মেয়েটা।

'ওই কামরা থেকে বেরুনোর সময়ই আমি বুঝতে পারি,' আবার বললো রবসন, 'ওরা তোমাকে বাঁচতে দেবে না, কারণ গাফকে তোমার দিকে নজর রাখতে বলে দিয়েছিলো ক্লাউস। এ-শহরে আশ্রয় নেয়ার মতো কেউ নেই তোমার, খোদ আইনই ওদের ছায়া দিচ্ছে, বুঝলাম তোমাকে বাঁচানোর একটাই উপায় আছে, স্যালুন থেকে উদ্ধার করে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া। সেজন্যেই ওই মেয়ে-

টার হাতে খবর পাঠিয়েছি, যেচে হট্টগোল বাধিয়েছি স্যালুনে। আমি তোমাকে পালাতে সাহায্য করেছি ফাঁস হয়ে গেলে হাজার মিথ্যা বললেও আর ওদের আস্থা পাওয়া যাবে না।'. একটু থামলো রবসন। 'আজই শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেবো তোমাকে।'

তেরেসার চেহারা থেকে ক্রোধ আর অবজ্ঞার ছাপ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে, কৌতূহলী চোখে রবসনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। প্রথম-বারের মতো সরাসরি নরমার দিকে তাকালো মেয়েটা। তারপর আবার রবসনের দিকে তাকালো, ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বললো, 'তোমার কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে।'

'আমি সত্যি কথাই বলেছি,' বললো রবসন। 'এবার পিস্তলটা নামাবে, তেরেসা?'

'দেরি আছে!' গোঁয়ারের মতো বললো তেরেসা। এক মুহূর্ত ভাবলো, ফাঁক খোঁজার চেষ্টা করলো রবসনের কাহিনীতে। তারপর হঠাৎ বললো, 'আগেই যদি বলতে কিংবা একটা চিরকুট পাঠাতে, ক্লাউসকে কিছু বলতে যেতাম না। এই সহজ কথাটা মাথায় আসেনি তোমার?'

'পাঠাতাম কিভাবে?' জানতে চাইলো রবসন, 'সারা শহরে বিশ্বাস করার মতো কেউ আছে?' মাথা নাড়লো ও। 'ঝুঁকি নেয়ার উপায় ছিলো না, তেরেসা। কোনো মেয়েকে দিয়ে খবর পাঠাতে আবার স্যালুনে ঢুকি আমি। চিরকুট পাঠানো সম্ভব ছিলো না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে গেলে ধরা পড়ে যেতাম।'

'ক্লাউসদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলো তেরেসা।

'প্রায়। সকালে জানা যাবে। ওদের বস্ ছাড়া আর কারো সঙ্গে

আলোচনা না করার কথা বলে দিয়েছি আমি,' আস্তে করে বললো রবসন। 'তুমি চেনো লোকটাকে?'

'চিনলে সে এতদিন বেঁচে থাকতো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো তেরেসা।

'তা ঠিক। এবার পিস্তলটা নামাও।'

আস্তে করে পিস্তলটা টেবিলের ওপর রাখলো তেরেসা, নরম কণ্ঠে বললো, 'তোমাকে নিয়ে দুজন রবসনকে বিশ্বাস করতে যাচ্ছি আমি।' বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। 'বুঝতেই পারছো, এছাড়া, উপায় নেই আমার।'

উঠে তেরেসার দিকে এগিয়ে গেল নরমা। 'ও তোমাকে ঠিকই সাহায্য করবে, তেরেসা, জোর গলায় বলতে পারি আমি,' সহজ গলায় বললো ও।

ওর দিকে তাকালো তেরেসা। 'তোমার পরিচয়?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো।

'তা জেনে কি লাভ?' বললো নরমা, 'তুমি যেমন ম্যাটকে ভালোবাসতে তেমনি ওকে ভালোবাসি আমি।'

মাথা দোলালো তেরেসা। রবসনের কাছে এলো নরমা।

'এই সমস্যার কথাই বলছিলে তুমি?'

মাথা দোলালো রবসন। 'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমার ওপর আস্থা হারিয়েছে, কারণ আমার মাথা থেকেই বেরিয়েছিলো ট্রেইল-ড্রাইভের বুদ্ধি, আমি ট্রেইল-বস ছিলাম। ওদের সবার কাছে দায়বদ্ধ হয়ে আছি আমি।

'কিন্তু ম্যাটের সঙ্গীরা মুনরো-হার্ড ছিনতাই করলেও তোমাদের গুলোও যে ছিনতাই করেছে নিশ্চিত হলে কি করে?'

'ওদের কথার ঢঙেই বোঝা গেছে,' বললো রবসন।

'তুমি যার পরিচয় জানতে চাইছো সে-ই ছুটো ছিনতাই নাটকের নায়ক?'

'তাই তো মনে হয়,' বললো রবসন।

এবার নরমা বললো, 'এখানে এসে ঠিক করিনি আমি, তাই না?'

'তোমাকেও তেরেসার সঙ্গে পাঠাচ্ছি,' বললো রবসন, তারপর তেরেসার দিকে তাকালো, 'এক সঙ্গে যাবে তোমরা।'

বিষণ্ন হাসলো তেরেসা। 'কি বলছো নিজেই জানো না। আমাকে ধরার জন্যে সারা শহরে লোক লেলিয়ে দিয়েছে ওরা। পালাতে দেয়া হবে না আমাকে।'

নরমার দিকে ফিরলো রবসন। 'ওকে ক্লিয়ারক্রিকে নিয়ে যেতে পারবে না?'

'তুমি বললে অবশ্যই পারবো,' জবাব দিলো নরমা।

নরমাকে জরিপ করলো রবসন, ওর চেহারায় উদ্বেগের ছাপ, কিন্তু এখন আর পিছু হটার উপায় নেই। ইচ্ছা করেই ওর ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়েছে নরমা, রবসন যা চায়নি। কিন্তু ওকে ভালোবাসে বলেই ওর কাছে এসেছে মেয়েটা। ওকে ঝুঁকি নেয়ার সুযোগ দিতে হবে, আগলে রাখার চেষ্টা করলে হয়তো মনে করবে রবসন ওর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করছে। ব্যাপারটা তার জন্যে সম্মানজনক হবে না। নরমার কাঁধ আঁকড়ে ধরলো রবসন, হাসির চিকন রেখা ফুটে উঠলো ঠোঁটে।

'ঠিক আছে,' ওকে বললো রবসন, তারপর তেরেসার কাছে এসে টেবিলের এক প্রান্তে বসলো।

'পালানোটা কোনো সমস্যা হবে না,' বললো ও, 'শহর সম্পর্কে বলো আমাকে। উত্তরের ওই রাস্তাটা কোন্ দিকে গেছে?'

'উপত্যকার উল্টোদিকে খনি পর্যন্ত গিয়ে অনেকগুলো ট্রেইলে ভাগ

হয়ে গেছে, পর্বতমালার দিকেই গেছে সবকটা ট্রেইল, প্রসপেক্টর আর পাহাড়ী লোকজন ছাড়া আর কেউ ওদিকে যায় না,' জানালো তেরেসা।

'কিন্তু তারপর ?' জানতে চাইলো রবসন, 'ট্রেইলগুলো মিলিয়ে গেছে নাকি নতুন ট্রেইলের সঙ্গে মিশে ওদিকের কোনো শহরের দিকে গেছে ?'

একমুহূর্ত ভেবে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলো তেরেসা। ওদিক থেকে পাহাড় টপকে লোকজন আসার কথা শুনেছে সে, গিরিপথ দিয়ে এসেছে তারা, কয়েক সপ্তাহ লেগেছে, কিন্তু কোনো শহরের কথা বলেনি কেউ। বিরাণ এলাকা।

'কিন্তু পর্বতমালার ভেতর দিয়ে একটা পথ আছে ওদিকে,' বললো রবসন, 'তাই না ? চেনো রাস্তাটা ? ওই পথে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার কথা হয়েছে ?'

সায় দিলো তেরেসা। জিজ্ঞাসু চোখে নরমার দিকে তাকালো রবসন।

'আমি পারবো, পল,' বললো নরমা, 'সিলভার ক্রিক থেকে তোমাকে ট্র্যাক করে এপর্যন্ত আসতে পেরেছি, তুমি চাইলে পশ্চিমেও যেতে পারবো।'

মাথা নাড়লো রবসন। 'ওদিকে যাবার দরকার হবে না। আবার ক্লিয়ারক্রিকেই যাবে তোমরা।' উদ্বিগ্ন চেহারায় নরমাকে জরিপ করলো ও। 'বৃষ্টিতে আগুন না জ্বেলে ক্যাম্প করতে হবে তোমাদের, শীত, ক্ষুধায় নিঘুর্ম রাত কাটাতে হবে। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই রওনা হচ্ছো তোমরা। রাতের অন্ধকারেই পাহাড় বাইতে হবে, আশা করি সকাল নাগাদ চূড়া পেরোতে পারবে, এরপর দ্রুত এগিয়ো, কারণ তোমাদের ঠিক পেছনেই থাকবো আমি। সিলভার ক্রিক রেঞ্জে পৌঁছে ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে গা ঢাকা দেবে, আমি তোমাদের অতিক্রম না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আমার সঙ্গে সম্ভবত আরেকটি লোক

থাকবে। আমাদের পেছন পেছন শহরে ঢুকবে তোমরা। ঠিক আছে ?'

'আগে শহর থেকে বের করার ব্যবস্থা করো আমাদের,' বললো নরমা।

'দুটো বিছানার চাদর ভাঁজ করে তৈরি হয়ে থাকো,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন, 'আমি আসছি।'

বেরিয়ে গেল সে।

উনিশ

ঘোড়া কিংবা মানুষের সঙ্গে কখনো ভালো ব্যবহার করেনি ডার-উইন, তাই সে মারা যাবার পর তার ঘোড়াটা আর অপেক্ষা করেনি, গভীর রাত পর্যন্ত একটানা এগিয়ে চললো ওটা, অবশেষে ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় থামতে বাধ্য হলো, ক্লান্ত।

অন্ধকারে দুই রিজের মাঝখানের সেই মাঠে পৌঁছুলো, তাজা ঘাস খেলো সারা রাত; সকালে ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির বিন্দু তার তৃষ্ণা মেটালো। আবার ঘাসে মুখ দাবালো সে। দুপুরের দিকে চোখ ধাঁধানো রোদে ফের তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লো। আবার সামনে এগোলো, অবশেষে যখন প্রথম রিজের শেষ মাথায় এসে বাঁক নিচ্ছে তখন এক

রাইডারের চোখে পড়লো।

লোকটা নোলানের সঙ্গে স্ট্যাম্পিডে অংশ নিয়েছিলো। চিন্তিত চেহারায় স্যাডল চাপানো ঘোড়াটা জরিপ করলো। ডারউইনের ঘোড়া চিনতে তার দেরি হলো না। মাটিতে লুটানো ছেঁড়াখোঁড়া লাগাম শিশিরে ভেজা; একটা লাগামের অনেকখানি উধাও। সব মিলিয়ে বোঝা যায় জানোয়ারটা দীর্ঘ সময় সওয়ারীবিহীন।

নোলানের অন্যান্য সহযোগীর মতো সে-ও সেই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে, ঘর ছেড়ে পালিয়েছে ওয়াগন-হ্যামার রাইডারদের হামলার ভয়ে। পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার শঙ্কা তার মনে। আজ প্রায় সারাদিন ক্লিয়ারক্রিকে ছিলো সে, কানপেতে শহরবাসীর আলাপ আলোচনা থেকে এটুকু বুঝেছে নোলানের সঙ্গীদের পরিচয় এখনো অজ্ঞাত। তবু স্বস্তি বোধ করতে পারছে না সে। ডারউইনের ঘোড়াটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

ডারউইনের ঘোড়া ওয়্যাগন-হ্যামারে পৌঁছে দিলেই তো প্রমাণ হয়ে যায় সে নির্দোষ! হ্যাঁ, সেটাই করবে। আগ্রহের আতিশয্যে ডারউইনের ভাগ্যে কি ঘটেছে ভাবলো না লোকটা।

ওয়্যাগন-হ্যামারের প্রায় সব রাইডারকে র‍্যাঞ্চে পাওয়া গেল। একটা দীর্ঘ ঘেসো ঢালে গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি দোতলা র‍্যাঞ্চহাউসটা, পৌঁছানোর অনেক আগেই চোখে পড়লো। র‍্যাঞ্চহাউস ঘেঁষে বয়ে যাওয়া ক্রিকে দুপারে ওকের সারি, অন্যপাশে রয়েছে কোরাল আর আউটহাউস। কোরাল-সাইডে সম্প্রতি নতুন একটা কামরা বসানো হয়েছে; সম্ভবত লুকাসের অফিস, ভাবলো লোকটা।

ছ-সাতজন লোক ওকে দেখতে পেয়ে বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এলো। ডারউইনের ঘোড়াটা ওদের একজনের হাতে তুলে দিলো সে।

অফিস থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল লুকাস মিল।

'কোথায় পেলে ওটা?' জিজ্ঞেস করলো সে।

জানালো লোকটা। 'ডারউইনের ঘোড়া না?'

মৃদু মাথা দুলিয়ে সায় দিলো লুকাস, বিতৃষ্ণ নয়নে জরিপ করলো ডারউইনের পনিটা। ফুলে আছে তার চেহারা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গালে, নোংরা হয়ে আছে মুখের ব্যাণ্ডেজ। সারা সকাল শহরে ছিলো সে, বোঝা যায়, ফিরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। অবিন্যস্ত মাথার চুল, রক্তলাল চোখ দুটোয় ঘুম ঘুম ভাব। আত্মবিশ্বাস নয়, তার আচরণে এখন ঔদ্ধত্য। রবসনের সঙ্গে মারপিটের কোনো চিহ্ন নেই লুকাসের চেহারায়।

'ডারউইনকে দেখতে পাওনি?'

মাথা নাড়লো লোকটা।

চারজন কাউহ্যাণ্ডকে ঘোড়া তৈরি করার নির্দেশ দিলো লুকাস, তারপর লোকটাকে বললো, 'ঘোড়াটা যেখানে পেয়েছো আমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে?'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবলো ও, যেন লুকাসকে সাহায্য করতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হবে, অবশেষে সায় জানালো। লুকাস মিল ধন্যবাদ জানায়নি, খেয়ালই করলো না। লুকাসদের নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে এলো সে। ডারউইনের ঘোড়াটা কোন্ দিক থেকে এসেছে বুঝতে কষ্ট হলো না। এ-ও বোঝা গেল বেশ কিছু সময় উপত্যকায় ঘুরঘুর করছিলো জানোয়ারটা। দুই রিজের মাঝখানের মাঠে এসে একজন রাইডারকে চিহ্নের সন্ধানে ট্রেইল ধরে এগোনোর নির্দেশ দিলো লুকাস। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো। ট্রেইলে পৌঁছেই আবার ফিরে এলো ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডার, জানালো:

ঘোড়াটা ওদিক থেকেই এসেছিলো, লাগামের ছাপ দেখা গেছে মাটিতে।

দশ মিনিট পর ডারউইনের লাশের খোঁজ পেলো ওরা। লুকাস ছাড়া আর সবাই নেমে পড়লো স্যাডল থেকে। গম্ভীর চেহারার ঘোড়ার পিঠে বসে রইলো র‍্যাঙ্কার। ডারউইনের লাশ পরীক্ষা করে ওরা কি বলবে জানে। শুকনো হাসি দেখা দিলো তার ঠোঁটে।

'ঠিক বুকে গুলি খেয়েছে, না?' বিড়বিড় করে বললো লুকাস, 'কিন্তু গুলিটা করলো কে?'

জবাব দিলো না কেউ। নির্বিকার চেহারায় চারপাশের পাহাড় দেখলো লুকাস, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাইডারদের দিকে তাকালো। 'ট্র্যাক নষ্ট না করে আশপাশ পরীক্ষা করে দেখো।'

একজন রাইডার এসে জানালো, ডারউইনের ঘোড়াটা এপথে যাবার সময় আরো একটা ঘোড়া পশ্চিমে যাচ্ছিলো, ট্র্যাক দেখে তাই মনে হয়। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো লুকাস।

অবশেষে ডারউইনের ঘোড়ার সন্ধানদাতার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, 'তার মানে তুমি নও?'

প্রশ্ন শুনে নড়েচড়ে উঠলো লোকটা অস্বস্তিতে। সশব্দে হাসলো র‍্যাঙ্কার, তারপর রাইডারদের উদ্দেশে বললো, 'যে কোনো দুজন র‍্যাঞ্চে যাও, একটা ওয়্যাগন নিয়ে এসো, লাশ নিয়ে ফিরে যেয়ো। আমি শহরে যাচ্ছি।'

বিস্ময়ের ছাপ পড়লো রাইডারদের চেহারায়, অগ্রাহ্য করলো লুকাস।

ধীর গতিতে মাঠে ফিরে এলো লুকাস, রিজ টপকে ঢাল বেয়ে এপাশে নেমে গোরস্থান পেছনে ফেলে এলো। গোটাছয়েক সিগারেট

ধরালো পথে, কোনোটাই শেষ করলো না, কয়েকটান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। স্পষ্ট বোঝা যায় উত্তেজিত হয়ে গেছে।

শহর সীমান্তে পৌঁছার পর খেয়াল হলো সে একা, এতক্ষণে রাইডারদের বিস্মিত হবার কারণ মাথায় ঢুকলো তার। থামলো না লুকাস, এগিয়ে চললো।

শহরে ঢুকেই পিকেটকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো লুকাস। দায়সারাভাবে ওর উদ্দেশে হাত নাড়লো মার্শাল। ব্যাঙ্কের সামনে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামলো লুকাস, সোজা ভেতরে ঢুকে পড়লো। দুটো ক্যানভাস ব্যাগে পাঁচহাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বেরিয়ে এলো কিছুক্ষণ পর। স্যাডলব্যাগে ঢোকালো ওগুলো। ঘোড়ায় চাপলো আবার, শহর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে চললো, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো পাহাড়ে। ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে এগোচ্ছে। গোধূলি নাগাদ একবার থামলো সে, স্যাডল থেকে নেমে একটা ব্যাগের বাঁধন শক্ত করলো যাতে মুদ্রাগুলো শব্দ না করে; ঠেসে ঘাস ভরলো ব্যাগগুলোয়, বন্ধ হয়ে গেল শব্দ।

সন্ধ্যায় প্রেস্টনের কেবিনে পৌঁছলো লুকাস মিল। লণ্ঠন হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে প্রেস্টন, সতর্ক। ঘোড়া থামালো র‍্যাঙ্কার, কিন্তু কিছু বললো না প্রেস্টন।

'ভেতরে ডাকবে না আমাকে?' শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো লুকাস।

'নেমে এসো।'

স্যাডল থেকে নেমে কেবিনে ঢুকলো লুকাস, ধপ করে বসে পড়লো চেয়ারে। টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখলো প্রেস্টন।

'মারটেলকে খুঁজছিলাম,' ভাঙা গলায় বললো লুকাস, হাত দিয়ে দাড়িগোঁফ মুখ ডললো।

'আমার সঙ্গে তোমাদের লড়াইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই, লুকাস, এখানে খুঁজছো কেন?' সরাসরি বললো প্রেস্টন। তারপর আবার জানতে চাইলো,'একাই এসেছো?'

মাথা দোলালো লুকাস। 'ডারউইনের লাশ পাওয়া গেছে আজ,' শান্ত কণ্ঠে জানালো সে।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললো না প্রেস্টন। খানিক পর বললো, 'এমন কিছু হবে তুমি জানতে।'

'হ্যাঁ,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললো লুকাস, 'আমি শেষ, প্রেস্টন, গরু নেই, লোক নেই, কি পেলাম এতকিছুর পর?'

'কেন, নোলান, রিডেল আর লী'র লাশ—ছেলেটার সঙ্গে তোমাদের বিরোধের কি সম্পর্ক আমি বুঝিনি—পেয়েছো ডারউইন, কেনিসহ আরো সাতজনের লাশ—আর কি চাও?' বললো প্রেস্টন।

হাত নেড়ে প্রতিবাদ জানালো লুকাস। 'আচ্ছা, বাদ দাও। আমি এবার আপস করতে চাই। ওয়াটকিনসকে খবর দেয়া দরকার, কোথায় পাওয়া যাবে ওকে?'

'জানি না,' বললো প্রেস্টন, 'জানার ইচ্ছাও নেই।'

'জানতাম এ-কথাই বলবে তুমি। সেজন্যেই মারটেলের খোঁজ করেছি। সে কোথায়?'

'ক্রুশ ক্রিক লাইন ক্যাম্পে থাকতে পারে।'

'ওকে খবর দেবো কিভাবে? আমি গেলে তো কিছু বলার আগেই ছুটকরো করে দেবে!'

সতর্ক চোখে লুকাসকে জরিপ করলো প্রেস্টন। 'তোমার কথা আমার কাছে কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকছে।'

কৃশ হাসলো লুকাস, টেবিলের ওপর হাত রেখে মনোযোগ দিয়ে

জরিপ করতে লাগলো। 'রেঞ্চটা শেষ হয়ে গেছে, প্রেস্টন,' আস্তে বললো সে, 'নিঃস্ব হয়ে গেছি আমি। এখন মাথার ওপর ছাদ থাকতে বিবাদটা মিটিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি!'

'তাহলে সিলভার ক্রিক রেঞ্জ?'

আবার প্রেস্টনের দিকে তাকিয়ে সূক্ষ্ম হাসলো লুকাস। 'গরু ছাড়া মাঠ দিয়ে কি হবে?'

ঝাড়া এক মিনিট ওকে জরিপ করলো প্রেস্টন, শেষে বললো, 'ঠিক আছে, তোমাকে মারটেলের কাছে নিয়ে যাবো আমি। তার আগে কিছু খেয়ে নেবে, নাকি?'

'নাহ্, খাওয়ার রুচি নেই।'

কোরালে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপালো প্রেস্টন। একসঙ্গে অন্ধকারে পর্বতমালার দিকে রওনা হলো ওরা, এগিয়ে চললো নীরবে।

লাইনক্যাম্প যখন দৃষ্টি সীমায় এলো, প্রেস্টন বললো, 'তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি আগে ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে আসি।'

'ঠিক আছে। ওখানে কারা আছে জানি না। ওয়াটকিনস যদি থাকে, ওকে বলো আমি একা ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। শুধু মারটেল থাকলে তার সঙ্গেও একা আলাপ করবো, রবসনের সঙ্গে আলাপ করতেও রাজি আছি, তবে তোমার উপস্থিতিতে।'

'ওকে বিশ্বাস করো না?'

'লোকটা বেশি অহঙ্কারী, আমার সহ্য হয় না; বলা যায় না খুন করে বসতে পারি!'

'তুমি বরং পিস্তলটা খুলে রাখো, লুকাস,' ওকে সতর্ক করলো প্রেস্টন।

'আচ্ছা।'

চলে গেল প্রেস্টন। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি বকের মতো অপেক্ষা করতে লাগলো লুকাস। মারটেলকে কি বলবে ভেবে ক্রূর হাসলো। একটু পরেই চিৎকার করে ওকে ডাকলো প্রেস্টন। গানবেল্ট খুলে স্যাডল-হর্নে ঝোলালো লুকাস, এগোলো কেবিনের দিকে।

কেবিনের অন্ধকার দিকে খানিকটা দূরে ঘোড়া থামালো লুকাস, একটা পিনন গাছের ডালে লাগাম জড়িয়ে দিয়ে পা বাড়ালো সামনে।

দরজায় দাঁড়িয়েছিলো প্রেস্টন, লুকাস নিরস্ত্র এটা নিশ্চিত হয়ে সরে দাঁড়ালো।

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মারটেল আর জেসি। লণ্ঠনটা ওই টেবিলেই রাখা। ওদের দুজনের মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, ক্লান্তির ছাপ চেহারায়। ভাবলেশহীন মুখে লুকাসকে জরিপ করলো তারা।

'ওয়াটকিনস তাহলে এখানে নেই?' প্রেস্টনকে জিজ্ঞেস করলো লুকাস।

বিরস হাসলো কেবল জেসি।

'তোমার সঙ্গেই তাহলে কথা বলতে হচ্ছে,' মারটেলের উদ্দেশে বললো লুকাস। মাথা দোলালো ওয়াটকিনসের ফোরম্যান, সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে। এবার প্রেস্টনের উদ্দেশে লুকাস বললো, 'ওর সঙ্গে একা কথা বলবো আমি। সন্দেহ থাকলে আমাকে সার্চ করে দেখতে পারো।'

'তোমার কথাই বিশ্বাস করলাম,' বললো প্রেস্টন।

'কিন্তু আমি করি না,' বাধা দিয়ে বললো জেসি। লুকাসের সামনে এসে ওর শার্ট আর প্যান্টের পকেট হাতড়ালো, বুটের ভগাও দেখলো। হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইলো লুকাস। জেসির তল্লাশি শেষ হলে প্রেস্টন-কে বললো, 'মারটেলকেও সার্চ করা উচিত তোমার।'

মারটেলকে তল্লাশি শেষ করে পকেট-নাইফ ছাড়া কিছু পেলো না প্রেস্টন, নিজের কাছে রেখে দিলো ওটা; তারপর বললো, 'জেসি, বাইরে চলো।'

জেসি বললো, 'একটা শব্দ যদি আমার কানে যায়, লুকাস, তুমি শেষ!'

কামরার কোণ থেকে একটা কারবাইন তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল প্রেস্টনের সঙ্গে।

মুহূর্তে সহজ হয়ে গেল লুকাস। একটা সিগারেট রোল করে মার-টেলকে টোব্যাকো পাউচটা সাধলো, প্রত্যাখ্যান করলো ফোরম্যান, ইঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসতে বললো র‍্যাঞ্চারকে।

'তুমিও বসো, মারটেল, অনেক কথা আছে,' বললো লুকাস।

টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসলো ওরা। সন্দেহ আর অবিশ্বাসে আড়ষ্ট মারটেল, একটা দেশলাইয়ের কাঠি নাচাতে লাগলো সে অস্থির হাতে, তাকালো লুকাসের দিকে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো লুকাস, আবার আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে চোখ মুখ থেকে।

দীর্ঘ নীরবতার পর অবশেষে মারটেল বললো, 'তো?'

'কিসের তো?'

'প্রেস্টন বললো তুমি নাকি বেনের সঙ্গে দেখা করতে চাও, আপস করবে?'

'তোমার কি মনে হয়?' সহজ কণ্ঠে জানতে চাইলো লুকাস।

'আমার বিশ্বাস হয় না,' আস্তে করে বললো মারটেল।

সহজভাবে হাসলো লুকাস, টেবিলের ওপর হাত রাখলো। 'চাকরি তো শেষ, এখন কি করবে ভাবছো?' জিজ্ঞেস করলো মারটেলকে।

'চাকরি হারিয়েছি কে বললো তোমাকে ?' সতর্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মারটেল।

কাঁধ ঝাঁকালো লুকাস। 'খুনের অভিযোগে খোঁজা হচ্ছে ওয়াটকিনসকে, এখানে আর থাকতে পারবে না সে। খুনের অভিযোগ তুলে নিলেও ওয়াটকিনস বার-স্টির‍্যাপে ফেরার সাহস পাবে মনে করো ?'

'দোষটা রবসনের,' বললো মারটেল, 'বেনকে ঘৃণা করলেও তুমি খুব ভালো করে জানো ও নির্দোষ।'

'হতে পারে,' বললো লুকাস, 'কিন্তু ওই সাতজনের বউ-বাচ্চা, আত্মীয়দের এ-কথা বোঝাতে দম বেরিয়ে যাবে তোমাদের।' কিছু বললো না মারটেল, আবার খেই ধরলো লুকাস, 'ওয়াটকিনসের দিন শেষ, মারটেল, এখানে যদি ফেরে এক সপ্তাহও বাঁচবে না। খুব বেশি হলে না হয় মাসখানেক গা ঢাকা দিয়ে থাকলো, তারপর ফেরার চেষ্টা করবেই, সঙ্গে সঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তাকে কিংবা পড়তে হবে লিঞ্চিং মবের পাল্লায়, দরকার হলে আমিই উস্কে দেবো সবাইকে। বুঝতে পারছো ?'

'এসব আগেই বোঝা আছে!' মুখ ভেঙচে বললো মারটেল।

মাথা দুলিয়ে মুচকি হাসলো। 'এখন ওয়াটকিনসের সামনে একটাই পথ আছে, সব ছেড়ে তল্লাট ছেড়ে চলে যাওয়া। তখন কি করবে তুমি ?'

'আমি র‍্যাঞ্চের কাজ জানি, চাকরি পেতে কষ্ট হবে না।'

'ঠিক,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো লুকাস, 'ডারউইন খুন হয়েছে শুনেছো?'

পরিষ্কার বিস্ময়ের ছাপ পড়লো মারটেলের চেহারায়, সন্দিহান দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত জরিপ করলো লুকাসকে, তারপর মাথা নেড়ে বললো, 'ভুলে যাও, লুকাস, আমি কোনো দিনই ওয়্যাগন-হ্যামারে কাজ

করবো না, তেমন কিছু মুখে এনো না।'

'বুঝেছি,' নরম কণ্ঠে বললো লুকাস। 'ডারউইনকে কে মেরেছে, মারটেল ?'

'কে জানে! বাগে পেলে অবশ্য আমিই করতাম কাজটা!'

'পিস্তলটা তার হোলস্টারেই পাওয়া গেছে,' বললো লুকাস, 'খুনী যেই হোক, ওকে কোনো সুযোগ দেয়নি।'

'রিডেলকে যখন হত্যা করলে সুযোগ পেয়েছিলো সে?' গম্ভীর চেহারায় পাল্টা প্রশ্ন করলো মারটেল।

'সশস্ত্র ছিলো রিডেল, ঝুঁকি সম্পর্কে ওয়াকিবহালও ছিলো, গোলাগুলিতে হেরে গেছে এবং প্রাণ হারিয়েছে। বাধ্য হয়ে ওকে মারতে হয়েছে।'

'ডারউইনকে হত্যা করা ছাড়া হয়তো উপায় ছিলো না কোনো। তোমার কাছে তো এতদিন লড়াই আর খুনের মধ্যে কোনো তফাৎ ছিলো না!'

'ওয়াটকিনসই ডারউইনকে খুন করেছে,' সরাসরি বললো লুকাস, ক্রূর একচিলতে হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। 'হত্যাকাণ্ডের সময় ডারউইনের কাছাকাছি আরো একজন ছিলো, তাই দ্রুত কেটে পড়তে হয়েছে ওয়াটকিনসকে। ডারউইনের সঙ্গী কে জানতে পারিনি আমরা, হয়তো কোনোদিনই জানা যাবে না। খুনের দায়ে ফেঁসে যাবার ভয়ে হয়তো পালিয়েছে, ডারউইনের খুনীর দিকে এমনকি একবার ফিরেও তাকায়নি। সম্ভবত ডারউইনকে উধাও হতে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিলো, পরে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, এবং দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছে। এটাই স্বাভাবিক, তাই না ?'

'বেন ডারউইনকে মেরেছে, আমি বিশ্বাস করি না,' বললো মার-

টেল।

'ওয়াটকিনসও তাড়াহুড়োয় ছিলো,' ওর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বলে চললো লুকাস, 'তবে যাবার আগে এমন একটা জিনিস ফেলে গেছে যাতে খুনের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো যায়।'

'বেনই দোষী জানছো কিভাবে?' চট করে জানতে চাইলো মারটেল।

'প্রাণ ভয়ে শঙ্কিত একজন লোক ট্র্যাক ফেলে যাবেই, ওয়াটকিনসও তাই করেছে। এছাড়া, একটা বিশেষ জিনিস ফেলে গেছে সে।'

'কি জিনিস?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে কথার গুরুত্ব বাড়াতে চাইলো লুকাস, ঠোঁটে ঠোঁট চাপলো, মারটেলের ওপর চোখ রেখে টেবিলের ওপর হাত বোলালো, তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'হাড়ের বাঁটঅলা স্কিনিং-নাইফ। তোমার চেনার কথা। রেত দিয়ে ঘষে মসৃণ করা এল্ক হর্নের হাড় দিয়ে বানানো বাঁটটা। অন্তত আটজন সাক্ষী জোগাড় করতে পারবো আমি যারা বলবে ছুরিটা তোমার।'

এক লাফে উঠে দাঁড়ালো মারটেল, উত্তেজিত চেহারা। 'কি মিথ্যুক রে বাবা! ছুরিটা আমার, কিন্তু আমাকে ফাঁসাতে বেন ওটা ফেলে যাবে—এ হতেই পারে না! আর কাউকে না চিনলেও বেনকে আমি জানি, ওকে দিয়ে এ-কাজ অসম্ভব!'

কাঁধ ঝাঁকালো লুকাস। 'তাহলে হয়তো সে পালানোর সময় খাপ থেকে পড়ে গেছে, খেয়াল করেনি—অবশ্য আমার তা মনে হয় না।'

'কই ওটা?' চট করে জানতে চাইলো মারটেল।

হাসলো লুকাস। 'বোকা ঠাউরেছো আমাকে? সঙ্গে আনিনি। তাহলে তো এখুনি আমাকে খতম করে দিতে! নিরাপদ জায়গাতেই

রাখা আছে। ওটা আমার তুরুপের তাস বলতে পারো।'

ধপ করে বসে পড়লো মারটেল, হাঁপাচ্ছে, কুঁচকে উঠেছে চোখ। 'তোমরা আগুন দেয়ার আগে আমাদের র‍্যাঞ্চহাউসে ছিলো ছুরিটা, পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে তখন হাতিয়ে নিয়েছো, তাই না?'

'তোমার যা ইচ্ছা ভাবতে পারো,' বিরস কণ্ঠে বললো লুকাস, 'আমার তাতে কিছু যায় আসে না। তবে তোমার ওপর খুনের দায় চাপাতেই যে ছুরিটা ডারউইনের লাশের কাছে ফেলে গেছে বেন, আমার তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য তোমার যদি মনে হয় আমরাই তোমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছি; বেশ, তাও সই। মোদ্দা কথা, ছুরিটা এখন আমাদের হাতে।'

পরাজয়ের ছাপ পড়লো মারটেলের চেহারায়, নরম কণ্ঠে বললো, 'আমার কাছে কি চাও তুমি?'

'এই তো,' সোজা হয়ে বসলো লুকাস, 'কাজের কথায় এসেছো। এবার বোধ হয় বোঝানো যাবে।'

'কি চাও?'

আয়েশ করে বসে কৌতূহলী চোখে মারটেলকে জরিপ করতে লাগলো লুকাস। 'আমার মতে এখানে তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, মারটেল। যার জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলে সে-ই খুনের দায় চাপাতে চাইছে তোমার ঘাড়ে। সে—'

'বললাম তো এর সঙ্গে বেনের সম্পর্ক নেই!' টেবিলের ওপর ঘুসি বসালো মারটেল।

'হায় রে, নির্বোধ!' টেনে টেনে বললো লুকাস, 'ওয়াটকিনস তাহলে ছুরিটা বইছিলো কেন? স্কিনিং-নাইফ কি কাজে আসতো তার! এখানে এসেই খেয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন! পাহাড়ে তো আর

লুকায়নি যে শিকার করতে হবে, নাকি ?'

একটু ভেবে ওর সঙ্গে একমত হলো মারটেল।

'তাহলে আমার বা ডারউইনের লাশের পাশে ফেলে যাওয়া ছাড়া ছুরিটা বয়ে বেড়ানোর আর কি কারণ থাকতে পারে তার ?'

কিছু বললো না মারটেল। খেই ধরলো লুকাস, 'আমার বিশ্বাস, আবার ফিরে আসতে চায় বেন, আমাদের খুন করে সব দোষ তোমার ওপর চাপানোর ফন্দি এঁটেছে তাই। নোলানকে দিয়ে আমার বন্ধুদের হত্যা করিয়ে সব দোষ রবসনের ঘাড়ে চাপালো না ! আসলে তোমাদের কাঁধে চেপে আবার সিংহাসন ফিরে পেতে চায় ওয়াটকিনস।'

'তোমার মতলবটা কি ?' ক্লান্ত কণ্ঠে বললো মারটেল।

আবার হাসলো লুকাস। 'শুরু থেকে বলি। এখন আর এখানে তোমার ভবিষ্যৎ নেই, তো দূরে কোথাও গিয়ে একটা র‍্যাঞ্চ করার জন্যে যদি যথেষ্ট টাকা পেয়ে যাও, কেমন হয় ?'

'চমৎকার,' আস্তে বললো মারটেল, 'কে না চায় তা।'

'ঠিক,' বললো লুকাস।

মারটেল বললো, 'বলতে থাকো।'

'বলছি,' সহজ কণ্ঠে বললো লুকাস, 'বেন এখন কোথায় আছে আমাকে বলো।'

প্রতিবাদ করতে গেল মারটেল, তার আগেই লুকাস আবার বলে উঠলো, 'নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে তোমাদের সঙ্গে বেঈমানি করেছে সে। লোকটা ভীষণ চতুর—ধূর্ত ! ওর জন্যে কিনা করেছো তোমরা। আর কেন ! ওর হয়ে লড়াই করলে, জীবনের পরোয়া না করে ; অথচ এখন সব দোষ তোমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে সে।'

আঙুল তুলে মারটেলের দিকে তাক করলো লুকাস, আবার বললো,

'বেন কোথায় আছে বলতে না চাইলে বলো না। আমার কোনো অসুবিধে নেই। ছুরিটা সোজা ক্লিসনের হাতে তুলে দেবো, ওটা কোথায় পাওয়া গেছে সাক্ষীসাবুদসহ জানাবো। এরপর বেনের পরিকল্পনা মাফিকই এগোবে ঘটনা। ফাঁসিতে লটকে দেয়া হবে তোমাকে। তারপর আমাকে শেষ করার তালে থাকবে সে এবং একইভাবে প্রেস্টন কিংবা জেসির ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করবে। এটাই হবে তোমাদের আনুগত্যের পুরস্কার।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছে মারটেল, ফ্যাকাসে চেহারা।

লুকাস বলেই চলেছে, 'বেন কোথায় বলে দাও, প্রচুর টাকা নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার সুযোগ পাবে। নইলে ফাঁসির দড়ি রয়েছে তোমার কপালে। মরার সময় আফসোস করবে এই ভেবে যে বেনকে রক্ষা করতে গিয়েই তোমার এ-অবস্থা !'

উঠে দাঁড়ালো মারটেল, একটা বাঙ্কে গিয়ে বসে দুহাতে মুখ ঢাকলো, তারপর হঠাৎ উঠে টেবিলের কাছে এলো, বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো, 'আমার ধারণা, ছুরিটা আদৌ তোমার কাছে নেই।'

'তবে কি তোমার কাছে ?' চট করে জানতে চাইলো লুকাস।

'না। বললাম না, র‍্যাঞ্চহাউসে ছিলো ওটা ! আমি জানি ধাপ্পা দিচ্ছো তুমি !'

ব্যঙ্গের সুরে লুকাস বললো, 'ঝুঁকি নিচ্ছো তাহলে ?'

মারটেলের চোখে পরাজিতের দৃষ্টি ফুটে উঠলো। চেয়ারে গিয়ে বসলো আবার, টেবিলের দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে রইলো। কয়েক মুহূর্ত পর বললো, 'তোমার কথা যদি বিশ্বাস করা যেতো।'

উঠে দাঁড়ালো লুকাস। 'ঠিক হ্যায়, ফাঁসিতে ঝোলার সময়ই টের পাবে। হয়তো বেনই এসে বলে যাবে ছুরিটা ডারউইনের লাশের

কাছে গেল কিভাবে।'

উঠে দাঁড়ালো মারটেলও, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। 'কসম লাগে, লুকাস, দাঁড়াও!'

নির্বিকার চেহারায় আবার বসলো লুকাস। 'আনুগত্য দেখানোরও একটা সীমা আছে, বুঝলে। আমি তো জীবন দেয়ার কোনো মানে দেখিনা।'

হাতের পিঠে মুখ মুছলো মারটেল, তাকালো লুকাসের দিকে। চুপ করে রইলো র‍্যাঙ্কার।

'কতটাকা এনেছো তুমি?'

'পাঁচ হাজার ডলার, অনেক টাকা, নাকি?'

ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে মারটেল বললো, 'তোমার মুখের কথাই আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে, লুকাস, ডারউইন সত্যিই মরেছে কিনা তাই তো জানি না আমি!'

'প্রেস্টনকে জিজ্ঞেস করে দেখো,' বললো লুকাস, 'যে কোনো ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডারকে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

'বুঝলাম, কিন্তু ডারউইনের লাশের পাশে যে বেনেরই ট্র্যাক পাওয়া গেছে তার কি প্রমাণ?'

'নিজের চোখেই দেখতে পারো ইচ্ছা করলে। বেন ছাড়া ডারউইনকে মারতে যাবে কে? তুমি করোনি, জেসিও না, রবসনের তো প্রশ্নই আসে না, আগেই বিদায় নিয়েছে সে। তোমাদের কোনো বন্ধু? উঁহু। ওয়াটকিন্সের সমর্থন ছাড়া কারো সাহস হবে না, সে তো নিজেই উধাও।'

'বেশ। কিন্তু, ছুরিটা তো দেখলাম না।'

'দেখবেও না, প্রিস্টন তোমাকে গ্রেপ্তার করার সময় যদি না দেখায়।'

এবার হাল ছেড়ে দিলো মারটেল, শূন্য দৃষ্টিতে লুকাসের দিকে তাকালো। সুযোগটা লুফে নিলো র‍্যাঙ্কার, সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো সে।

'ছুরি আর ট্র্যাক অবশ্য দেখাতে পারি তোমাকে। এখুনি রওনা হওয়া যায়। তবে সেক্ষেত্রে আড়াই হাজার ডলারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে।'

'অর্ধেক কেন?' জানতে চাইলো মারটেল।

'প্রেস্টন কিংবা জেসি সন্দিহান হয়ে আমাদের পিছু নিতে পারে। ওরা আগেই ওয়াটকিন্সকে সাবধান করে দিতে পারে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জায়গা বদলে ফেলবে সে। আমার সব টাকা গচ্চা যাবে। আমাকে যদি এখুনি ওর কাছে নিয়ে যাও, পুরো পাঁচই পাবে তাহলে।'

লুকাসের মনে ক্ষীণ আশঙ্কা ছিলো। মারটেল হয়তো প্রলোভন জয় করতে পারবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হলো।

'স্যাডলব্যাগেই টাকাগুলো আছে?'

'হ্যাঁ।'

বিমর্ষ স্বরে মারটেল বললো, 'জান বাঁচানো ফরজ, তাই না? আর বাঁচতে হলে চাই টাকা।'

কিছু বললো না লুকাস মিল।

'ঠিক আছে,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললো মারটেল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'চলো!'

দ্রুত উঠে পড়লো লুকাস। 'এই তো! জেসিকে ডেকে বলে দাও, আমাকে নিয়ে বেনের কাছে যাচ্ছো তুমি, আলোচনা করার জন্যে। ওরাও যেতে চাইবে, রাজি হয়ো না। আমার ওপর সন্দেহের কথা

বলে একটা পিস্তল নেবে। আর বলবে তোমাকে কৌশলে সরিয়ে নিয়ে আমি হয়তো আবার হামলার পাঁয়তারা করছি, ও যেন সতর্ক পাহারায় থাকে, যেভাবে হোক, প্রেস্টনকেও ধরে রাখতে বলবে।'

'আগে থেকেই ভেবে রেখেছো সব।' তিক্ত কণ্ঠে বললো মারটেল।

'তা তো রাখতেই হয়,' গম্ভীর হয়ে বললো লুকাস।

আর কিছু না বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মারটেল। বাইরে গিয়ে নিচু গলায় জেসির সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলো, তারপর ফিরে এলো আবার। 'চলো এবার,' বললো লুকাসকে।

ওরা বেরিয়ে আসার পর প্রেস্টন বললো, 'এতদিনে বুদ্ধিমানের মতো একটা কাজ করতে যাচ্ছো তুমি, লুকাস, যত ক্ষতিই হোক, পিছু হটো না।'

'ক্ষতি তো আর কম হয়নি।' শুষ্ক কণ্ঠে বললো লুকাস, পরক্ষণে ওকে যাতে ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে তাই আবার বললো, 'ঠেকে শিখলাম আরকি।'

কেবিন থেকে খানিকটা দক্ষিণে আসার পর ঘোড়া থামালো মারটেল, তারপর বললো,'কই তোমার টাকা?'

লুকাসও রাশ টানলো, আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললো, 'এখন আড়াই হাজার দিচ্ছি, বিনিময়ে ওয়াটকিনসের হাইডআউটের অবস্থান বলবে তুমি। আমার কাজ শেষ হলে বাকি টাকা পাবে।'

'ওকে হত্যার ব্যাপারে আমার সাহায্য পাবে না।' অনুতপ্ত কণ্ঠে বললো মারটেল।

'আমি নিজেই করবো কাজটা। বলো কোথায় আছে সে?'

'ড্যাম ইউ! ড্যাম ইউ!' অক্ষম ক্রোধে অভিসম্পাত দিতে লাগলো মারটেল।

'কোথায়?' শীতল কণ্ঠে তাগাদা দিলো লুকাস।

দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে উঠলো মারটেলের শরীর। 'সিলভার ক্রিক রেঞ্জের উত্তর সীমান্তে দাঁড়ানো মেসার দেয়ালে স্যাণ্ড স্টোন আউটক্রপটা চেনো?'

'কোনটা, লাল না বাদামী?'

'লাল।'

'চিনি।'

'বিরাট একটা গুহা আছে ওখানে, গেছো কখনো ওদিকে?'

'বার দুই।'

'ইণ্ডিয়ান ঢাকের মতো বিশাল পাথুরে চূড়াটা চেনো তো?'

'চিনি।'

'ওই পাথুরে চূড়ার কাছেই আছে গুহাটা, আন্দাজ শ'খানেক গজ উত্তরে।'

কোনো মন্তব্য ছাড়াই স্যাডলব্যাগ থেকে একব্যাগ স্বর্ণমুদ্রা বের করে মারটেলকে দিলো লুকাস। কাঁপা কাঁপা হাতে দেশলাই জ্বেলে ব্যাগের বাঁধন খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো মারটেল। ধূর্ত হাসি ঠোঁটে নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো র‍্যাঞ্চার। দেশলাই নিভে যেতেই খিস্তি করে উঠলো মারটেল, আরেকটা কাঠি জ্বাললো। স্যাডলহর্নের ওপর ভর দিয়ে একহাতে ব্যাগ আর দেশলাইয়ের কাঠি ধরে অন্য হাতটা ঢুকিয়ে দিলো ব্যাগে। ঝনঝন করে উঠলো মুদ্রাগুলো। আঁতকে উঠলো মারটেল, মুহূর্তের জন্যে জমে গেল ওর হাত।

'দাঁড়াও, ব্যাগটা আবার বেঁধে নিই,' বিড়বিড় করে বললো সে।

জবাব না দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো লুকাস। ব্যাগসহ আবার এগোলো মারটেল। প্রায় আধঘণ্টা একটানা এগোনোর পর ঝন-

ঝনানিতে বিরক্ত হয়ে উঠলো সে, ঘোড়া থামিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'আওয়াজটা বন্ধ করা যায় কিভাবে?'

সশব্দে হাসলো লুকাস। 'আমার স্যাডলব্যাগে রেখে ঘাস ভরে শক্ত করে দাও।'

কিন্তু তেমন কিছু করলো না মারটেল, স্পার দাবিয়ে সামনে বাড়লো আবার। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, টের পাচ্ছে লুকাস, কিন্তু চুপচাপ রইলো সে।

ওরা মেসার চূড়ায় ওঠার পর ঘোড়া নিয়ে লুকাসের পাশে চলে এলো মারটেল, এখনও ঝনঝন করছে স্বর্ণমুদ্রাগুলো।

'ওয়াটকিনস ডারউইনকে কখন খুন করেছিলো?' জানতে চাইলো মারটেল।

এক মুহূর্ত ভাবলো লুকাস, দায়সারাভাবে জবাব দিলো, 'ট্র্যাক দেখে আমাদের মনে হয়েছে কাল বিকেলের দিকে।'

'ঠিক জানো?' শক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো মারটেল।

চোখের পলকে হাত নামিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করলো লুকাস, টের পেলো না মারটেল, ঘোড়ার পিঠ বরাবর ধরে রাখলো।

'নিশ্চয়ই, কেন?'

ঘোড়া থামালো মারটেল। 'নির্জলা মিথ্যা কথা বলছো তুমি। কাল সারা বিকেল আমরা একসঙ্গে ছিলাম।'

পিস্তল তুলেই নিমেষে দুবার গুলি করলো লুকাস। অন্ধকার হলেও এত অল্প দূরত্বে ওর গুলি ফসকানোর সম্ভাবনা নেই। গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই দড়াম করে মাটিতে পড়লো মারটেলের লাশ, অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে।

মারটেলের হতচকিত ঘোড়াটার কাছে এসে লাগাম ধরলো লুকাস

মিল। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল জানোয়ারটা। স্যাডল থেকে নামলো র‍্যাঞ্চার, কয়েক মিনিটের মধ্যে মারটেলের শিকারটা খসিয়ে নিয়ে স্যাডলের ওপর বিছালো, তারপর মারটেলের লাশের কাছে এলো সে, দেশলাইয়ের আলোয় এক মুহূর্ত জরিপ করলো নিঃসাড় দেহটা।

তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে সোনাভর্তি ব্যাগটা নিয়ে আবার স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলো। মারটেলের লাশ এবার স্যাডলে বিছানো শিকারের ওপর আড়াআড়িভাবে ফেলে ল্যারিয়েট দিয়ে বাঁধলো শক্ত করে। একাধিক দেশলাই কাঠি জ্বেলে পরখ করে দেখলো লাশটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে কিনা। স্যাডলে কিংবা ঘোড়ার গায়ে রক্তের দাগ পড়বে না আর। নিজের ঘোড়ায় চাপলো লুকাস, তারপর লাশসহ ঘোড়া নিয়ে ধীরেসুস্থে এগোলো সামনে।

মেসার অপর প্রান্তে পৌঁছে ঢাল বেয়ে নেমে এলো। লালচে স্যাণ্ডস্টোন আউটক্রপের কাছে পৌঁছুলো অবশেষে। ইতিমধ্যে জায়গাটা সম্পর্কে যা যা জানে মনে পড়ে গেছে। পাথুরে জমিতে মারটেলের ঘোড়াটা রেখে স্যাডল থেকে নামলো সে, বুটজোড়া খুলে ফেললো।

পায়ে হেঁটে পোয়ামাইলের মতো এগোনোর পর পাথুরে চূড়ার নাগাল পেলো। রাতের অন্ধকারে ভূতের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আরো সতর্ক হয়ে উঠেছে লুকাস, সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী। ক্যানিয়নের দেয়াল বরাবর দেড়শ' গজের মতো উত্তরে এগোলো সে, তীক্ষ্ণ নজর বোলাচ্ছে ইতিউতি। এক জায়গায় দেখা গেল আলগা পাথরের একটা স্তূপ ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে। গুহাটা এখানে, বুঝতে খুব একটা মাথা খাটানোর প্রয়োজন হলো না; একমাত্র এখান দিয়েই ওপরে ওঠা সম্ভব।

এক ফুট এক ফুট করে বাইতে শুরু করলো লুকাস। প্রায় চল্লিশ ফুট

ওঠার পর সমতল জায়গার দেখা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। বুঝতে পারলো গুহামুখে পৌঁছে গেছে।

প্রায় বেপরোয়াভাবে সামনে এগোলো র‍্যাঙ্কার, মাঝে মাঝে থেমে কান পাতছে! বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে না, খেয়াল করলো না। হঠাৎ ছন্দোময় শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ কানে এলো তার। শব্দের উৎসের দিকে এগোলো লুকাস। বাম হাতে সিক্সগানটা চালান করে দেশলাই বের করার জন্যে পকেটে ঢোকালো ডান হাত। দেশ-লাই বের করে আবার ডান হাতে নিলো পিস্তলটা। বাম হাতে দুটো দেশলাইয়ের কাঠি ধরে মাথার ওপর হাত বাড়ালো, নিচু ছাদটা প্রায় মাথা ছুঁই ছুঁই করছে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ এখন আরো কাছে। মাথার ওপরই দেশলাই-য়ের কাঠি জ্বাললো লুকাস। উজ্জ্বল আলোয় গুহার মেঝেয় ঘুমন্ত বেনকে দেখতে পেলো।

পিস্তল কক করে সাবধানে নিপুণ হাতে ট্রিগারে টান দিলো লুকাস। নিভে গেল দেশলাইয়ের কাঠি, আরো দুটো কাঠি জ্বেলে ওয়াটকিনসের দিকে না তাকিয়ে গুহাটা তল্লাশি করলো সে। একদিকে দেয়াল ঘেঁষে লাকড়ির স্তূপটা চোখে পড়লো। লাকড়ি এনে গুহামুখে আগুন জ্বাললো লুকাস।

ওয়াটকিনসের লাশ ফেলে ঘোড়াগুলোর কাছে ফিরে এলো ও, গুহার ঠিক নিচে নিয়ে এলো ওদের। নিখুঁত হতে হবে পরের কাজটা, তাড়াহুড়ো করছে না সে। মারটেলের লাশ স্যাডল থেকে কোলে তুলে নিলো, তারপর আবার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো, দরদর ঘামছে। আগেই বুটজোড়া পরে নিয়েছে, কিন্তু ওগুলোর চোখা হিল থাকা সত্ত্বেও দুবার থামতে হলো ওকে সামলানোর জন্যে, কোলেই

রইলো লাশ। অবশেষে আবার গুহায় পৌঁছলো সে। জুৎসই একটা জায়গা বেছে শুইয়ে দিলো মারটেলের লাশ, তারপর মারটেলের পিস্তল থেকে দুবার গুলি করলো ওপর দিকে, ঝটপট মারটেলের হাতের মুঠোয় ঠেসে দিলো অস্ত্রটা, ইতিমধ্যে আড়ষ্ট হতে শুরু করেছে তার আঙুলগুলো।

এবার ওয়াটকিনসের লাশের কাছে এলো লুকাস। চাদর থেকে টেনে ফুটবলের মতো দূরে নিয়ে এলো লাশটা, শোয়ালো উপুড় করে। তারপর ওয়াটকিনসের পিস্তল দিয়ে তিনবার শূন্যে গুলি করে একই-ভাবে ওটা গুঁজে দিলো লাশের মুঠোয়।

সহজেই চুকে গেল সব ঝামেলা, ভাবলো লুকাস। পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে। আরো সতর্ক হতে হবে এবার। আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নিয়ে মারটেলের ঘোড়ার কাছে ফিরে এলো সে। রক্তাক্ত স্লিকার সরিয়ে স্যাডল পরখ করলো, পরিষ্কার। ডান দিকের রেকাবেই শুধু রক্তের দাগ দেখা গেল। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে দাগ তুলে ফেললো ও, বালি ঘষে দিলো, মুছে গেল রক্তের নিশানা। এরপর মাটি পরখ করলো লুকাস, সর্বত্র পাথরের ছড়াছড়ি, ট্র্যাক মিলবে না। সন্তুষ্ট হয়ে স্লিকার হাতে আবার গুহায় এলো লুকাস, আগুনে ছুঁড়ে দিলো ওটা। একেবারে ছাই না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। গুহার মেঝে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো বিপদের আশঙ্কা নেই। ওয়াটকিন-সের চাদরটা এবার এমনভাবে লাশের ওপর বিছালো যাতে গুলির ফুটোটা পিঠের রক্তাক্ত ক্ষতের ওপর পড়ে।

সবশেষে আরেকটা জ্বলন্ত লাকড়ি হাতে ঢাল বেয়ে বুট আর ঘোড়ার ছাপ নষ্ট করতে করতে নিচে নেমে এলো।

স্যাডলে চাপলো সে, মারটেলের ঘোড়ার লাগাম ধরলো, ফিরতি

পথে এগোলো। প্রথমবার যেখানে ঘোড়া রেখে গিয়েছিলো সেখানে এসে থামলো। স্যাডলে বসেই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সামনে ঝুঁকে মাটি পরখ করলো। মারটেলের ঘোড়া যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে কয়েকটা নুড়িতে রক্ত জমেছে, ঝুঁকে পড়ে ওগুলো তুলে নিলো সে, রওনা হলো আবার।

ঘেসো মাঠে পৌঁছে নুড়িগুলো ছুঁড়ে দিলো একপাশে, তারপর ক্রিকের উদ্দেশে এগোলো।

ক্রিকের পানিতে নেমে ঘোড়া নিয়ে বারকয়েক আগুপিছু করলো। মারটেলের ঘোড়ার পেছনের এক পায়ে লেগে থাকা সামান্য রক্ত ধুয়ে গেল। এবার জোর কদমে ক্লিয়ারক্রিকের দিকে ঘোড়া ছোটালো লুকাস।

পথে মাত্র একবার থামলো সে, সুবিধাজনক জায়গায় লুকিয়ে রাখলো সোনার ব্যাগগুলো, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে সহজে আবার সংগ্রহ করা যায়।

সকালে একটু বেলা হওয়ার পর শহরে পৌঁছুলো লুকাস। সরাসরি শেরিফের অফিসে চলে এলো। দায়সারাভাবে তাকে স্বাগত জানালো পিকেট।

'এইমাত্র মারটেল আর বেনকে খুন করে এলাম আমি,' স্বাভাবিক কণ্ঠে ঘোষণা করলো লুকাস, 'কথাটা তোমাদের জানানো দরকার ভেবে বলতে এসেছি।'

ভয়ঙ্কর খবরটা শোনার পরও ভাবান্তর হলো না পিকেটের। ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে দিলো লুকাসকে। বসলো র‍্যাঞ্চার।

'ব্যাপার কি খুলে বলো,' বললো মার্শাল।

লুকাস যা বললো তার সারমর্ম হচ্ছে : ডারউইনের লাশ পাবার

পর ওয়াটকিনসের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় সে, এ ব্যাপারে মারটেলের সঙ্গে আলাপ হয় প্রথমে। মারটেল ওয়াটকিনসের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে ওকে গুহায় নিয়ে যায় ; র‍্যাঞ্চারকে না ডেকেই ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করে সে লুকাসকে নিয়ে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকলেও কিছু বলেনি লুকাস, ভেবেছিলো এটাই ওদের রীতি। গুহায় পৌঁছে ঘুমন্ত ওয়াটকিনসকে ডেকে তোলে মারটেল। লুকাস আলোচনা করতে গেছে শোনামাত্র যেন পাগল হয়ে গেল ওয়াটকিনস। নরক ভেঙে পড়লো মাথার ওপর। প্রথমে গুলি করলো ওয়াটকিনস, মারটেলও গুলি করলো লুকাসকে লক্ষ্য করে। উপায়ান্তর না দেখে গুলি করতে বাধ্য হয়েছে লুকাস। ওয়াটকিনসকে একবার গুলি করে সে, তারপর মুখোমুখি হয় মারটেলের। ওর কাছ থেকেই বিপদের আশঙ্কা ছিলো বেশি। যা হোক, সব শান্ত হবার পর দেখা গেল ওর প্রথম গুলিতেই মারা গেছে ওয়াটকিনস, মারা গেছে মারটেল। সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার খাতিরে ওদের দুজনকে খুন করতে হয়েছে। প্রেস্টন আর জেসি জানে আপসরফার সদিচ্ছা নিয়েই ওয়াটকিনসের কাছে গিয়েছিলো সে। নিজের দোষেই প্রাণ হারিয়েছে বেন, মরতে হয়েছে তার ফোরম্যানকেও। তো, এখন মার্শালের মন্তব্য ?

পিকেট শুধু বললো, 'লড়াই তাহলে শেষ হলো !'

'এমন সমাপ্তি চাইনি আমি,' গম্ভীর চেহারায় বললো লুকাস। 'প্রচুর রক্তপাত হয়ে গেল। ওয়াটকিনস আমার শত্রু ছিলো, কিন্তু আপস করতে চেয়েছিলাম আমি শেষ পর্যন্ত !' হালছাড়ার ভঙ্গিতে দুপাশে হাত মেলে দিলো সে। 'কিন্তু, কি করা, কে ভাবতে পেরেছিলো অমন করতে যাবে বেন ওয়াটকিনস ? সবই খোদার ইচ্ছা !'

'সত্যি ব্যাপারটা দুঃখজনক,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো পিকেট।

মুহূর্তের জন্যে লুকাসের সন্দেহ হলো ওকে বোধ হয় বিদ্রূপ করছে মার্শাল!

'আমার সাধ্য মতো করেছি আমি,' সতর্ক কণ্ঠে বললো সে, 'ওয়াটকিনস যদি একটু বোঝার চেষ্টা করতো!'

কিছু না বলে ওকে জরিপ করতে লাগলো পিকেট।

'তোমার সামনেই আছি আমি,' বললো লুকাস, 'কি করার কথা ভাবছো?'

'এখন বলতে পারছি না,' বললো পিকেট, উঠে দাঁড়ালো সে, টেনে ওপরে তুললো প্যান্ট।

'গ্রেপ্তার করবে আমাকে?' জানতে চাইলো লুকাস।

'বোধ হয় না। তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানি। দরকার হলে পরে দেখা যাবে।'

'কাছেপিঠেই আছি, যেকোনো প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি আছি আমি।'

'জানি,' গম্ভীর চেহারায় বললো পিকেট। 'যাও, দেখ, একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো কিনা। আমি গ্রিসনকে নিয়ে হয়তো একবার অকুস্থল থেকে ঘুরে আসবো।'

'কিছু নাড়াচাড়া করিনি আমি,' বললো লুকাস, 'জানতাম তুমি দেখতে যাবে।'

'ভালো করেছো,' শুষ্ক কণ্ঠে বললো পিকেট, দরজার বাইরে পা রাখলো।

ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো লুকাস, অবশেষে উঠে দরজায় এসে দাঁড়ালো, কি চমৎকার সকাল, ভাবলো সে, ঝকঝকে রোদ উঠেছে, মৃদু হাওয়ায় পাক খাচ্ছে রাস্তার ধুলো। এমনি সকালেই তো পেট ভরে খেতে ইচ্ছা হয়! বেরিয়ে এসে ক্যাফের উদ্দেশে পা বাড়ালো ল্যাকার।

বিশ

রাস্তায় এসে একটা স্টোরের সামনে দাঁড়ালো রবসন। জানে মারাত্মক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে। কিন্তু নরমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। এ-মুহূর্তে অন্য কিছু ভাবতে পারছে না ও।

নরমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা ক্লাউস কিংবা তার কোনো অনুচর জেনে গেলে ওর এত পরিশ্রম ভেস্তে যেতে পারে। তবু নরমা আর তেরেসার শহর থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা ওকে করতে হবে।

নরমার ঘোড়াটা বোধ হয় ফীড স্ট্যাবলে। নজর রাখার জন্যে ওখানে ক্লাউসের লোক আছে জানা কথা। যত ইচ্ছা নজর রাখুক।

ঝিরঝির বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। রাস্তা পেরিয়ে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল রবসন। চওড়া দরজায় দাঁড়ালো অসল্যারের অপেক্ষায়। অফিসের জানালায় লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে।

অসল্যার এলে ভাড়া মিটিয়ে নিজের ঘোড়াটা ফেরত চাইলো রবসন।

তারপর লোকটার হাতে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললো, 'কিছুক্ষণ আগে অল্পবয়সী কোনো মেয়ে তার ঘোড়া রেখে গেছে নাকি?'

'সোরেল?' জানতে চাইলো অলস্যার, 'ওয়্যাগন-হ্যামার ব্র্যাণ্ড?'

'জানি না,' মুদ্রাটা ওকে দিয়ে রবসন বললো, 'ঘোড়াটা হোটেলের সামনে রেখে আসতে হবে তোমাকে। তুমি নাকি চেনো ওটা।'

পক্ষাশোর্ধ অলস্যার এক নজর দেখলো মুদ্রাটা।

'কখন নিতে বলেছে?'

'তা বলেনি। আমাকে শুধু বললো তোমাকে বলতে তুমি যেন হোটেলের সামনে ওর ঘোড়াটা রেখে আসো।'

'মেয়েটা জানে না বৃষ্টি হচ্ছে?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো অলস্যার। 'স্যালুনের মাতালগুলোও তো বাইরে ঘোড়া রাখেনি আজ।'

'আমি কি বলবো।' জবাব দিলো রবসন, আইল ধরে এগোতে গিয়েও আবার থামলো। 'আচ্ছা, হোটেলের পেছনে ঘোড়া রাখার মতো কোনো জায়গা নেই? তাহলে ওখানে রেখে ডেস্কে কথাটা জানিয়ে দিয়ো।'

'ঠিক আছে,' বললো অলস্যার, 'হোটেলের পেছনেই ছাপরা আছে।'

রবসনের গ্রে-টার পাশের স্টলেই রয়েছে নরমার সোরেল। অলস্যার ওটা নিয়ে রওনা না হওয়া পর্যন্ত দেরি করলো রবসন, তারপর গ্রে-কে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বড় রাস্তা ধরে সামনে এগোলো, স্বাভাবিক, ধীর ভঙ্গি। হঠাৎ মার্শালের অফিসের সামনে জনাছয়েক লোককে ঘোড়ায় চেপে দক্ষিণে এগোতে দেখলো ও। বোনানজার সামনে এসে হিচর‍্যাকে ঘোড়া বাঁধলো রবসন, তারপর ভেতরে ঢুকে একটা ড্রিঙ্ক শেষ করে আবার বেরিয়ে এলো। এতক্ষণে বোধ হয় শহর থেকে

বেরিয়ে গেছে লোকগুলো, ভাবলো, এবং নরমার ঘোড়া হোটেলের পেছনে রেখে এসেছে অলস্যার। তেরেসার কথাই ঠিক: ক্লাউস আর অগডেন পালাবার পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

স্যাডলে চেপে উত্তরে এগোলো রবসন, দুটো অন্ধকার দালানের মাঝখানে একটা গলি দেখে চট করে ঢুকে পড়লো, দালান কোঠার পেছনে চলে এলো অবশেষে। হোটেলের পেছনে একটা ছাপরার নিচে সোরেলটা দেখতে পেলো, আরো তিনটা ঘোড়া রয়েছে এখানে—জিন-লাগাম ছাড়া।

সন্তুষ্ট হয়ে আবার উত্তরে এগোলো ও। দালানগুলো পেছনে পড়লো, শহর থেকে বেরিয়ে এলো একসময়। ক্লাউস এদিকে কোথায় পাহারা বসিয়েছে জানা নেই। ঘোড়া ঘুরিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে রাস্তায় উঠে এলো ও।

পেছনে তাকাতে দেখলো আবছা দেখাচ্ছে সিয়েনেগার আলো, স্বস্তি বোধ করলো, ওখান থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওকে। আবার এগোলো পশ, সতর্ক, বিপদ মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত। সহজ পদক্ষেপে এগোচ্ছে ওর গ্রে।

আরো কিছুদূরে এগোনোর পর ট্রেইলের পাশ থেকে চিৎকার করে উঠলো কে যেন, 'অ্যাই, থামো!'

লণ্ঠন জ্বালানোর জন্যে দেশলাইয়ের কাঠি ধরালো লোকটা। সময় নষ্ট করলো না রবসন, চট করে আলো লক্ষ্য করে গুলি করলো একবার। লোকটার হাত থেকে পড়ে গেল জ্বলন্ত দেশলাই। চোখের পলকে গ্রের পেটে স্পার দাবালো রবসন, নিজেকে মিশিয়ে দিলো ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে, রাস্তা ছেড়ে সরে এলো। লণ্ঠনঅলার কাছাকাছি হয়ে ঝড়ের বেগে ঘোড়া হাঁকালো রবসন। গুলির শব্দ হলো। গালাগালির

ডুবড়ি ছুটছে শত্রুর মুখ থেকে। ঝোপঝাড় ভেঙে পালানোর চেষ্টা করলো লোকটা। আবার গুলির শব্দ হলো। আন্দাজে গুলি করছে লোকটা। আবার রাস্তায় উঠে এলো রবসন, জোর কদমে ছুটলো সামনে। উর্ধ্বশ্বাসে আধমাইল আসার পর ঘোড়া থামালো। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো। কোথাও কোনো শব্দ নেই। কিন্তু জানে ওরা আসবে। এবার স্যাডল থেকে নামলো রবসন, ঘোড়া নিয়ে ট্রেইল থেকে সরে গাছপালার আড়ালে চলে এলো, আস্তে আস্তে এগোলো সামনে। ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে থামলো একটু পর। ঘোড়ার গলা চুলকে দিতে দিতে অপেক্ষা করতে লাগলো রবসন।

দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা। নিজেকে শান্ত করলো রবসন। কিন্তু ওর ঘোড়াটা হাঁপাচ্ছে, অবশ্য চিন্তা নেই, প্রতিপক্ষের কোলাহলে এই শব্দ চাপা পড়ে যাবে। বৃষ্টির শব্দের মধ্যেও বোঝা গেল ওর কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামিয়েছে লোকগুলো। তিনজন, আন্দাজ করলো রবসন। আবার সামনে এগোলো তারা।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শহরের পথ ধরলো রবসন। শহরে ঢুকে দালান কোঠার পেছন পেছন হোটেলের পেছনের ছাপরায় চলে এলো। ঘোড়াটা এখানে রেখে দীর্ঘ করিডর ধরে লবিতে এসে বসলো। এখান থেকে রাস্তার দিকে নজর রাখা যায়। সফল হতে চাইলে এখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে বসে রইলো রবসন। অবশেষে চেয়ার ছেড়ে যখন উঠবে, হঠাৎ দেখলো সেই ছ-জন ঘোড়-সওয়ার দক্ষিণ দিক থেকে শহরে ফিরে আসছে। মার্শালের অফিসের সামনে থামলো ওরা। একটা লোক বেরিয়ে এলো অফিস থেকে, তার চেহারা দেখতে পেলো না রবসন। কয়েক মুহূর্ত আলাপ করলো তারা। তারপর উত্তরে এগোলো লোকগুলো।

আরো কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো রবসন, তারপর ডেস্ক ক্লার্কের উদ্দেশে মৃদু মাথা দুলিয়ে দোতলায় উঠে এলো।

অপেক্ষা করছিলো নরমা আর তেরেসা। রবসনের অনুপস্থিতিতেই তেরেসার জন্যে একটা স্লিকার জোগাড় করেছে নরমা। আশান্বিত দৃষ্টিতে রবসনের দিকে তাকালো ওরা। রবসন বললো, 'এখুনি বেরিয়ে পড়বো আমরা। আমি নেমে যাবার পর দু'মিনিট অপেক্ষা করবে, তারপর পেছন-সিঁড়ি দিয়ে ছাপরায় চলে যাবে।'

নরমা বললো, 'কাজ হবে, পল?'

'বৃষ্টির মধ্যে যদি পাহাড় বাইতে পারো, নিশ্চয়ই কাজ হবে।' হেসে বললো রবসন।

ওদের রেখে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ও। আবার বৃষ্টিতে নেমে ভাবলো তেরেসার জন্যে একটা ঘোড়া জোগাড় করতে হবে। কোত্থেকে আনবে স্থির করে ফেললো। এখন ঘোড়া কিনতে গেলে ওদের অনুসরণ করা ক্লাউসের জন্যে সহজ হয়ে যাবে। একটা ঘোড়া 'ধার' করা ছাড়া গতি নেই। অ্যাসে অফিসের পেছনের ছাপরায় তখন একটা স্যাডল হর্স দেখেছে ও। সোজা ওদিকে চললো রবসন। ঘোড়া-টার শরীর শুকনো, লক্ষ্য করলো। স্যাডল, লাগাম ইত্যাদি একটা গামলার ওপর রাখা।

দেশলাই জ্বেলে ঘোড়াটা জরিপ করলো রবসন। তাগড়া রোন। স্যাডলটার দিকে একবার তাকালো, বেশ পুরোনো। রোনের পিঠে স্যাডল চাপালো ও, ওটার দাম আন্দাজ করে টাকা ছুঁড়ে দিলো গামলায়, তারপর ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলো হোটেলের পেছনে।

ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো নরমা আর তেরেসা। ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো ওরা। সামনে রইলো রবসন। দালানকোঠার পেছনে

থেকেই দক্ষিণ দিকে এগোলো। শহর সীমান্তে পৌঁছে একটা পাথুরে স্তূপ দেখে রাস্তায় উঠে আসতে বাধ্য হলো ওরা। অনেকটা পথ এগোনোর পর দেখা গেল পাথরের স্তূপটাকে পাশ কাটিয়ে মোড় নিয়ে সামনে চলে গেছে রাস্তাটা। এখানে বিপদের আশঙ্কা আছে। নরমাদের অপেক্ষা করতে বলে সামনে বাড়লো রবসন।

কিন্তু কোনো বিপদ ছাড়াই পাথর-স্তূপ অতিক্রম করে এলো ও। বুঝতে পারছে নেহাত কপাল গুণে বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। ওকে স্বগোত্রীয় বলেই মেনে নিয়েছে ক্লাউসরা, এতটা আশা করেনি ও।

পাথরস্তূপ পেছনে ফেলে এলো তিনজন, তারপর চলার গতি বাড়ালো। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারদিকে। রবসন বুঝতে পারছে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া ট্রেইলের খোঁজ পাওয়া কষ্টকর হবে। ট্রেইল আর রাস্তা যেখানে মিশেছে তার আশপাশের ল্যাণ্ডমার্কগুলো মনে করার চেষ্টা করলো রবসন। কিন্তু দেখতে না পেলে কি কাজে আসবে সেসব? হঠাৎ খেয়াল হলো ট্রেইল থেকে মাত্র মিনিটখানেকের দূরত্বে একটা কালো গর্ত আছে। ওটা খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। এক ফুট পানি জমে ভরাট হয়ে গেছে গর্তটা। ওটা পেরিয়ে ট্রেইলে উঠে এলো ওরা।

নিজের ইচ্ছায় গ্রে-কে এগোতে দিলো রবসন, অনায়াসে এগোলো ঘোড়াটা।

সন্তুষ্ট হয়ে রাশ টেনে ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে স্যাডল থেকে নামলো রবসন। নরমা আর তেরেসাও থামলো। গাছের ডাল থেকে টুপটাপ পানি ঝরছে।

'গুড লাক,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন, 'কোথাও দেরি করো না। সিলভার ক্রিক রেঞ্জে পৌঁছে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে, আমাদের

পর ঢুকবে ক্লিয়ারক্রিকে।'

'পল,' আস্তে করে বললো নরমা, 'তুমি যদি ক্লিয়ারক্রিকে যেতে না পারো?'

'যাবো।'

স্যাডল থেকে নেমে এগিয়ে এলো নরমা। 'সাবধানে থেকো, পল,' আস্তে করে বললো। 'শেষ পর্যন্ত কি হতে পারে বোঝার মতো জ্ঞান আমার আছে। লোকটা যে-ই হোক, শেষ পর্যন্ত লড়বে, তুমিও জানো সেটা।'

রবসনের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এই প্রথম সরাসরি ওর শত্রুর কথা উচ্চারণ করলো মেয়েটা।

'লোকটার পরিচয় কি আঁচ করতে পারছো, পল?' সরাসরি জানতে চাইলো এবার নরমা।

'অনেক আগেই ওর পরিচয় জানতে পেরেছি,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন, 'এখন শুধু প্রমাণ দরকার।'

'কে বলবে না আমাকে?'

'না, তোমার নিরাপত্তার খাতিরেই বলা ঠিক হবে না।'

রবসনকে জড়িয়ে ধরলো নরমা। কেটে গেল বেশ কয়েক মুহূর্ত।

'তেরেসার দিকে খেয়াল রেখো,' অবশেষে আস্তে করে বললো রবসন। মুচকি হাসলো নরমা। বুঝতে পারছে, এই মুহূর্তে ওকে এড়িয়ে যেতে চায় পল, আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে ওকে পাবার জন্যে।

এক মুহূর্ত পর রবসন আবার বললো, 'গুড বাই।'

স্যাডলে উঠে বসলো নরমা। তেরেসার কাছে এসে দাঁড়ালো এবার রবসন। 'আর কোনো ভয় নেই এখন।'

'অথচ আর একটু হলে আমারই জন্যে প্রাণে মারা যাচ্ছিলে তুমি।'

অনুতপ্ত কণ্ঠে বললো তেরেসা।

'ওসব ভুলে যাও,' বললো রবসন।

পিছিয়ে এলো ও।

ঘোড়া হাঁকিয়ে সামনে চললো নরমা আর তেরেসা।

নিজের ঘোড়ার কাছে আসার পথে রবসন ভাবলো আর কতক্ষণ ভাগ্য সহায়তা করবে! হোটেলে ফিরে জানতে পেলো এর মধ্যে কেউ ওর খোঁজ করেনি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ও। সোজা নিজের কামরায় চলে এলো। কাপড়-চোপড় বদলে বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম নেমে এলো দুচোখে।

ক্লাউসের কড়া নাড়ার বিকট শব্দে সকালের অনেক আগেই ঘুম ভাঙলো। আলো জ্বেলে দরজা খুলে ক্লাউসকে ঢুকতে দিলো। ভিজে সপসপ করছে লোকটার আপাদমস্তক। রেগে টং। সঙ্গের লোকটার পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না সে। মাঝবয়সী লোকটা, চৌকো চেহারা, কুঁতকুঁতে চোখ। ঘরে ঢুকলো সে, কিন্তু বসলো না। ঝটপট পোশাক পরে নিলো রবসন।

'মেয়েটাকে কতটুকু জানিয়েছো তুমি?' জানতে চাইলো ক্লাউস।

'তেরেসাকে? আমাদের ব্যবসার ব্যাপারে? কিছু না। কেন?'

'হারামজাদী পালিয়েছে!' হিংস্র কণ্ঠে বললো ক্লাউস, অস্থির ভঙ্গিতে তাল ঠুকছে টেবিলে।

'গর্দভ কোথাকার,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন, 'কতটা জানে ও।'

'তুমি না বলে থাকলে তেমন কিছু তার জানার কথা নয়। যা জানে তাতে আমাদের ক্ষতি হবে না। স্থান বা সময় সম্পর্কে তো কোনো ধারণাই নেই।'

'তাহলে আমাকে তোমাদের বসের কাছে নিচ্ছো?' জানতে

চাইলো রবসন।

'নইলে কি এখানে নাচতে এসেছি!' পাল্টা প্রশ্ন করলো ক্লাউস।

'কিংবা ঘটে পদার্থ নেই জানাতে,' সহজ কণ্ঠে বললো রবসন। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

হিংস্র চেহারায় ওকে জরিপ করলো ক্লাউস। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কথাটা গোপন রাখার ইচ্ছা ছিলো যেন তার। 'ক্লিয়ার ক্রিকে,' অবশেষে বললো সে।

চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ ফুটিয়ে ভুরু নাচালো রবসন। 'ওখানে কে তোমাদের বস্?'

'গেলেই দেখতে পাবে,' বললো ক্লাউস।

রবসনের ইচ্ছা করলো এখুনি ক্লাউসকে মুখ খুলতে বাধ্য করে, কিন্তু নিজেকে সংযত করলো ও। জোরাজুরি করতে গেলে ওরা সন্দিহান হয়ে পড়বে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাই বললো, 'কাল বিকেল থেকে আমার পেটে দানাপানি পড়েনি। একটু অপেক্ষা করা যাবে না?'

'তোমারই তো তাড়া বেশি বলে জানতাম আমি!' ব্যঙ্গের সুরে বললো ক্লাউস।

'তাড়া দিয়েছি তুমি যাতে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারো,' জবাব দিলো রবসন। 'আমি নাশতা করতে যাচ্ছি। ইচ্ছা হলে আসতে পারো।'

জিজ্ঞাসু চোখে ক্লাউসের দিকে তাকালো তার সঙ্গী। কিন্তু উঠে দাঁড়ালো ক্লাউস, বললো, 'চলো।'

ওরা তিনজন যখন রাস্তা পেরিয়ে ক্যাফেতে ঢুকছে তখনো ঠিক মতো ভোরের আলো ফোটেনি। ইচ্ছা করে সময় ক্ষেপণ করছে রবসন, যাতে বৃষ্টিতে নরমাদের ট্র্যাক মুছে যায়। অঝোর ধারায় বৃষ্টি

ঝরছেই, এ-জন্মে আর থামবে না বোধ হয়। ওদের নাশতা শেষ হলো যখন দূর আকাশে আলোর রেখা মাত্র ফুটতে শুরু করেছে।

হোটেলের উদ্দেশে পা বাড়ালো রবসন। ক্লাউস বলে উঠলো, 'আবার কোথায় চললে?'

'আমার ঘোড়াটা হোটেলের পেছনে,' বললো রবসন।

'ওখানে কেন?' জানতে চাইলো ক্লাউস, 'কাল রাতে তো আস্তাবলে ছিলো, নিজের চোখে দেখলাম।'

'আমিই নিয়ে গেছি,' বললো রবসন, 'মনে করেছিলাম মাঝরাতেই হয়তো রওনা দিতে চাইবে তুমি।' উপেক্ষার দৃষ্টিতে ক্লাউসের দিকে তাকালো ও। 'তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে টাকা পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে তোমার।'

খোঁচাটা গায়ে মাখলো না ক্লাউস। সঙ্গীকে নিয়ে আস্তাবলের দিকে পা বাড়ালো।

হোটেলের বিল মিটিয়ে ঘোড়াটা বের করে আনলো রবসন। কাদা পানি ভেঙে ফীড-স্ট্যাবলের দিকে এগোলো, কাদায় ভরে গেল ওটার পা আর পেট।

আস্তাবলে নিজের ঘোড়ার পাশে অপেক্ষা করছিলো ক্লাউস, সঙ্গীকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে।

রবসন যেতেই লাগাম গুছিয়ে নিলো ক্লাউস, তারপর বললো, 'আমি যাচ্ছি বটে, কিন্তু তুমি যদি তোমার বাই না ছাড়ো তাহলে কাজ হবে বলে মনে হয় না, খামোকা পণ্ডশ্রম হবে।'

'আরে না,' ওকে আশ্বস্ত করলো রবসন।

কাঁধ ঝাঁকালো ক্লাউস। 'দর কষাকষির মানুষ সে নয়। ওর মুখের কথাই চূড়ান্ত।'

'বটে,' বললো রবসন।

'তোমার কপালে খারাবী আছে, বুঝতে পারছি,' বললো ক্লাউস।

জবাব দেয়ার দরকার মনে করলো না রবসন।

একসঙ্গে রওনা হলো ওরা।

একুশ

একটানা এগিয়ে চললো ওরা।

অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। ঝড়ো হাওয়ার মাতম ক্যানিয়নে, গিরিখাতে। ইচ্ছা থাকলেও কথা বলতে পারছে না কেউ। ঘন মেঘে একবার পথ হারানোর দশা হলো, হারিয়ে গেল সব ল্যান্ডমার্ক। নরমা পথ হারালো কিনা ভেবে আশঙ্কিত হয়ে পড়লো রবসন, ওদের সঙ্গে খাবার দেয়নি মনে পড়তেই অভিসম্পাত দিলো নিজেকে; আবার পথের দিশা পেতে যদি দেরি হয়, মুশকিলে পড়ে যাবে ওরা; আশ্রয় হয়তো মিলবে কিন্তু খাদ্য? খানিক পর লাভ নেই ভেবে চিন্তাটা দূর করে দিলো ও। নিজের স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলো পথের প্রতিটি বাঁক, খানাখন্দ মনে আছে। নরমাও মনেকরতে পারবে বলে আশা করলো। কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করলো।

দুপুরে যাত্রা বিরতি করলো ওরা। বৃষ্টি খানিকটা কমেছে এখন, কিন্তু হাওয়ার দাপট আগের মতোই, বাতাসের ধাক্কায় ধেয়ে এসে চোখে-মুখে আঘাত হানছে বৃষ্টিকণা।

রবসনের গম্ভীর চেহারা দেখে কথা বলার চেষ্টা করলো না ক্লাউস। ভারি থলথলে শরীর নিয়ে বিশাল কোনো পাথরের মতো স্যাডলে বসে আছে সে। চেনাপথ, অনায়াসে এগোচ্ছে, পেছনে পড়ে যাচ্ছে মাইলের পর মাইল। দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছে না ঘোড়াগুলো। দু-একবার থেমে শরীরের খিল ছাড়াবে তারও উপায় নেই।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে ট্রেইল থেকে বাঁক নিয়ে একটা শাখা ক্যানিয়নে ঢুকে পড়লো ক্লাউস, বিস্মিত হলো রবসন। ক্যানিয়নের মাঝামাঝি আসার পর একটা গুহা দেখতে পেলো দল। ওখানে ঢুকে স্যাডল থেকে নামলো ক্লাউস, রবসনও নামলো। গুহার একপাশের দেয়াল ঘেঁষে লাকড়ির স্তূপ। পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে শস্যের বস্তা, ইঁদুরের আওতার বাইরে। ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে দলাইমলাই করতে লাগলো রবসন। আগুন জ্বাললো ক্লাউস।

একটু পর আগুনের পাশে বসে শরীর গরম করে নিলো ওরা। আরামে ঢিল পড়লো ক্লাউসের সতর্কতায়, একটু যেন নরম হলো চোখের দৃষ্টি।

লোকটা মুখ খোলে কিনা দেখা যাক ভেবে সহজ ভঙ্গিতে রবসন জানতে চাইলো, 'এমনি আবহাওয়ায় আগে কখনো ড্রাইভে অংশ নিয়েছো?'

'ড্রাইভ?' ফাঁকা কণ্ঠে বললো ক্লাউস।

'কয়েক জায়গায় ট্র্যাক দেখলাম কিনা,' নির্বিকার কণ্ঠে বললো রবসন, 'এই পথে গরুর পাল গেছে, ভাবলাম হয়তো তোমাদের।'

এক মুহূর্ত চুপ রইলো ক্লাউস, তারপর যেন রবসনকে বিশ্বাস করা যায় ভেবে বললো, 'হ্যাঁ। একবার তো মরণ অবস্থা হয়েছিলো!' দুর্দশার কথা মনে পড়ায় শিউরে উঠলো সে। 'প্রায় সারারাত তুষার ঝড়ের মধ্যে গরুর পালসহ আটকা পড়েছিলাম—ওদিকে।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে হাসলো রবসন, বললো না কিছু।

'সকালের আগেই আবার বেরিয়ে পড়ি আমরা,' বললো ক্লাউস, 'আর ঘণ্টাখানেক দেরি করলেই দফারফা হয়ে যেতো! শেষমেষ অবশ্য বহাল তবিয়তেই শহরে পৌঁছুই।'

'বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো ব্যাপারটা, না?' সহজ কণ্ঠে বললো রবসন।

'ঠিক। আর গতবার তো তুমুল বৃষ্টির মধ্যে এক পাল গরু হাঁটিয়ে নিয়েছিলাম, বৃষ্টি মাথায় করেই গরু নিয়ে এই পথে গিয়েছেনগা পার করে খদ্দেরের হাতে তুলে দিয়েছি। কষ্ট করে হালাল করতে হয়েছে টাকাটা!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, তারপর বললো, 'আবহাওয়া খারাপ হলেই বরং আমাদের জন্যে ভালো!'

নির্ঘাত শিফলিনদের গরুর কথা বলছে, চেহারা স্বাভাবিক রেখে ভাবলো রবসন। হাজারটা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিলো মনে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না। ক্লাউস স্বেচ্ছায় যতক্ষণ বলছে ততক্ষণই ভালো। প্রশ্ন করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

কিন্তু ঝিমুনি আসছে ক্লাউসের, গল্প করার উৎসাহ দেখা গেল না তার মধ্যে। অল্পেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো রবসনকে। এরাই শিফলিনদের গরু ছিনতাই করেছে, এটা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

হাই তুললো ক্লাউস, চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ার ঘোষণা দিলো। রবসনও শুয়ে পড়লো। অচিরেই ভারি হয়ে এলো চোখের পাতা। মুহূর্তের জন্যে একবার নরমাদের কথা মনে পড়লো। সামনে, হয়তো

এমনি কোনো এক গুহায় আশ্রয় নিয়ে ভোরের অপেক্ষা করছে। নরমার কথা ভাবতে গিয়েই প্রশ্ন জাগলো মনে, ওর ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে আগামীকাল? রেহাই মিলবে অপবাদের গ্লানি থেকে? নাকি প্রাণ হারাতে হবে!

সকালে উঠে রবসন দেখলো বৃষ্টি থেমে গেছে। কুয়াশা ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, ছোবল হানছে গায়ে। খালি পেটেই ঝটপট ট্রেইল ধরলো ওরা। আজ অবশ্য আগের দিনের মতো শীত লাগছে না। রাতের বৃষ্টির ছাঁটে ধুয়ে মুছে গেছে তুষারের আস্তরণ।

দুপুর নাগাদ নচ হয়ে ঢাল বেয়ে সিলভার ক্রিক রেঞ্জে নেমে এলো ওরা। তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। আকাশ এখন ঝকঝকে পরিষ্কার।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে রবসন, অপেক্ষা করাই এখন একমাত্র কাজ।

ওদের আগে কেউ সিলভার ক্রিক রেঞ্জ অতিক্রম করেছে কিনা বোঝা গেল না, ট্র্যাক নেই কোনো। নরমা অবশ্য ট্র্যাক গোপন করার ক্ষমতা রাখে, ভাবলো রবসন।

ক্লিয়ারক্রিক হাজার মাইল দূরে বলে মনে হচ্ছে। একনাগাড়ে বকবক করে যাচ্ছে ক্লাউস, কিন্তু তার কোনো কথায় কান দিচ্ছে না রবসন।

ওরা যখন শহর সীমান্তের টিলার চূড়া অতিক্রম করলো, চেহারা স্বাভাবিক থাকলেও তলে তলে সতর্ক হয়ে উঠলো রবসন। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ দোলা দিয়ে গেল মনে: ভুল হয়ে যায়নি তো কোথাও? ক্লাউসের বস্ যদি অন্য কেউ হয়ে থাকে? কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না। ব্যাপারটা এখন ওর আয়ত্তের বাইরে, আপন গতিতে এগিয়ে যাবে ঘটনাপ্রবাহ। এতে ওর কোনো ভূমিকা নেই।

রাস্তা বরাবর এগোলো ওরা। ঘোড়সওয়ার, ওয়্যাগন চালক আর পথচারী—সবার মধ্যে এক ধরনের আলস্য লক্ষ্য করলো রবসন, দিনান্তের ক্লান্তি। প্যালেস স্যালুনের হিচর্যাকে ঘোড়া থামিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে তাকালো রবসন, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে মার্শাল। কিঞ্চিৎ মাথা দোলালো রবসন, জবাবে মাথা দোলালো পিকেটও।

'এখানেই আছে সে?' স্যাডল থেকে নামতে নামতে জানতে চাইলো রবসন।

'থাকার তো কথা, দেখা যাক।'

রবসন বললো, 'আমার ভেতরে না যাওয়াই ভালো, কি বলো?'

চিন্তিত চেহারায় ওর দিকে তাকালো ক্লাউস।

'আমার নাম নিয়ে সমস্যা আছে,' বললো রবসন। 'সে এখানকার স্থানীয় লোক হয়ে থাকলে অসুবিধে হবে। আমার এক ভাই ছিলো এখানে।'

'ঠিক,' মাথা দুলিয়ে বললো ক্লাউস।

'আমার নাম মুখে আনারই দরকার নেই,' বললো রবসন, 'মানে, ওখানে অনেক লোকজন আছে তো, ওসব পরে জানানো যাবে।'

'অবশ্যই,' বললো ক্লাউস। হিচর্যাকের নিচ দিয়ে ওপাশে চলে গেল।

ঘুরে শেরিফের অফিসের দিকে পা বাড়ালো রবসন। হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করে নিলো, পুরোনো কার্তুজ ফেলে আবার লোড করলো ওটা। শেরিফের অফিসের সামনের হিচর্যাকের কাছে পৌঁছুলো। একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অরভিল পিকেট।

'লোকটাকে দেখেছো, অরভিল?' জানতে চাইলো রবসন।

মাথা দোলালো পিকেট।

'ভেতরে গিয়ে দেখো কার সঙ্গে আলাপ করে। এখুনি অ্যারেস্ট করার দরকার নেই। আবার যেন পালাতেও না পারে। ব্যাটা ক্রিমিনালদের একজন।'

অলস ভঙ্গিতে দরজা থেকে সরে এলো পিকেট, রাস্তায় নেমে এলো, রবসনকে পাশ কাটানোর সময় জিজ্ঞেস করলো, 'আবার ঝামেলা?'

'বরং বলতে পারো ঝামেলার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছি,' বললো রবসন।

এবার ঘুরে হিচর‍্যাকে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো রবসন। রাস্তার বরাবর একবার তাকালো। ফট করে কেউ যেন রাস্তা পেরোতে না পারে। রাস্তার অন্য মাথায়ও চোখ বোলালো। নরমা আর তেরেসা এগিয়ে আসছে। রবসনের কাছাকাছি এসে ঘোড়া ঘুরিয়ে রবসনদের ঘোড়ার কাছেই হিচর‍্যাকের সামনে থামলো তেরেসা।

রাস্তার মাঝখানে ঘোড়া থামিয়ে রবসনের দিকে তাকালো নরমা।

'ওখানে?' স্যালুনের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলো সে। এত দূর থেকেও ওর নিচু কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেলো রবসন।

'মনে হয়,' বললো ও।

'পল,' এবার নরমা বললো, ওকে জরিপ করলো এক মুহূর্ত, 'এই-বার আমিও বদলা নিতে পারবো। আমার আসল নাম নরমা মুনরো। কথাটা ইচ্ছা করে গোপন করে গেছি তোমার কাছে।'

নরমার কথার অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না রবসনের। ব্যাটউইং ডোরের দিকে তাকিয়ে আছে ও। হিচর‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল নরমা।

ব্যাটউইং ডোরের পাল্লার নিচে একজোড়া পা দেখতে পেলো রবসন। দড়াম করে খুলে গেল কবাটজোড়া। সোজা হয়ে দাঁড়ালো

রবসন, ধীর পদক্ষেপে এগোলো স্যালুনের দিকে।

প্রথমে বেরিয়ে এলো লুকাস মিল, তারপর ক্লাউস। পিকেট অনুসরন করছে ওদের। আচমকা থমকে দাঁড়ালো লুকাস। রবসনকে দেখছে।

রাস্তার মাঝখানে পৌঁছে থামলো রবসন, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়ালো, দুপাশে ঝুলছে দুহাত, প্রস্তুত।

'তোমার জারিজুরি শেষ, লুকাস,' নিস্তব্ধতায় চাবুকের মতো আঘাত করলো ওর কণ্ঠস্বর।

আতঙ্কে মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠলো লুকাসের, থাবা মারলো পিস্তলে, খাপমুক্ত হলো ওটা, দেরি না করে ট্রিগারে টান দিলো সে। সামনের হিচর‍্যাকে আঘাত হানলো গুলিটা। আবার গুলি করলো লুকাস, রবসনের পেছনে একটা জানালা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। এই ফাঁকে ক্ষিপ্র হাতে পিস্তল বের করে আনলো রবসন, অর্ধবৃত্তাকারে উঁচু হলো ওটার নল, কক করলো ও। চোখের সামনে এনে তাক করলো লুকাসের দিকে, পরক্ষণে সটে ঘা মারলো হ্যামারটা।

শেরিফের অফিসের ফলস ফ্রন্টে লাগলো লুকাসের তৃতীয় এবং শেষ গুলি। দুহাতে বুক চেপে ধরলো সে, হেলে পড়লো সামনে। বুকের ওপর গুণ চিহ্নের মতো হাত ভাঁজ করা অবস্থাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো লুকাস, জবাই করা মুরগির মতো তড়পাতে লাগলো, সাইড-ওঅকের কিনারা থেকে রাস্তার ধুলোয় গড়িয়ে পড়লো তার মাথা, যেন উঁকি দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছিলো।

ক্লাউসের পেছনে উদ্যত পিস্তল হাতে দাঁড়ানো পিকেটের দিকে তাকালো রবসন, তারপর নরমার দিকে ফিরলো। স্যাডলে পাথরের মতো বসে আছে নরমা। মাথা দোলালো রবসন, হাত তুলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে প্রত্যুত্তর করলো নরমা।

পিকেটের উদ্দেশে রবসন বললো, 'ওয়াগন-হ্যামার রাইডাররা আছে না ভেতরে ?'

'অ্যামোস আছে, ও-ই সামলাতে পারবে।'

'একা অসুবিধে হবে,' বললো রবসন। ওঅকে উঠে এলো ও, বললো, 'লোকটাকে নিয়ে ভেতরে চলো।'

আট-দশজন ওয়াগন-হ্যামার রাইডার দাঁড়িয়ে আছে বারে। গ্রিসনের দিকে চেয়ে আছে ওরা। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছে গ্রিসন।

রবসনকে দেখেই বদলে গেল রাইডারদের চেহারা।

ওদের উদ্দেশ্যে রবসন বললো, 'গত বছর পয়েন্ট লোমার ওদিকে ছিনতাই হয়েছিলো মুনরোর একপাল গরু, ঘটনাটার কথা শুনেছো তোমরা ?'

'আমাদের ওপর তার দোষ চাপাতে চাইছো ?' সরাসরি জানতে চাইলো একজন।

'শুনেছো কিনা ?' আবার জিজ্ঞেস করলো রবসন।

বেশ কজন মাথা দোলালো। খেই ধরলো রবসন, 'গত সপ্তাহে টেক্সাস থেকে আসার পথে রুইডোসো নদীর তীর থেকে এগারো জন লোকসহ উধাও হয়ে গেছে আরো একপাল গরু। আসলে হত্যা করা হয়েছে লোকগুলোকে, তারপর সিলভার ক্রিক রেঞ্জ হয়ে ওদিকের নচের ভেতর দিয়ে পর্বতমালার উল্টোদিকে সিয়েনেগা শহরে নিয়ে বিক্রি করা হয়েছে গরুগুলো। কার ইশারায় হয়েছে এসব জানো ?'

কেউ জবাব দিলো না।

'লুকাস,' শান্ত কণ্ঠে বললো রবসন। 'দুবারই সিয়েনেগা থেকে লোক নিয়ে এসেছিলো সে।' ইশারায় ক্লাউসকে দেখালো ও। 'আমি

ঠিক বলেছি কিনা ও জানে।'

'আমি কিছু জানি না।' কর্কশ কণ্ঠে বললো ক্লাউস।

পিকেটের দিকে ফিরলো রবসন। 'লুকাসের সঙ্গে কথা বলেনি ও ?'

'অ্যামোসকে জিজ্ঞেস করো,' বললো পিকেট, 'ও বারে ছিলো।'

গ্রিসন বললো, 'লুকাসের কাছে এসে লোকটা বলেছে : 'তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাইরে একজন অপেক্ষা করছে।' ওর কথা শোনার পর ড্রিঙ্ক শেষ করে বেরিয়ে যায় সে।'

'মুখ খুলবে তুমি ?' ক্লাউসকে জিজ্ঞেস করলো রবসন।

মাথা দোলালো ক্লাউস। ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডারদের দিকে তাকালো, তারপর বললো, 'ওর কথা সত্যি।'

এবার রবসন বললো, 'তোমরা এতদিন আসলে সিলভার ক্রিক রেঞ্জের জন্যে লড়াই করোনি। সিয়েনেগায় যাবার পথ—নচের দখল বজায় রাখাই ছিলো লুকাসের উদ্দেশ্য। ওটাই চোরাই গরু চালান দেয়ার একমাত্র রাস্তা। ওয়াটকিনস সিলভার ক্রিক রেঞ্জ দাবি করার পর লড়াই করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না তার, নইলে রাসলিং-ব্যবসা ছেড়ে দিতে হতো।' একটু থামলো রবসন, রাইডারদের দেখলো একনজর। 'এখন বিপদে পড়ার ইচ্ছা না থাকলে এখান থেকে চলে যাও। ওয়াগন-হ্যামার রাইডাররা ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত, এমন অভিযোগ তোলেনি কেউ। লড়াইতে ওয়াটকিনস জিতলেও বার-স্ট্র্যাপের তুলনায় তোমাদের হাত অনেক পরিষ্কার।'

নাছোড়বান্দার মতো রবসন, গ্রিসন আর পিকেটের দিকে তাকালো রাইডাররা।

পিকেট বললো, 'ডারউইনের কথা ভাবছো বোধ হয় তোমরা, ওকে আমি মেরেছি। কেন, জানি না। আশা করছি শিগগিরই জানতে

পারো।' শুষ্ক কণ্ঠে সে আবার বললো, 'ওয়্যাগন-হ্যামারে ওর জন্যে শোক করার মতো কেউ নেই বলেই আমার ধারণা।'

ওয়্যাগন-হ্যামারের এক রাইডার আস্তে কাউন্টারে নিজের পিস্তল রেখে এক কদম সরে এলো। 'অনেক দিন ধরেই সুযোগ খুঁজছিলাম,' বললো সে, 'এইবার চললাম!' প্রফুল্ল কণ্ঠে বললো সে। রবসনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা, লুকাসের লাশটা দেখলো এক নজর, তারপর শিস বাজাতে বাজাতে এগোলো রাস্তা বরাবর।

রবসনের বাহু স্পর্শ করলো মার্শাল পিকেট, নিজের পিস্তলটা দিয়ে বললো, 'ওদের একটু পাহারা দাও, একমিনিট। অবশ্য ঝামেলা হবার ভয় আর নেই। লুকাসের অবশিষ্ট চ্যালাচামুণ্ডাদের পাকড়াও করা কঠিন হবে না এখন।'

লুকাসের লাশের কাছে গেল মার্শাল, সামনে ঝুঁকে খুলে ফেললো বুটজোড়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোজাগুলো পরখ করলো, তারপর ফিরে এলো। শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বের করে কাউন্টারে রাখলো। এবার ওয়্যাগন-হ্যামার রাইডারদের উদ্দেশে বললো, 'মারটেল আর ওয়াটকিনসকে খুন করেছে লুকাস। অকুস্থলে গিয়েছিলাম আমি লুকাসের সাজানো গল্প শোনার পর। ওখানে সে মোজা পায়ে হাঁটাহাঁটি করেছিলো কেন—প্রশ্নটা খোঁচাচ্ছিলো আমাকে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, এ-প্রশ্নের একটা জবাবই আছে। আগেই মারটেলকে খুন করে সে। ওয়াটকিনসকে হত্যা করার পর আবার মারটেলের ঘোড়ার কাছে আসে লাশ নেয়ার জন্যে, তখনই ওর মোজায় রক্ত লাগে। লাশ নিয়ে গুহায় যাবার আগে আবার বুট পরে নিয়েছিলো লুকাস, বোঝা যায়, তাই রক্তের দাগ আর তার চোখে পড়েনি। ওয়াটকিনসের চাদরে বুলেটের ফুটোটাও বেখাপ্পা ঠেকেছে

আমার কাছে, গুলিটা গুহার মেঝে থেকে খুঁচিয়ে বের করেছি আমি। লাশের অবস্থান থেকে খানিকটা দূরে বিঁধেছিলো ওটা।' বাক্সটার দিকে ইশারা করলো মার্শাল। 'মারটেলের স্লিকারের সঙ্গে ছিলো ওটা। লুকাস স্লিকারটা পুড়িয়ে ফেললেও এটা নষ্ট হয়নি। এরপরও কি তোমরা ওর পক্ষে থাকতে চাইবে?'

গ্রিসনের দিকে তাকালো পল রবসন। 'বেন ওয়াটকিনস মারা গেছে?'

মাথা দোলালো গ্রিসন। 'এমনিও বাঁচতে পারতো না সে। এই বরং ভালো হয়েছে।'

এবার ক্লাউসের দিকে ফিরলো রবসন। 'লুকাস এইবার যে পালটা ছিনতাই করেছে তার সঙ্গে এগারোজন লোক ছিলো, কি ঘটেছে ওদের ভাগ্যে?'

জিভ বের করে ঠোঁট ভেজালো ক্লাউস, ভাষা হারিয়ে ফেলেছে যেন।

'মারা গেছে, ঠিক?' আবার জানতে চাইলো রবসন।

মাথা দোলালো ক্লাউস।

সহসা সবকিছু বড় অসহ্য ঠেকলো রবসনের। স্যালুন থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো সে। ক্লান্তির সঙ্গে ভাবলো, ওর দায়িত্ব শেষ, বন্ধু আর ভাই হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।

ছিচর‍্যাকে নরমাদের না দেখে হোটেলের দিকে এগোলো রবসন। পিকেট ওর সঙ্গে যোগ দিলো। রবসন বুঝলো সেও হোটেলে যাবে।

'ডারউইনকে কেন হত্যা করলাম জানা দরকার,' বললো পিকেট, ওর বিষণ্ন চেহারা একটু কুঁচকে আছে।

নরমার কামরার দরজা খোলাই ছিলো, বিছানায় বসে আছে মেয়ে-

টা। ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালো। টুপি খুলে অভিবাদন জানালো পিকেট।

'সেদিন সকালে তুমি চলে যাবার সময় ডারউইনকে হত্যা করেছি আমি,' শান্ত কণ্ঠে বললো পিকেট, 'সে তোমার পিছু নিয়েছিলো কেন আমাকে বলবে?'

'আমার নাম আসলে নরমা মুনরো, অরভিল,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিলো নরমা। 'আমার বাবার গরুই ছিনতাই হয়েছিলো গতবছর। সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন বাবা, ধাক্কাটা সামলাতে পারেননি, মাত্র দুমাস পরেই মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর ছিনতাইকারীর সন্ধানে লীকে সঙ্গে করে এখানে আসি আমি।' ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলালো মেয়েটা। 'লুকাসের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা তো তুমি জানতে। আমি যদ্দুর বুঝতে পেরেছি সেটাই বলি।' চট করে একবার রবসনের দিকে তাকালো সে। 'আমি যে পলের প্রেমে পড়েছি টের পেয়ে গিয়েছিলো লুকাস। সুযোগ পেয়েও রবসন তাকে হত্যা না করায় লুকাস ধরে নেয় আমিই ওকে ভাড়া করে এনেছি। পলকে সতর্ক করার জন্যে আমি প্রেস্টনের কেবিনে যাবার পর আমার কামরায় তল্লাশি চালায় লুকাস; বোধ হয় আমার কাছে পল কোনো চিঠিপত্র লিখেছে কিনা জানতে চেয়েছিলো। তার বদলে এগুলো পায় সে।'

টেবিলের ওপর রাখা চিঠির বাণ্ডিলটা দেখালো নরমা। 'ওগুলো সঙ্গে রেখে ভুল করেছি। আমার মায়ের চিঠি—নরমা মুনরোর কাছে লেখা। স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছিলাম কাছে। যা হোক, নাম দেখেই আসল ব্যাপার বুঝে ফেলে লুকাস, আমাদের সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়; সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে লীকে, তারপর—'

'ডারউইনকে তোমার পিছনে লেলিয়ে দেয়,' বললো পিকেট। ঘুরে

দাঁড়ালো সে, চেহারার কুঞ্চন অদৃশ্য হয়েছে। বিড়বিড় করে নরমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

বেরিয়ে গিয়ে আস্তে করে কবাট টেনে দিলো পিকেট।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর রবসনরা স্থির করলো হোটেলের দায়িত্ব তেরেসাকে দিয়ে টেক্সাসে চলে যাবে ওরা।

কথাটা সবাইকে জানাতে হাসিমুখে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো দুজন।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী', তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি। তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি, সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম, কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন, তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে, যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ, মাসে একবারই, তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন, তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়, তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্র্যাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন, আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com